ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-278 ■ 18 July, 2025 ■ আগরতলা ১৮ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ১ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৫৪ টি থানার ওসি স্তরে রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। রাজ্য পুলিশের ওসি স্তরে বড়সড় রদবদল করা হল। একসাথে ৫৪টি থানার ওসি অদল-বদল করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশকের তরফে এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

এই বিজ্ঞপ্তিতে শহরের প্রধান দুটি থানার ওসিও পরিবর্তন করা হয়েছে। পশ্চিম আগরতলা থানার বর্তমান ওসি পরিতোষ দাসকে আমতলি থানায় বদলি করা হয়েছে। পশ্চিম থানার ওসির দায়িত্ব গ্রহণ করছেন বর্তমান পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী। এদিকে পূর্ব থানার ওসি হচ্ছেন সুব্রত দেবনাথ। যিনি যাত্রাপুর থানার দায়িত্বে ছিলেন। এডি নগর থানার ওসি হচ্ছেন সুশান্ত দেব। এনসিসি থানার ওসি হচ্ছেন প্রাজিত মালাকার। পশ্চিম মহিলা থানার নতুন ওসি হচ্ছেন শিউলি দাস। তিনি বিশালগড় মহিলা থানার ওসির দায়িত্বে ছিলেন।শাশ্বতী দাস পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানার ওসির দায়িত্বে ছিলেন তাঁকে বিশালগড় মহিলা থানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এছাড়াও গোটা রাজ্যের বিভিন্ন থানার ওসি পদে রদবদল করা হয়েছে।

রাজিব দেবনাথ কৈলাসহর থানার নতুন ওসি হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছেন। সঞ্জীব লস্করকে আর কেপুর থানার ওসি হিসেবে নিযুক্ত করা হচ্ছে। হিমাদ্রি সরকারকে সিধাই থানার ওসির দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে। বাবুল দাসকে সিটিআই, গোকুলনগর থানার ওসির দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে। অজিত দেববর্মাকে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন থানায় ওসি স্তরের রদবদল করা হয়।

আরজিএম হাসপাতালে শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ ভিত্তিহীন, দাবি চিকিৎসকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। কৈলাসহরের আরজিএম মহকুমা হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে উঠা অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ চিরঞ্জীব দেব। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ চিরঞ্জীব দেব জানান, বুল্টি দেবনাথ নামক প্রসূতি গত ১১ জুলাই ভর্তি হন এবং ১২ জুলাই সকালে সন্তান প্রসব করেন। পরবর্তীতে নবজাতকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় এবং ১৩ জুলাই বিকেলে তার মৃত্যু হয়। ডাঃ দেব অভিযোগ করেন, শিশুর মৃত্যু সন্ধ্যায় ঘটলেও তার বাবা দুপুর ১২টা নাগাদ সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে আরজিএম হাসপাতালকে দায়ী করেন, যা মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি বলেন, হয়তো হাসপাতালের উন্নয়নই কিছু দুষ্ট চক্রের সহ্য হচ্ছে না। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নার্স ফেরদৌসি বেগম, পিংকি সাহা সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। সকলেই জানান, হাসপাতালকে কালিমালিপ্ত করতে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন নিয়ে তোলপাড়

এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না, দাবি এএআইবি-র

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই।। এয়ার ইন্ডিয়ার ১২ জুনের বিমান দুর্ঘটনায় ২৬০ জন নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তকারী সংস্থা এয়ারক্রাফট অ্যাকসিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, এই মুহূর্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো খুব তাড়াতাড়ি হবে। সংস্থাটি আরও বলেছে, নির্বাচিত ও যাচাই না করা প্রতিবেদনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত টানা দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং এটি তদন্ত প্রক্রিয়ার সততা নষ্ট করতে পারে।

এই বিবৃতি আসে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর একটি প্রতিবেদনের কয়েক ঘণ্টা পর। ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বিমানের ক্যাপ্টেন সুমীত সভরওয়াল বিমানটি আকাশে উড্ডয়নের সময় উভয় ইঞ্জিনের জ্বালানি প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে, গত সপ্তাহে প্রকাশিত এএআইবির প্রাথমিক প্রতিবেদনে ককপিটের কথোপকথনের সারসংক্ষেপ থাকলেও, কে কোন কথা বলেছেন তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একজন পাইলট অপর পাইলটকে প্রশ্ন করেছিলেন কেন তিনি সুইচ ঘোরালেন, যেখানে অপর পক্ষ তা অস্বীকার করেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্ল্যাক বক্সের রেকর্ডিংয়ে ধরা পড়েছে ক্যাপ্টেন সভরওয়াল ফুয়েল কন্টোল সুইচগুলি বন্ধ করে দেন এবং তখন ফার্স্ট অফিসার ক্লাইভ কুন্দর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন কেন সেগুলি "কাট-অফ" অবস্থায় রাখা হয়েছে। সেই সময় ক্যাপ্টেন শান্ত থাকলেও ফার্স্ট অফিসার বেশ উত্তেজিত ও আতঙ্কিত ছিলেন বলে প্রতিবেদন জানিয়েছে। বৃহস্পতিবারের বিবৃতিতে এএআইবি তার 'নির্ভুল রেকর্ড' তুলে ধরে জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় নিহত ২৪১ জন যাত্রী ও কর্মী এবং মাটিতে থাকা আরও ১৯ জনের মৃত্যুর মূল কারণ ও সুপারিশসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

এএআইবি জানিয়েছে, আমাদের দৃষ্টিতে এসেছে কিছু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বারবার বেছে বেছে এবং যাচাই না করে তথ্য তুলে ধরছে। তদন্ত চলাকালীন এমন কাজ একেবারেই দায়িত্বজ্ঞানহীন। তারা বলেছে, প্রাথমিক রিপোর্ট কেবল ঘটনা সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি। এই পর্যায়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত টানা খুব তাড়াতাড়ি হবে। তদন্ত এখনো শেষ হয়নি।

এএআইবি আরও বলেছে, নিহত যাত্রী, ক্রু এবং মাটিতে থাকা ব্যক্তিদের পরিবার এই দুর্ঘটনায় যে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তা আমাদের সম্মান করা প্রয়োজন। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তা নিয়ে অহেতুক ভীতি বা বিতর্ক সৃষ্টি করা উচিত নয়।

সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। প্রয়োজনে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অসম ঃ

গোয়ালপাড়া জেলায় উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে সংঘর্ষ, গুলিতে নিহত ১

গুয়াহাটি, ১৭ জুলাই ।। গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণাই রেঞ্জের অন্তর্গত পাইকান রিজার্ভ ফরেস্টে বৃহস্পতিবার সকালে অসম পুলিশ ও বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযান চরম সহিংসতায় পরিণত হয়। অভিযানের সময় পুলিশের গুলিতে নিহত এবং আরেকজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গলের জমি দখল করে থাকা বসবাসকারীরা পুলিশের উচ্ছেদ দলকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভিডিও ফুটেজে গেছে, স্থানীয়রা পাথর ছুড়ে ও উচ্ছেদ কাজে ব্যবহৃত এক্সকাভেটরে হামলা চালিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

প্রশাসনের দাবি, আত্মরক্ষার্থে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। গুলিবিদ্ধ হন দুই স্থানীয় নাগরিক। তাঁদের হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিতকরা শাকুয়ার হুসেইনকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। এপর গুরুতর আহত ব্যক্তি কুতুবউদ্দিন শেখ আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন। যদিও এই ঘটনায় নিরাপত্তারক্ষীদের কেউ কেউ আহত হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে দাবি করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, পাইকান রিজার্ভ ফরেস্টের ৭১১ হেক্টর জমির মধ্যে প্রায় ১৪০ হেক্টর জায়গা দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দখল করে বসবাস চলছিল। বিদ্যাপাড়া ও বেতবাড়ি এলাকার ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বহু পরিবার বহু বছর ধরে কোনরকম বৈধ দলিলপত্র ছাড়াই বসবাস করছিল।

প্রশাসন আগেই বহুবার মাইকিং ও টহল দিয়ে অবৈধ দখলদারদের এলাকা খালি করার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পরকীয়ার জেরে আইনিভাবে স্ত্রীকে পর পুরুষের হাতে তুলে দিতে প্রশাসনের দ্বারস্থ স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। পরকীয়া সম্পর্কের জেরে আইনিভাবে নিজের স্ত্রীকে পর পুরুষের হাতে তুলে দিতে স্ত্রীকে নিয়ে থানায় হাজির হলেন স্বামী। বিবাহ বহির্ভূত পরকিয়া প্রেমের জেরে এক ব্যক্তি তার নিজের স্ত্রীকে পর পুরুষের হাতে আইনিভাবে তুলে দেওয়ার জন্য স্ত্রীকে নিয়ে জিরানিয়ায় থানায় হাজির হলেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ থেকে প্রায় ১০ বছর আগে মৌমিতা দেবনাথের সঙ্গে তার সামাজিকভাবে বিয়ে হয়।তাদের এক সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর স্বামী জাম্পুইয়ে অবস্থান করে কাজ করতেন। মাঝে মধ্যে বাড়িতে আসতেন। বাড়িতে স্বামীর উপস্থিতিতে তার স্ত্রী মৌমিতা দেবনাথ ও স্থানীয় এক যুবক উত্তম দেবনাথের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক হয়।এই ঘটনা চলে দীর্ঘদিন যাবত। কিন্তু করোনাকালীন সময় উত্তম দেবনাথ মৌমিতা দেবনাথের সঙ্গে পরকীয়া করতে এসে ধরা পড়ে। জনগণ উত্তম মধ্যম দিয়ে ওই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

পরে মৌমিতার পরিবার তার স্বামীর পরিবার এবং স্থানীয় জনগণ ও পুলিশের সালিশি সভায় সব কিছু মীমাংসা হয় এবং তারা এক সঙ্গে থাকতে শুরু করে। কিন্তু মৌমিতা তার অবৈধ পরকিয়া প্রেম চালিয়ে যায় বলে অভিযোগ স্বামীর। গতকাল উত্তম দেবনাথের সঙ্গে কথা বলার সময় ধরে ফেলেন তার স্বামী। তাকে এই ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

২০২১ সালের এডিসি নির্বাচনে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল আইপিএফটি

বিস্ফোরক শুক্লাচরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। ২০২১ সালের এডিসি নির্বাচনে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল আইপিএফটি। কিন্তু ২০২৬ সালের এডিসি নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ময়দানে নামতে চলেছে আইপিএফটি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করেছেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরণ বলেন, আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে আইপিএফটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২১ সালের এডিসি নির্বাচনে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল আইপিএফটি। আগামী এডিসি নির্বাচনে দলের যথেষ্ট ভূমিকা থাকবে। আগামীদিনে দলকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে রণকৌশল তৈরী করা হবে। বিগত নির্বাচনের ফলাফলের তুলনায় ২০২৬ সালের এডিসি নির্বাচন দল ভালো ফলাফল করবে বলে আশাবাদি তিনি। তাঁর দাবি, আইপিএফটি ছেড়ে যারা অন্য দলের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাল্য বিবাহ রোধে সামাজিক বিয়ের আগে রেজিস্ট্রি বিয়ে করানোর চিন্তাভাবনা করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। সমাজের অনেক ভব্যসভ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিও পয়সার লোভে ড্রাগস ব্যবসায় যুক্ত রয়েছে। কিন্তু আইনের বেড়াজালে পড়লে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ড্রাগস ব্যবসায় জড়িত ব্যক্তিদের কোন অবস্থায় ছাড় দেওয়া হবে না। এর পাশাপাশি বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করতে সকল অংশের মানুষকে আরো সচেতন হতে হবে। বাল্য বিবাহ রোধে সামাজিকভাবে বিয়ের আগে রেজিস্ট্রি বিয়ে করানোর চিন্তাভাবনা করছে সরকার। আজ বামুটিয়া ব্লকের গান্ধীগ্রাম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নেশামুক্ত ভারত অভিযান এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কে আয়োজিত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, নেশামুক্ত দেশ ও বাল্যবিবাহ রোধ করা সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম আজকের দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অথচ রাজ্যে আগে নেশার এমন পরিবেশ ছিল না। কিন্তু বিগত প্রায় ৪০ বছর ধরে সারা রাজ্যে নেশার ছায়া বিরাজ করেছে। যা আজকের দিনে ভুগতে হচ্ছে আমাদের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের পর ড্রাগসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও এবিষয়ে বারবার গুরুত্ব দিয়েছেন এবং প্রতিনিয়ত রিপোর্ট নিচ্ছেন। আর রাজ্য সরকারও কেন্দ্রের নির্দেশিত ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গণ্ডাছড়ায় স্মার্ট মিটার এবং বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুলের বিরুদ্ধে সরব সিপিআইএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ১৭ জুলাই।। স্মার্ট মিটার এবং বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুলের বিরুদ্ধে বুধবার রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস দলের উদ্যোগে মহকুমার বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও এবং ভাঙচুর করার পর বৃহস্পতিবার রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের গন্ডাছড়া মহকুমার সিপিআইএম বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে বিদ্যুৎ অফিসে ডেপুটেশন প্রদানের পর অবিলম্বে স্মার্ট মিটার এবং বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল বন্ধ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবার হুমকি দেন সিপিআইএম দলের নেতৃত্ব, কর্মী ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জনজাতি নিয়েই চিন্তা

এডিসি নির্বাচনের লক্ষ্যে চিন্তন বৈঠকে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।।: জনজাতি নিয়েই চিন্তায় রয়েছে প্রদেশ বিজেপি। তাই, এডিসি নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে চিন্তন বৈঠক করেছে পদ্ম শিবির। ২০২৬ সালে এডিসি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। পাহাড়ে বিজেপির জমি শক্ত করতে আজ সোনার তরী স্টেট গেস্ট হাউসে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের জনজাতি চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলত ওই বৈঠকে আগামী দিনে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য দিশা নির্ধারণ করা হবে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সহ উপজাতি নেতৃত্বরা।

এদিনের বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির দেশের সর্ববৃহতম দল। ভারতীয় জনতা পার্টি সমাজে পিছিয়ে পড়া বর্গের উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। পিছিয়ে পড়া বর্গের মধ্যে এসসি, ওবিসি, এসটি, কৃষক রয়েছে। আগামীদিনে কিভাবে তাঁদের উন্নয়ন করা যায় সেই বিষয়েই আজকের বৈঠক। তাছাড়া, বিজেপিকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে আজকের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুশাসন পৌঁছে গেছে সমতল থেকে পাহাড়ে। দশকের পর দশক ধরে উপেক্ষিত উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ সমগ্র দেশের জনজাতি সমাজের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সামান্য বৃষ্টিতে জলমগ্ন জাতীয় সড়ক, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। চড়িলাম বাজার সংলগ্ন সৎসঙ্গ আশ্রমের সামনে ৮ নং জাতীয় সড়ক জলমগ্ন। সমস্যায় রয়েছেন সাধারণ নাগরিক। দীর্ঘদিন ধরেই সামান্য বৃষ্টিতে চড়িলাম বাজার সংলগ্ন সৎসঙ্গ আশ্রমের সামনের ৮নং জাতীয় সড়ক জলমগ্ন হয়ে পড়ে।

বৃহস্পতিবারও সকাল থেকে শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে ফলে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জলমগ্ন হয়ে পড়ে জাতীয় সড়ক।

বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেখা নেই শিক্ষক-শিক্ষিকার অপেক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। *পরীক্ষা শুরু হতে কিছু সময় বাকি, তারপরও স্কুলে আসেননি শিক্ষক শিক্ষিকা। বৃষ্টিতে অপেক্ষায় বসে রয়েছে ছাত্রছাত্রী। ঘটনা উদয়পুর তাতুয়াটিলা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয় সময় মতো না খুলার ফলে ছেলেমেয়েরা বৃষ্টিতে ভিজে রয়েছে।*

গত ২০০০ সাল থেকে উদয়পুর মহকুমায় উত্তর চন্দ্রপুর এলাকাবাসী দাবি জানিয়ে আসছিল এলাকায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য যাতে করে এলাকার ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতে পারে। দীর্ঘদিন পর ২০০৯ সালে এলাকা একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় যার নাম দেওয়া হয়েছিল তাতুয়াটিলা উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়। স্কুলটি স্থাপিত হওয়ার পর এলাকার ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু গতকয়েক বছর ধরে বিদ্যালয়ের মান নিম্নমুখী হয়ে যাচ্ছে দেখেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন নজর না দেওয়ার ফলে দিন দিন ছাত্র সংখ্যা কমতে থাকে।

বৃহস্পতিবার এই বিদ্যালয়ে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছিল পরীক্ষা। এ বিদ্যালয়টি প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত রয়েছে। যার শিক্ষক সংখ্যা সাতজন। এরমধ্যে শিক্ষক পাঁচজন ও শিক্ষিকা দুজন রয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ নিয়মিতভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে আসে না। আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস পরীক্ষা ছিল। সময় ছিল সকাল ১১টায়। যথারীতি পরীক্ষা দেবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা সময়মতো বিদ্যালয় আসলেও সকাল ১১টা পর্যন্ত কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে বিদ্যালয়ে দেখা যায়নি। বৃষ্টির মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল মাঠে অথবা কোন এক জায়গায় বৃষ্টি ভেজা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের অভিযোগ প্রায় দিনেই বৃষ্টির মধ্যে তাদের ভিজতে হয়।

এই ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক মধুসূদন মন্ডলকে জানানো হলেও তার নিরসনে কোন ব্যবস্থা নেই। এ সমস্ত খামখেয়ালিপনার জন্য ছাত্রছাত্রীরা এলাকার এই বিদ্যালয় থেকে মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে। দাবি উঠছে বিদ্যালয়টিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেন ব্যবস্থা নেয় সেই দাবি জানানো হয়েছে। এখন দেখার বিষয় শিক্ষা দপ্তর কি ব্যবস্থা নেয় সেইদিকে তাকিয়ে আছে এলাকাবাসী।

প্রাক্তন মন্ত্রীর এসকর্টের গাড়ি দুর্ঘটনা আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। আজ মেলাঘরে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের এসকর্টের একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ওই ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন টিএসআর ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১৮ জুলাই, ২০২৫ ইং
১ শ্রাবণ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

দেশের স্বার্থই সবার আগে

স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ভারত বর্ষ কারো কোন ধরনের চাপের কাছে মাথা নুয়াইতে নারাজ। দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থ সুরক্ষায় দেশের বর্তমান সরকার ও দেশের সব কটি রাজনৈতিক দলের অন্যতম লক্ষ্য। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও ঐক্যমত রহিয়াছে। দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সময় সময় নানা বিতর্ক বাদ দিলেও জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ। যেকোনো বিদেশি শক্তির আক্রমণাত্মক বা অপমান করা ভূমিকা ভারত কখনোই মানিয়ে নেবে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রমাণ দিতেছে। দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছেও এটি অগ্নিপরীক্ষা শামিল। দেশ যখনই কোন সংকটে পড়িবে তখনই দেশের জনগণ সরকারের পাশে দাঁড়াইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য নিয়া ন্যাটোর হুমকি নিয়া এইবার পাল্টা সুর চড়াইল ভারত। বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, এই বিষয়ে কোনও দ্বিচারিতা থেকে সতর্ক থাকা উচিত সকলের। দেশের স্বার্থ, দেশবাসীর জন্য শক্তি সম্পদের জোগানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করাটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।আমাদের দেশের মানুষের জন্য শক্তির জোগানের ব্যবস্থা সুরক্ষিত করাটা অবশ্যই আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে আমরা সবসময়ে দেখিব তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বাজারের কেমন অবস্থা। তবে আমরা সতর্ক করিয়া দিতে চাই, এই ইস্যুতে কোনওরকম দ্বিচারিতা যেন না হয়।

উল্লেখ্য, বুধবার ন্যাটো প্রধান মার্ক রুট জানিয়েছিলেন ভারত, চিন, ব্রাজিল-সহ অন্যান্য দেশগুলি যদি রাশিয়ার সঙ্গে যদি বাণিজ্য চালাইয়া যায় সেক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইবে। সরাসরি বলেন, "ভারতের প্রধানমন্ত্রী, চিনের প্রেসিডেন্ট ও ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট, আপনারা যদি রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চালাইয়া যান, ওদের থেকে তেল ও গ্যাস কেনেন সেক্ষেত্রে আপনাদের উপর ১০০ শতাংশ নিষেধাজ্ঞা জারি করা

হইবে। বর্তমানে নিজ দেশের চাহিদা মেটাইতে রাশিয়ার ৭০ শতাংশ জ্বালানি তেল কেনে ভারত ও চিন। এই জ্বালানি তেল ও গ্যাসের বড় গ্রাহক ব্রাজিল-সহ আরও একাধিক দেশ। আমেরিকা মনে করছে, ভারত ও চিনের এই জ্বালানি তেল কেনা রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধে পুতিনের 'ব্যাক বোন' হিসেবে কাজ করিতেছে। ফলে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়াইতে গেলে তাহাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা জরুরি। উল্লেখ্য, পশ্চিমি চাপ সত্ত্বেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে বিপুল পরিমাণ রুশ তেল আমদানি করেছে ভারত। এবার ন্যাটোর হুমকিতেও পিছু হটিবে না ভারত, সেটাই স্পষ্ট করিবে দিলেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র।

আসামে উচ্ছেদ অভিযানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ হয়ে ১ জনের মৃত্যু; বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহত ৪, কারফিউ জারি

গোয়ালপাড়া / গোপালগঞ্জ, ১৭ জুলাই: বৃহস্পতিবার সকালে আসামের গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণাই রেঞ্জের পাইকান রিজার্ভ ফরেস্টে আসাম পুলিশ ও বন বিভাগের যৌথ উচ্ছেদ অভিযান চলাকালীন ভয়াবহ সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এই সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক ব্যক্তি নিহত এবং আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এদিকে, প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশেও বুধবার রাজনৈতিক সংঘাতের জেরে গোপালগঞ্জে চারজনের প্রাণহানি ঘটেছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কারফিউ জারি করা হয়েছে। এই দুটি ঘটনাই আঞ্চলিক শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

আসামের পাইকান রিজার্ভ ফরেস্টে উচ্ছেদ অভিযানটি ১৪০ হেক্টরেরও বেশি অবৈধভাবে দখলকৃত বনভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছিল, যা মোট ৭১১ হেক্টর বনভূমির একটি অংশ। বন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, অনিয়ন্ত্রিত দখলের কারণে এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত ভারসাম্য মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়েছে। দখলকৃত অঞ্চলগুলির মধ্যে বিলাপাড়া এবং বেতবাড়ি-এর মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাও রয়েছে, যেখানে পরিবারগুলি দীর্ঘকাল ধরে বৈধ জমির নথি ছাড়াই বসবাস করছে বলে জানা গেছে।

সরকারি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হলে অবৈধভাবে বনভূমি দখল করে থাকা বিপুল সংখ্যক বসতি স্থাপনকারী উচ্ছেদ দলকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ এবং স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, উত্তেজিত জনতা লাঠি ও পাথর নিয়ে কর্তৃপক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, খননকারী যন্ত্রে হামলা চালাচ্ছে এবং উচ্ছেদ দলকে তাড়া করছে। পুলিশের উপর ক্রমাগত পাথর ছোড়া হচ্ছিল। আগ্রাসী প্রতিরোধের মুখে পুলিশ আত্মরক্ষার্থে ভিড়ের উপর গুলি চালায় বলে দাবি করেছে। এই সংঘর্ষে শাকুর হোসেন নামের এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই নিহত হন, এবং কুতুবউদ্দিন শেখ গুরুতর আহত হন। অপ্রমাণিত রিপোর্টে পুলিশ কর্মীদেরও আহত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ এই অভিযানের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছিল। একাধিকবার টহল এবং জনসচেতনতামূলক ঘোষণা করা হয়েছিল যাতে অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা স্বেচ্ছায় জমি খালি করে। তবে, চূড়ান্ত অভিযানে তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়। বর্তমানে এই অঞ্চলে উচ্চ সতর্কতা জারি রয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। আসাম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নুনাল মোমিন পাইকান এলাকায় পুলিশ কর্মীদের উপর এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি এই ঘটনার সঙ্গে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর আসাম সফরের সময়কার সাম্প্রতিক মন্তব্যের সরাসরি যোগসূত্র থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমকে উদ্দেশ্য করে নুনাল মোমিন বলেন, 'গতকালই রাহুল গান্ধী বলেছেন যে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বিতরণ করবে এবং তাদের ঘর তৈরি করে দেবে। এই ধরনের মন্তব্য দখলদারদের উৎসাহিত করছে এবং আইনের শাসনকে দুর্বল করছে। পুলিশের উপর হামলা তাঁর সফরের একটি বিপজ্জনক উপজাত।'

নুনাল মোমিন অভিযোগ করেছেন যে কংগ্রেস দল পরোক্ষভাবে আইন লঙ্ঘন এবং আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক প্রয়োগকারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করছে। তিনি যোগ করেন, 'এই হামলা কংগ্রেসের তোষণমূলক রাজনীতির ফলস্বরূপ হয়েছে,' জোর দিয়ে বলেন যে, দলটির 'একটি গোপন এজেন্ডা' রয়েছে যা প্রায়শই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করে।ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আহ্বান জানিয়ে ডঃ মোমিন আসাম পুলিশের প্রতি তার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং সকল রাজনৈতিক দলকে এমন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন যা উত্তেজনা বাড়াতে বা অবৈধ দখলদারিত্বকে ন্যায্যতা দিতে পারে। তিনি বলেন, 'এটি লক্ষণীয় যে রাহুল গান্ধীর সফরের পরপরই এই ধরনের আগ্রাসন ঘটছে। এটিকে নিছক কাকতালীয় বলে দেখা যায় না।'

এদিকে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও বুধবার রাজনৈতিক সংঘাতের জেরে গোপালগঞ্জ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকার খবর অনুযায়ী, ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি আয়োজিত একটি সমাবেশের উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়, যার ফলে অন্তত চারজন নিহত এবং ডজনখানেক আহত হন। এই সহিংসতার সূত্রপাত হয় গোপালগঞ্জ শহরের পৌর পার্কে নির্ধারিত এনসিপি সমাবেশের পরিপ্রেক্ষিতে, যা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপে সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও এই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহী কারা?

জেরেমি হাওয়েল

সম্প্রতি ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের হামলায় লোহিত সাগরে একটি কার্গো জাহাজ ডুবে গেছে। এই ঘটনায় ১০ জন ক্রু'কে উদ্ধার করা হয়েছে, আর নিহত হয়েছে অন্তত তিনজন।

২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে প্রায় ৭০টি বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন ও ছোট নৌকা দিয়ে হামলা চালিয়েছে তারা। চারটি জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটি জাহাজ দখল এবং অন্তত সাতজন ক্রু'কে হত্যা করা হয়েছে। হুতি বিদ্রোহীরা মূলত ইরান-সমর্থিত একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী। তারা গাজার হামাস ও লেবাননের হিজবুল্লাহর মতোই ইসরায়েলবিরোধী "এক্সিস অব রেসিস্টেন্স" বা "প্রতিরোধ অক্ষের" অংশ। ইসরায়েলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে জাহাজগুলোয় হামলা চালায় এই গোষ্ঠী। হুথিরা কী ধরনের হামলা চালিয়েছে? গাজায় ইসরায়েলি সামরিক অভিযানের পাল্টা জবাবে ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে হুথিরা ইসরায়েলের ওপর ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো শুরু করে। এমনকি ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ইসরায়েলের প্রধান বিমানবন্দর লক্ষ্য করে তীব্র ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বেশিরভাগ হামলাই প্রতিহত করেছে ইসরায়েল। তবে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে একটি ড্রোন তেল আবিবে আঘাত করে। এতে একজন নিহত এবং ১০ জন আহত হয়। নভেম্বর থেকে ইয়েমেন উপকূলের কাছে বাণিজ্যিক জাহাজেও হামলা চালাতে শুরু করে হুথিরা। গত ১৯শে নভেম্বর লোহিত সাগরে একটি বাণিজ্যিক জাহাজ ছিনতাই করে তারা। এছাড়াও লোহিত সাগর ও অ্যাডেন উপসাগরে প্রায় ১০০টি জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র বা বোমা বহনকারী ড্রোন বোট দিয়ে হামলা চালিয়েছে হুথিরা। হামলা চালানো দুটি জাহাজ পরে ডুবে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ডজনেরও বেশি জাহাজ। ২০২৪ সালের মার্চে হুথিদের এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বার্বাডোসের পতাকাবাহী কার্গো জাহাজ ট্রু কনফিডেন্সের তিনজন ক্রু নিহত হন। গোষ্ঠীটির দাবি, কেবল ইসরায়েলি মালিকানাধীন, পতাকাবাহী বা পরিচালিত অথবা ইসরায়েলের বন্দরের দিকে যাচ্ছে বলে মনে করা জাহাজগুলোকেই তারা টার্গেট করে। তবে হামলা চালানো অনেক জাহাজের সাথেই ইসরায়েলের কোনো সম্পর্ক নেই। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে এই অঞ্চলের মার্কিন জাহাজের ওপর হুথিরা 'জটিল হামলা' চালায় বলে জানায় দেশটির নৌবাহিনী। যদিও সব ক্ষেপণাস্ত্রই গুলি করে ভূপাতিত করা হয়। এর জবাবে ইয়েমেনে হুথি স্থাপনায় বিমান হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী। পেন্টাগনের মতে, স্থাপনাগুলোতে জাহাজে হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্রের যন্ত্রাংশ ছিল।

টানা সাত সপ্তাহের মার্কিন বিমান হামলার পর গত মে মাসে হুথিরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছায়। তবে এই চুক্তিতে ইসরায়েলের ওপর হামলা বন্ধের বিষয়ে কিছু উল্লেখ ছিল না বলে জানায় হুথিরা। ইয়েমেনে একাধিক দফায় পাল্টা হামলা চালায় ইসরায়েল। ২০২৫ সালের জুলাইয়ের এক সপ্তাহে চালানো হামলায় আরও দুটি জাহাজ ডুবে যায়। ম্যাজিক সিস এবং ইটার্নিটি সি নামের জাহাজ দুটি ছিল লাইবেরিয়ান পতাকাবাহী ও গ্রিক পরিচালিত, যা কি না হুথিদের ভাষ্যমতে, ইসরায়েলের দিকে যাচ্ছিল। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর হামলাগুলোর নিন্দা জানিয়ে বলেছে, হামলাগুলো 'ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা সামুদ্রিক চলাচলের স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও সামুদ্রিক নিরাপত্তার জন্য কী ধরনের হুমকি তৈরি করছে, তার প্রমাণ'। হুথিদের হামলার ঝুঁকির কারণে অনেক শিপিং কোম্পানি লোহিত সাগর এড়িয়ে চলছে। আন্তর্জাতিকভাবে জাহাজে পরিবহন করা মোট পণ্যের প্রায় ১৫ শতাংশ লোহিত সাগর হয়ে যায়। ফলে এমন পরিস্থিতি বৈশ্বিক বাণিজ্যে প্রভাব ফেলেছে। হুথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রসহ ১২ দেশের অভিযান ইয়েমেন ঘিরে শিপিং লেনগুলো রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ছাড়াও আরও ১২টি দেশের নৌবাহিনী প্রোসপারিটি গার্ডিয়ান নামে একটি অভিযান শুরু করেছে।

২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ইয়েমেনের হুথি ঘাঁটিগুলোর ওপর একাধিক বিমান হামলা চালিয়েছে। হুথিদের আক্রমণের জবাবে ইসরায়েলও তাদের ঘাঁটিতে হামলা করেছে। দূরপাল্লার স্টেলথ বোমা ব্যবহার করে হুথিদের ভূগর্ভস্থ স্থাপনায় বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। স্থাপনাগুলোয় অস্ত্রের উপাদান রাখা ছিল। সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন বলেন, ২০২৪ সালের অক্টোবরের হামলা দেখিয়ে দিয়েছে যে, শত্রুরা যেসব জায়গা 'ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখতে চায়' সেখানেও যুক্তরাষ্ট্র আঘাত হানতে পারে।

হুথি বিদ্রোহী কারা? ইয়েমেনের সংখ্যালঘু শিয়া মুসলিম জায়েদিদের পক্ষে কথা বলা সশস্ত্র রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠী হুথি। তাদের দাবি, ইরান-নেতৃত্বাধীন 'প্রতিরোধ অক্ষ'-এর অংশ তারা। ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃহত্তর পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এই অক্ষে হামাস ও হিজবুল্লাহর মতো মধ্যপ্রাচ্যের আরও সশস্ত্র গোষ্ঠী রয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে তারা আনসারুল্লাহ (আল্লাহর পক্ষে) নামে পরিচিত। নব্বইয়ের দশকে জন্ম নেওয়া গোষ্ঠীটির নাম এসেছে তাদের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা হুসেইন আল-হুথির নাম থেকে। তার ভাই আবদুল মালিক আল-হুথি তাদের বর্তমান নেতাৎস, ২০০০ সালের শুরুর দিকে হুথিরা ইয়েমেনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ সালেহ এর বিরুদ্ধে একের পর এক বিদ্রোহ করে। তারা দেশের উত্তরাঞ্চলে নিজেদের এলাকায় সালেহ এর কর্তৃত্ববাদী শাসনের বাইরে আরও স্বায়ত্তশাসন চাইছিল। ২০১১ সালের আরব বসন্তের সময় হওয়া গণবিক্ষোভ প্রেসিডেন্ট সালেহকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করে। সেসময় তার ডেপুটি আব্দাব্বুহ মানসুর হাদির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। হাদির শাসনকালে হুথিরা ক্ষমতাচ্যুত সালেহ ও তার অনুগত নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জোট গঠন করে এবং উত্তরাঞ্চলের শাদা প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং রাজধানী সানা দখল করে। ২০১৫ সালে বিদ্রোহীরা পশ্চিম ইয়েমেনের বড় একটি অংশ দখল করে এবং প্রেসিডেন্টকে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করে। প্রতিবেশী সৌদি আরবের শঙ্কা ছিল যে, হুথিরা পুরো ইয়েমেন দখল করে একে ইরানের প্রভাবাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করবে। এ কারণে আরব দেশগুলোর একটি জোট গঠন করে সৌদি আরব ইয়েমেন যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু বহু বছরের বিমান হামলা ও স্থলযুদ্ধ সত্ত্বেও অধিকৃত অধিকাংশ এলাকা থেকে হুথিদের সরানো যায়নি।

বর্তমানে সৌদি আরব হুথিদের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তির চেষ্টা করছে। আর ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় একটি অস্ত্রবিরতি কার্যকর রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন এন্ড ইভেন্ট ডাটা প্রজেক্টের (এসিএলইডি) তথ্য অনুযায়ী, এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। বাস্তুচ্যুত হয়েছে ৪০ লক্ষের বেশি মানুষ। হুথিদের সাহায্য করে কারা? কীভাবে অস্ত্র পায় তারা? যুক্তরাষ্ট্র বলছে, জাহাজে হামলা চালাতে হুথিদের সহায়তা করেছে ইরান। তবে ইরান এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে ইরান হুথিদের কাছে ড্রোন, ক্রুজ এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রসহ নানা ধরনের অস্ত্র পাচার করেছে। তারা বলছে, সৌদি আরব ও দেশটির মিত্র সংযুক্ত আরব আমিরাতের ওপর হামলায় এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে। হুথিদের কাছে অস্ত্র সরবরাহের কথা অস্বীকার করেছে ইরান। দেশটির দাবি, কেবল রাজনৈতিকভাবে তারা হুথিদের সমর্থন করে। 'ইরানি অস্ত্র, প্রশিক্ষণ এবং গোয়েন্দা সহায়তা ছাড়া হুথিরা এই পর্যায়ের কাজ করতে পারতো না', বলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. এলিজাবেথ কেন্ডাল। তবে 'হুথিদের ওপর ইরানের সরাসরি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি স্পষ্ট নয়' বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ইটালিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল স্টাডিজের মতে, ইরান ইয়েমেনে ড্রোন তৈরির কারখানা গড়ে তুলতে হুথিদের সহায়তা করেছে। হুথিরা লেবাননের ইসলামপন্থী গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর কাছ থেকেও সামরিক পরামর্শ ও সহায়তা পেয়েছে বলে জানিয়েছে ওয়েস্ট পয়েন্ট মিলিটারি একাডেমির যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কমব্যাটিং টেরোরিজম সেন্টার। ২০২৫ সালের জুন মাসে ইরানের পারমাণবিক ও সামরিক স্থাপনায় অতর্কিত হামলা চালায় ইসরায়েল। এর জবাবে ইরান ইসরায়েলের ওপর বিমান হামলা চালায়। মার্কিন মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে ১২ দিনের এই যুদ্ধ শেষ হয়। হামলার ফলে ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা সম্ভবত উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর আগে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ইসরায়েল লেবাননের হিজবুল্লাহর উপর একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। ইরান এবং হিজবুল্লাহর উপর ইসরায়েলের আক্রমণ তাদের হুথি মিত্রদের যে কোনো সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। ইসরায়েলের উপর বারবার ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলার জবাবে ২০২৫ সালের জুলাই মাসে ইয়েমেনের হুথি-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বিমান হামলা চালায়। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ সতর্ক করে বলেছেন, ইরান-সমর্থিত হুথিদের 'তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য চরম মূল্য দিতে হবে'। 'ইয়েমেনের পরিণতি হবে তেহরানের মতোই। যে কেউ ইসরায়েলকে আঘাত করতে চাইবে, সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হাত তুলবে, তাদের সেই হাত কেটে ফেলা হবে,' সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া একটি পোস্টে লেখেন তিনি। হুথিরা ইয়েমেনের কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করে? হুথিরা ইয়েমেনের রাজধানী সানা ও উত্তর- পশ্চিমাঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে। এর মধ্যে লোহিত সাগরের উপকূলীয় এলাকাও রয়েছে। এই অঞ্চলগুলোতেই ইয়েমেনের বেশিরভাগ মানুষ বসবাস করে। কর আদায় করে ও মুদ্রা ছাপিয়ে সেখানে হুথিরা একটি ডি ফ্যাক্টো সরকার পরিচালনা করে। ইয়েমেনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকার দক্ষিণাঞ্চলের বন্দরনগরী এডেনে অবস্থান করছে। ২০২২ সালে রাষ্ট্রপতি হাদি যাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে, সেই প্রেসিডেন্সিয়াল লিডারশীপ কাউন্সিলের আট সদস্যই এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছে।

বাঙালির অঙ্কের মাষ্টার মশাই

অসীম সুর চৌধুরী

একটা গল্প বিভিন্ন মিডিয়া ও ইন্টারনেটে খুব ছড়িয়ে আছে। গল্পটা এইরকম, গঙ্গার ধারে সকালবেলা বসা মাছের বাজারে এক মাছ ব্যবসায়ী আর মোটা গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোকের মধ্যে ইলিশের দরদাম চলছিল। ঐ গোঁফবাবু মাছওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইলিশের মণ দেড়শো টাকা হলে একটা আড়াইসের ওজনের ইলিশের দাম কত পড়বে?" গঙ্গার পাড়ে বসে থাকা এক বালক হা করে কথাগুলো শুনছিল। তাঁর ঠোঁটের গোড়ায় নিশপিশ করছিল উত্তরটা। ফস করে বলেই বসল "ন টাকা ছ আনা।" গোঁফবাবু তো অবাক। ছেলেটাকে ডেকে তাঁর নাম ধাম স্কুল সবই জানলেন। তারপর বললেন 'আমার নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তোমার স্কুলের হেডস্যরকে আমার নাম বোলো। পড়াশোনার খরচা, এমন কি বইখাতাটাও ফ্রি হয়ে যাবে।'

কিন্তু এসব লোকশ্রুতি অর্থাৎ লোকের মুখে মুখে ঘোরা গল্প। সত্য কিনা তাঁর কোন প্রমান নেই। যার নামে এই মিথ তিনি আর কেউ নন, শ্রী কেশব চন্দ্র নাগ, যিনি কে সি নাগ বলেই বেশী পরিচিত। যার অঙ্ক বই বাঙালির ঘরে ঘরে আজও বিরাজমান। যে অঙ্কগুলো দেখে অনেকে ভীত আবার কেউ কেউ বেজায় খুশি। প্রথম দিকে সোজা, তারপর ধীরে ধীরে কঠিন হতে থাকা প্রশ্নগুলোয় দাঁত ফোটানো যায় না। কঠিন সব সংখ্যা আর বিটকেল ভগ্নাংশের মেলবন্ধন। তেল মাখানো বাঁশ বেয়ে হনুমানের ওঠার চেষ্টা আর তারপর পিছলে যাওয়া, চৌবাচ্চায় একটা নল দিয়ে জল ঢুকছে আর অন্য নল দিয়ে বেরোচ্ছে, গোয়ালা দুধে কত জল মেশাচ্ছে তার অনুপাত, রেললাইনে ট্রেনের আসা যাওয়ার দূরত্ব, পিতা-পুত্রের বয়সের হিসাব

(১) ইত্যাদি নানা জটিল অঙ্কের জন্যই কে সি নাগ বিখ্যাত। বাঙালির কয়েক প্রজন্ম বড় হয়েছে তাঁর অঙ্ক বই পড়ে।

১৮৯৩ সালের ১০ ই জুলাই, রথযাত্রার দিন হুগলির গুড়াপ-এ জন্মগ্রহণ করেন কেশব চন্দ্র নাগ। পিতা রঘুনাথ নাগের শৈশবেই মৃত্যু হয়। মা ক্ষীরোদাসুন্দরী অনেক কষ্ট করে সন্তানদের লালন পালন করেন। কেশব চন্দ্রর পড়াশোনা শুরু হয় গ্রামের একমাত্র বাংলা বিদ্যালয়ে। কিন্তু ক্লাশ সেভেনে তিন মাইল দূরের ভাস্তাড়া যজ্ঞেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রতিদিন তিন-তিন ছ মাইল পথ হেঁটে যাওয়া-আসা করতে হতো। নবম শ্রেণীতে আবার বিদ্যালয় পরিবর্তন। এবার কিষেণগঞ্জ হাইস্কুল। ১৯১২ সালে এখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে কলকাতার রিপন কলেজ এ (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ভর্তি হন। দু বছর পরে আইএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

মেজদা ও বড়দা মারা যাওয়ার পর কেশবচন্দ্রের উপরেই এসে পড়ে সংসারের দায়িত্ব। খুব কম বয়সে স্কুলশিক্ষকতার চাকরি নেন। প্রথমে নিজের পড়া দুই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এরই মাঝে অঙ্ক ও সংস্কৃত নিয়ে বিএ পাশ করেন। তারপর চলে যান নামী বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে।

সুযোগ পেলে সুপ্ত প্রতিভাও বিকশিত হয়। এই স্কুল থেকেই নাম ছড়িয়ে পড়ল তরুণ কেশবচন্দ্রের। সেই সময় কাশিম বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, পরিবারের ছেলেদের জন্য তাঁকে গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। সেখানকার লাইব্রেরীর দেশবিদেশী পত্রপত্রিকা ও বিশাল বই এর সম্ভার কেশবচন্দ্রকে আরো জ্ঞানী করে তুলেছিল। এই জ্ঞান পরবর্তী কালে তাঁকে অঙ্কের বই লেখার কাজে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিল।

অঙ্কের শিক্ষক হিসাবে তার সুখ্যাতি পৌঁছে গিয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কানে। পাকা জহুরীর যেমন হীরে চিনতে ভুল হয় না তেমনি কেশব নাগের দক্ষতা বুঝতে স্যার আশুতোষের দেরি হল না। তিনি কেশবচন্দ্রকে তখনকার নামী ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে অঙ্কের শিক্ষক হিসাবে নিয়ে আসেন। ১৯২৬ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত তিনি এই স্কুলে কাজ করেছেন। শেষ পাঁচ বছর প্রধান শিক্ষকের পদে ছিলেন। এখান থেকেই তিনি প্রধানশিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

কেশব চন্দ্রকে নিয়ে অনেক গল্প রয়েছে। তাঁর সহকর্মী, ছাত্র ও পরিবারের লোকদের থেকে এই সব কাহিনী জানা যায়। কঠিন অন্ত গুলোকে কিভাবে সহজ করে মাথায় ঢুকিয়ে দিতেন তা ছাত্ররাও টের পেত না। কিন্তু তার জন্য কখনো কিল, চড় বা গাট্টার প্রয়োগ করেন নি। কিভাবে তিনি ক্লাস নিতেন? ক্লাসরুমে এসে ভরা গলায় বলতেন "সিমপ্লিফাই কর"। তারপর প্রশ্নটা ব্ল্যা কবোর্ড এ লিখে দিতেন। যে কোন একটা ছাত্রকে বোর্ডে এসে অঙ্কটা করার জন্য বলতেন। ছাত্রটা অঙ্ক কষতে ভুল করলেও কিছু বলতেন না, পুরোটা করতে দিতেন। এরপর ভুল হওয়া জায়গাটা মুছে দিয়ে, ঠিক অঙ্কটা করে দিতেন। একই ধরনের আরও অন্ধ করতে বলতেন। এর ফলে ছাত্রদের মনে অঙ্কগুলো গেঁথে যেত আর ভুল হতো না। যারা ওনার কাছে অঙ্ক শিখেছে তাদের কাছে অঙ্ক জুজু নয় ভালবাসায় পরিনত হয়েছে।

(২) সেই সময়ে মিত্র ইনস্টিটিউশনের স্বর্ন যুগ চলছে। টিচার্স রুম আলো করে থাকতেন জ্ঞানী গুনী বিখ্যাত শিক্ষকেরা। অঙ্কে কেশব নাগ তো ছিলেনই, তাঁর সাথে স্কুলকে বিরাট উচ্চতায় তুলে ধরেছিলেন বাংলা শিক্ষক কবিশেখর কালিদাস রায় আর সংস্কৃত শিক্ষক পণ্ডিত জানকীনাথ শাস্ত্রী। ভুগোলে যতীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র আর কলা বিভাগে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ছিলেন উল্লেখযোগ্য নাম। বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম দিকের স্থানগুলো বাঁধা থাকত মিত্র স্কুলের ছাত্রদের জন্য।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের বাড়িতে বসত সাহিত্যিকদের আড্ডা। মধ্যমনি ছিলেন বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দই তাঁর নাম দিয়েছিলেন "গণিত শিল্পী।" এছাড়া শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও জলধর সেনের মতো দিকপাল সাহিত্যিকদের সেখানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। কেশবচন্দ্রও সেই আড্ডার নিয়মিত শরিক হয়ে গেলেন। কবিশেখরই তাঁকে প্রথম অঙ্কের বই লেখার জন্য অনুপ্রানিত করেছেন। বলেছিলেন, তোমার ক্লাসে ছেলেরা খুব মনযোগ সহকারে তোমার অঙ্ক শোনে, আর তুমি বই লিখবে না?

কেশব চন্দ্র থাকতেন ভবানীপুরের রসা রোডের মেসে। সেখানে বসেই ধীরে ধীরে লিখে ফেললেন "নব পাটীগণিত"। উনিশশো তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশক "ইউ এন ধর অ্যান্ড সন্স"র সহযোগিতায় প্রকাশিত এই বই ইতিহাস রচনা করল। পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য লেখা এই পুস্তক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল। এর পরে "ক্যালকাটা বুক হাউস" এর কর্ণধার পরেশচন্দ্র ভাওয়ালের সঙ্গে কেশব নাগের পরিচয় হল।

এক দিন ভাওয়ালবাবু কেশবচন্দ্রের ঘরে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। তিনি দেখেন টেবিলের উপর একটা মোটা খাতা পরে রয়েছে। অভ্যাস বশত ভাওয়ালবাবু খাতাটা উল্টে পাল্টে দেখতে থাকেন। দেখলেন খাতার মধ্যে পাতার পর পাতা জুড়ে অঙ্ক। শুধু অঙ্কের প্রশ্নই নয়, সেই অঙ্কগুলোর উত্তর কত রকম ভাবে করা যাবে তা সাজিয়ে লেখা আছে। ভাওয়াল বাবুর তখন গুপ্তধন পাওয়ার মতো অবস্থা। তিনি চাইলেন, এই খাতা, বই আকারে ছাপতে। কিন্তু কেশবচন্দ্র বেঁকে বসলেন। ছাত্র ছাত্রীরা অঙ্ক শেখার আগেই অঙ্কের "মানে বই" হাতে পেয়ে যাবে তা মানতে একেবারেই রাজি ছিলেন না আদর্শ শিক্ষক কেশব নাগ। ভাওয়ালবাবু খুব করে বোঝালেন। বললেন যে অঙ্কের শিক্ষকদের জন্য এটা খুবই দরকারি বই হবে। অন্তত শিক্ষকদের কথা ভেবে এটা ছাপা হওয়া দরকার। অবশেষে কেশবচন্দ্র রাজি হলেন। ১৯৪২ সালে বেরোল "ম্যাট্রিক ম্যাথমেটিক্স"। বইটি বিশাল জনপ্রিয় হয়। আর ফিরে তাকাতে হয়ই নি। এরপর আরও অনেক অঙ্কের বই প্রকাশিত হয়। ইংরেজি, হিন্দি, নেপালি, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় অনুদিত হয় তার বই। ভারতে তো বটেই, বাইরেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। মোট ৪২টা বই লিখেছেন। সেই সময় স্কুলে অঙ্কের বই মানেই কে সি নাগের লেখা। গণিতের বইয়ের অসম্ভব জনপ্রিয়তা কেশব চন্দ্রকে নিজের প্রকাশনা সংস্থা খুলতে অনুপ্রানিত করেছিল। ১৯৫৫ সালে তিনি শুরু করেন "নাগ পাবলিশিং হাউস"। বই বিক্রি থেকে পাওয়া টাকার একটা বড় অংশ দেয়া হয় দুটি চ্যারিটি ফান্ডে, যেগুলো কেশব চন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীমণির নামে।

(৩) কালো ফ্রেমের চশমা ও খদ্দরের পাঞ্জাবি-ধুতি পড়া কেশব চন্দ্রকে অনেকে রাগী ও গম্ভীর ভাববেন। অঙ্ক না পারলে হালকা বকুনি দিতেন কিন্তু ছাত্রদের গায়ে হাত নৈব নৈব চ। গুরু গম্ভীর অঙ্কের ক্লাস মাঝে মাঝে তাঁর রসিকতায় হালকা হয়ে যেত। একবার ক্লাশে এসে তিনি বললেন, "একটি বৃত্তের কেন্দ্র থেকে বৃত্তের পরিধির উপরে একটি বিন্দু X পর্যন্ত রেখা টানা হল। তা হলে এটা কী হল?" ছাত্ররা কেউ কেউ বলল,"স্যার একটা ব্যাসার্ধ হল" আবার কোন ছাত্র জানাল, "OX ব্যাসার্ধ স্যার"। এই রকম নানা উত্তর ভেসে এল। কিন্তু কে সি নাগ কিছুতেই খুশি নন। ছাত্ররাও আর কি হতে পারে ভেবে মাথা চুলকাতে লাগল। শেষে কেশব চন্দ্র বললেন, " আর অ যুক্ত হয়ে হয় অক্স, মানে ষাঁড়।" ক্লাসে হাসির রোল উঠল।

আর এক দিন ক্লাসে নিজের লেখা অঙ্ক বইটা ছাত্রদের দেখিয়ে বললেন, "এই বইটার মূল্য তিন টাকা। এটা পাঁচ টাকায় বিক্রি করলে আমি কত টাকা লাভ করবো, বল।" ছাত্ররা এই সহজ উত্তরটা বলার জন্য একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবাই চেঁচিয়ে বলল, 'দু টাকা স্যার।' কিন্তু কেশব চন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন, "হল না, হল না। উত্তর হবে পাঁচ টাকা।" ছাত্ররা সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। এক গাল হেসে কেশব নাগ বলল, "ওরে বাবা, আমাকে তো আর বইটা কিনতে হয়নি, ফ্রি পেয়েছি, তাই আমার পাঁচ টাকাই লাভহবে।" ক্লাশে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। অঙ্কের ক্লাশের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও নিষ্ঠার একটা উদাহরন দেওয়া যাক। একবার তৎকালীন রাজ্যপাল এসেছিলেন মিত্র ইনস্টিটিউশনের স্কুলে। সমস্ত শিক্ষক এসে রাজ্যপালের সঙ্গে আলাপ করেন।

শুধু বাকি রয়ে যান কে সি নাগ। কেশবচন্দ্র তখন অঙ্কের ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনি শুনেছিলেন রাজ্যপাল এসেছেন কিন্তু ক্লাস থামাননি। শোনা যায় রাজ্যপালও অপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর ক্লাস শেষ হওয়ার পর দুজনের সাক্ষাত হয়। অভিনেতা বিকাশ রায় কিংবা রাজনীতিক সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় অথবা গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, এদের সকলের মধ্যে এক জায়গায় মিল আছে, তা হল এরা সবাই কে সি নাগের ছাত্র। অঙ্কের মাষ্টারমশাইয়ের বাইরেও তাঁর অন্য জগৎ ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলনেরডাকে সাড়া দিয়ে কারাবরণও করেছিলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বয়ং তাঁকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র তা সবিনয়ে ফিরিয়ে দেন। রাজনীতিতে জড়ানোর কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। কেশবচন্দ্র শ্রীশ্রী সারদা মায়ের কাছে সরাসরি মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি স্বামী অভেদানন্দের বহু ইংরাজি বক্তিতা ও ভগিনী নিবেদিতার লেখা অনুবাদ করেছেন। তিনি নিয়মিত যে ডায়েরি লিখতেন তাঁর নাম দিয়েছিলেন "রত্ন-বেদী"। কিন্তু বিনা অনুমতিতে তা পড়া মানা। খাতার উপরে তা বড় করে লেখা ছিল। জানা যায় এতে ছিল বহু কবিতা ও ভক্তিমূলক গান। এছাড়া ছিল ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য নিয়ে নানা লেখা। এর সাথে যুক্ত হয়েছে নানা রসিকতা ও মন্তব্য।

(৮) যশস্বী মানুষদের ও নিয়তি ছেড়ে কথা বলে না। কেশবচন্দ্র বেঁচে থাকতেই মারা যান ছেলে তারাপ্রসাদ। তার একবছর মধ্যেই মারা যান স্ত্রী লক্ষ্মীমণি। ব্যক্তিগত বেদনাকে চেপে রেখে তিনি নিজের কাজ চালিয়ে গেছেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর আরো বেশী ভেঙ্গে পরেছিলেন। বলেছিলেন, "আই লস্ট মাই ফ্রেন্ড"। স্ত্রী সংসার সামলাতেন বলেই তিনি স্কুলে পড়ানো ও বই লেখায় এত সময় ব্যয় করতে পেরেছেন খেলাধুলাতে বিশেষ করে ফুটবল ও ক্রিকেটে তার প্রবল উৎসাহ ছিলো। তিনি ছিলেন মোহনবাগান ক্লাব অন্তঃপ্রান। মোহনবাগান ক্লাবের আজীবন সদস্য ছিলেন তিনি। মোহনবাগান ম্যাচ হারলে তাঁর এতো মনোকষ্ট হতো যে রাতে না খেয়েই শুয়ে পড়তেন। বিশ্বকাপে মারাদোনার খেলা দেখবেন বলে, অতি উৎসাহে নতুন টিভি কিনে আনার জন্য চেক লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু খেলাধুলার এই প্রবল উৎসাহই তাঁর মৃত্যুর কারন হয়ে দাঁড়াল। ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কানপুরে ভারত ও ইংল্যান্ডের টেস্ট চলছিল। ধারাবিবরণী শুনতে শুনতে উত্তেজনায় তাঁর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়। দু বছর এই ভাবে ছিলেন। ১৯৮৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি অঙ্কের কিংবদন্তি কেশবচন্দ্র পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এক স্বর্ন যুগের অবসান হল। কে সি নাগ শুধু মিত্র স্কুলের শিক্ষক ছিলেন না তিনি হয়ে উঠেছিলেন সমগ্র বাঙালি জাতির অঙ্কের মাস্টারমশাই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

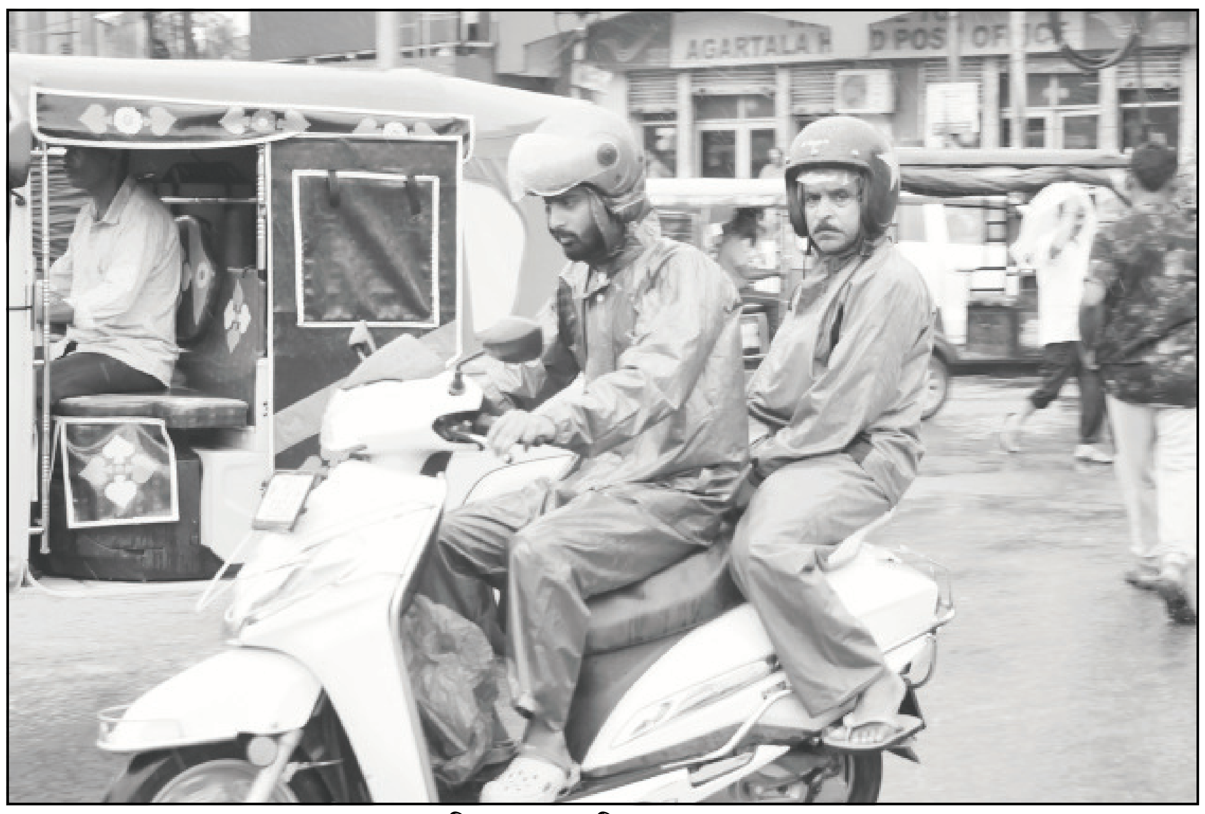

বৃহস্পতিবার সকালে বৃষ্টিস্নাত আগরতলা শহর।

জিএসটি নোটিসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ছোট ব্যবসায়ীরা, ২৫ জুলাই কর্ণাটকে রাজ্যব্যাপী বন্‌ধের ডাক, ডিজিটাল লেনদেন থেকে কর চাপ, ব্যবসায়ীরা ফিরছেন নগদে

বেঙ্গালুরু, ১৭ জুলাই : ডিজিটাল লেনদেন ভারতে এখন ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু, কর্ণাটকে ওই ডিজিটাল লেনদেনের বিরুদ্ধেই ব্যবসায়ীরা পথে নামছেন। অনেকেই ডিজিটাল লেনদেন ছেড়ে ইতিমধ্যেই নগদেই বিকিকিনি হবে বলে দোকানের বাইরে বোর্ড টাঙিয়ে রেখেছেন। কর্ণাটকের হাজার হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যাঁরা মিষ্টির দোকান, বেকারি, চায়ের দোকান, ক্যাফে চালান তাঁরা ২৫ জুলাই রাজ্যব্যাপী বন্‌ধের ডাক দিয়েছেন। রাজ্যের বাণিজ্য কর দপ্তর থেকে জিএসটি দাবি-নোটিস পাঠানোর প্রতিবাদেই এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিবাদের আগেই ২৩---২৪ জুলাই দুধ ও তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রি বন্ধের মাধ্যমে ধাপে ধাপে আন্দোলনের সূচনা হবে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলো।

বাণিজ্য কর দপ্তর সম্প্রতি ডিজিটাল লেনদেনের তথ্য বিশ্লেষণ করে এমন ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নোটিস পাঠাতে শুরু করেছে, যাঁদের ইউপিআই ও ব্যাঙ্ক লেনদেন ৪০ লক্ষ টাকার বেশি, যা জিএসটি রেজিস্ট্রেশনের সীমা ছাড়িয়ে যায়। যদিও দপ্তরের দাবি, কেবলমাত্র আইন অনুযায়ী দায়বদ্ধদেরই নোটিস পাঠানো হচ্ছে, তবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এই দাবিগুলো বাস্তবতাবর্জিত এবং তাঁদের ব্যবসা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

বেঙ্গালুরুর এক বেকারির মালিক সুধাকর শেট্টি জানান, আমরা পাড়ায় ছোট দোকান চালাচ্ছি। বহু বছর ধরে ব্যবসা করছি। এখন কর দপ্তর বলছে আমাদের ৩৯ লক্ষ টাকা জিএসটি দিতে হবে। এই দাবি আমাদের ধ্বংস করে দেবে। রাজ্যজুড়ে প্রায় ৬৫,০০০ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এমন দাবি-নোটিস পেয়েছেন বলে জানা গেছে। অনেক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, তাঁদের প্রকৃত আয় বা সম্পদের তুলনায় দাবি করা টাকার পরিমাণ অতিরঞ্জিত। অনেকক্ষেত্রে তা কয়েক লক্ষ থেকে শুরু করে কোটি টাকাও ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

বেঙ্গালুরুতে অনেক ব্যবসায়ী ইউপিআই লেনদেন পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছেন। দোকানের সামনে "নো ইউপিআই, ওনলি ক্যাশ" এমন নোটিস ঝোলানো হয়েছে। স্থানীয় বাজারগুলিতে কিউআর কোড উধাও হয়ে গিয়েছে। হোরামাভুর এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শঙ্কর বলেন, প্রতিদিন তিন—চার হাজার টাকার বিক্রি হলেও ডিজিটাল লেনদেনের উপর ভিত্তি করে বিশাল অঙ্কের কর দাবি করা হচ্ছে। ভয়ে আমি এখন কেবল নগদ গ্রহণ করছি। এ পর্যন্ত কর্ণাটকে ১৪,০০০ জনের বেশি ব্যবসায়ী চিহ্নিত হয়েছেন, যাঁদের ইউপিআই লেনদেন রেকর্ড অনুযায়ী জিএসটি সীমা ছাড়িয়েছে। তাদের মধ্যে ৫,৫০০ জন ইতিমধ্যেই নোটিস পেয়েছেন। বাণিজ্য কর কমিশনার বিপুল বংশাল বলেন, আমরা আইন মোতাবেক কাজ করছি। যাঁরা ছাড়ের আওতায় বা কম্পোজিশন স্কিমে পড়েন, তারা প্রমাণসহ উত্তর দিতে পারেন। তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন, দপ্তর অনেকক্ষেত্রে সামগ্রিক লেনদেন হিসাব করেছে, যেখানে একাধিক দোকানের সম্মিলিত হিসাব, ছাড়প্রাপ্ত পণ্যের বিক্রি, এবং একাধিক মালিকের ভাগও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষ বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন। কেউ চাপে থাকা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য সহানুভূতির আহ্বান জানিয়েছেন, কেউ আবার কর ফাঁকি রোধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি করেছেন।

এদিকে, ২৫ জুলাই বন্‌ধের দিন ফ্রিডম পার্কে মহাসমাবেশ এবং শান্তিপূর্ণ মিছিলের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এতে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন, রাস্তার হকার, দোকান মালিক ও স্থানীয় পরিবার অংশ নেবেন বলে জানা গেছে। এই আন্দোলন রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে জাতীয় স্তরে প্রভাব ফেলতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কারণ অন্যান্য রাজ্যের ছোট ব্যবসায়ী সংগঠনও কর্ণাটকের দিকে নজর রাখছে। অনেকেই মনে করছেন, ডিজিটাল অর্থনীতির সফলতা যাঁদের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, এখন তাঁরাই সবচেয়ে বেশি চাপে।

GOVERNMENT OF TRIPURA HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT
Dated, Agartala.17/7/25
WALK-IN-INTERVIEW FOR THE POST OF PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR ON CONRACT BASIS

Walk-in-interview for engagement of Professor and Associate Professor Contractual basis for a period of 11 months are invited from the eligible candidates of Indian National to the post of 01 (one) Professor in Dept. of Periodontology 01 (one) Professor in Dept. of Orthodontics, 01 (one) Professor in Dept. of Conservative and Endodontics 01 (one) Associate Professor in the Department of Public Health Dentistry & 01 Associate Professor in the Department of Paediatric and Preventive under the Health & FW Dentistry in Agartala Government Dental College & IGMH Department Govt. of Tripura will be conducted on 21.07.2025 and 22.07.2025 between 10am-4 pm. TA, DA is not admissible for appearing in the interview. Further details are available at office of Director of Medical Education Agartala & also available in www.dme.tripura.gov.in,
& https://agdc.tripura.gov.in.
ICA /D-611/25

Prof. (Dr.) H. P Sarma
Director of Medical Education
Government of Tripura

প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী ১৮ই জুলাই বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসবেন। এই সফরে তিনি দুই রাজ্যে মোট ১২,২০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এর মধ্যে বিহারে ৭,২০০ কোটি টাকার বেশি এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫,০০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের প্রকল্প রয়েছে। এই প্রকল্পগুলি তেল ও গ্যাস, বিদ্যুৎ, সড়ক, রেল, গ্রামীণ উন্নয়ন, মৎস্য, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে কভার করবে।

বিহার সফরে প্রধানমন্ত্রী রেল ও সড়ক যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, মৎস্য ও গ্রামীণ উন্নয়নে একাধিক প্রকল্পের সূচনা করবেন। রেল খাতে সমস্তিপুর-বাছওয়ারা রেলপথে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করা হবে এবং দরভাঙ্গা-ঠালওয়ারা ও সমস্তিপুর-রামভদ্রপুর রেলপথের দ্বৈতকরণ করা হবে, যার মূল্য ৫০৮০ কোটি টাকার বেশি। এছাড়াও, পাটলিপুত্রে বন্দে ভারত ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ভাটনি-ছাপরা গ্রামীণ রেলপথে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ও ট্র্যাকশন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো হবে। সড়ক পরিকাঠামোয় আরা বাইপাস এর ৪-লেন সড়কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে, যা আরা-মোহানিয়া গুচ্ছ-৩১৯ এবং পাটনা-বক্সার গুচ্ছ-৯২২-কে সংযুক্ত করবে। পারারিয়া থেকে মোহানিয়া পর্যন্ত ৪-লেন সড়ক এবং সরওয়ান থেকে চাকাই পর্যন্ত ২-লেন সড়কেরও উদ্বোধন করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে, দরভাঙ্গায় নতুন সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কস অফ ইন্ডিয়া এবং পাটনায় এসটিপিআই-এর অত্যাধুনিক ইনকিউবেশন সুবিধা উদ্বোধন করা হবে, যা আইটি/আইটিইএস/ইএসডিএম শিল্প ও স্টার্টআপগুলিকে উৎসাহিত করবে। মৎস্য ও গ্রামীণ উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীনে নতুন ফিশ হ্যাচারি, বায়োফ্লক ইউনিট, শোভাময় মাছ চাষ, সমন্বিত জলজ চাষ ইউনিট এবং মাছের খাদ্য মিল সহ একাধিক প্রকল্প উদ্বোধন করবেন। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন-এর অধীনে বিহারের প্রায় ৬১,৫০০ স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীকে ৪০০ কোটি টাকা প্রদান করা হবে। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণের অধীনে ১২,০০০ সুবিধাভোগীকে গৃহপ্রবেশের চাবি হস্তান্তর এবং ৪০,০০০ সুবিধাভোগীকে ১৬০ কোটি টাকা প্রদান করা হবে। বিহারের সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে প্রধানমন্ত্রী চারটি নতুন অমৃত ভারত ট্রেনের সূচনা করবেন: রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল (পাটনা) থেকে নতুন দিল্লি, বাপুধাম মতিহারি থেকে দিল্লি (আনন্দ বিহার টার্মিনাল), দরভাঙ্গা থেকে লখনউ (গোমতী নগর) এবং মালদা টাউন থেকে লখনউ (গোমতী নগর) (ভাগলপুর হয়ে)।

পশ্চিমবঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী তেল ও গ্যাস, বিদ্যুৎ, রেল এবং সড়ক খাতে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করবেন। তেল ও গ্যাস পরিকাঠামোয় পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড-এর সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে, যার আনুমানিক মূল্য ১,৯৫০ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী উর্জা গঙ্গা প্রকল্পের অংশ হিসেবে দুর্গাপুর-হলদিয়া প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের দুর্গাপুর থেকে কলকাতা অংশ (১৩২ কিমি) জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হবে, যার মূল্য ১,১৯০ কোটি টাকার বেশি। বিদ্যুৎ খাতে, দুর্গাপুর স্টিল থার্মাল পাওয়ার স্টেশন এবং দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে রেট্রোফিটিং পলিউশন কন্টোল সিস্টেম-ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজেশন এর উদ্বোধন করা হবে, যার মূল্য ১,৪৫৭ কোটি টাকার বেশি। রেল পরিকাঠামোয় পুরুলিয়া — কোটশিলা রেলপথ (৩৬ কিমি) দ্বৈতকরণের উদ্বোধন করা হবে, যার মূল্য প্রায় ৩৯০ কোটি টাকা। এটি জামশেদপুর, বোকারো এবং ধানবাদের শিল্প এলাকার সঙ্গে রাঁচি ও কলকাতার রেল যোগাযোগ উন্নত করবে। সড়ক পরিকাঠামোয় সেতু ভারতম প্রকল্পের অধীনে পশ্চিম বর্ধমানের তাপসী এবং পান্ডবেশ্বরে দুটি রোড ওভার ব্রিজ উদ্বোধন করা হবে, যার মূল্য প্রায় ৩৮০ কোটি টাকা। এটি যোগাযোগ উন্নত করবে এবং রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং-এ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সাহায্য করবে। প্রধানমন্ত্রী মোতিহারিতে সকাল ১১:৩০ মিনিটে একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন এবং দুর্গাপুরে বিকাল ৩টায় আরেকটি জনসভায় ভাষণ দেবেন। এই প্রকল্পগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

E-TENDER NOTICE INVITING TENDER

The Medical Superintendent & Head of Department, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites e-Tender from Original Equipment Manufacturers/Authorized Dealer for "Procurement of Equipments (namely (i)ETO Sterilizer, (ii)Inhaled Nitric Oxide System, (iii) Neonatal Whole Body Cooling Unit, (iv) Pulmonary Function Test Machine) for use in the dept. of Paediatrics, AGMC & GBP Hospital Agartala, West Tripura", subject to certain terms & conditions through E-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in (NIT also should publish in AGMC website www.agmc.ac.in). The Tender fee (non-refundable) and Earnest money (Refundable) are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal, any time before bid submission end date using either of the supported payment modes like net banking /debit card / credit card. Last date of submission is up to 0.6.1.0.8.../2025
The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website http://tripuratenders.gov.in
• Corrigendum/Addendum, if any, will be published only on the above website.
ICA/C/1472/25

Medical Superintendent (H.O.D.)
AGMC & GBP Hospital, Agartala.

PNIe-T NO:- 59/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated: 10/07/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer (OEM) of Johnson Lift / Original Equipment Manufacturer (OEM) authorized service provider or the firm having license/authorization issued by Government for maintenance of lifts or any reputed firm having specified experience in maintenance of lifts for the following work:
Name of work: Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 01(One) No 20 passenger's capacity (Johnson make) G+2 type Bed cum passenger Elevator near Gynae OPD of Old (G+2 Building), IGM Hospital, Agartala for 03 (Three) years.
1. Estimated Cost: Rs 6,77,705.00
2. Earnest Money: Rs 13,554.00
3. Bid Fee: Rs 1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 25/07/2025 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 1480/25

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

e-Tender

Press Notice Notice Inviting (PNIT) circulated vide No.01/ Comdt. 15th bntsr /PNIET /2025-26 dated 04.07.2024 regarding following 03(three) Nos items of construction as published in "Dainik Sambad" Newspaper on 09/07/2025 is hereby treated as cancelled due to administrative reason..

Sl No.	Name of Work	Remarks
1.	Construction of 01 (one) TTS barrack size(40' x 20'), half wall, GCI sheet walling and roofing, with 4' front verandah at Saidabari under 15th Bn TSR(IR-XI), Unakoti Tripura/ Barrack No.1	
2.	Construction of 01 (one) TTS barrack size(40' x 20'), half wall, GCI sheet walling and roofing, with 4' front verandah at Saidabari under 15th Bn TSR(IR-XI), Unakoti Tripura/ Barrack No.II	
3.	Construction of 01 (one) TTS barrack size(40' x 20'), half wall, GCI sheet walling and roofing, with 4' front verandah at Saidabari under 15th Bn TSR(IR-XI), Unakoti Tripura/ Barrack No.III	

ICA/C/1465/25

(Rajib Sengupta) Commandant
15th Battalion TSR (IR-XI)

PNIET No: 37/EE/CCD/PWD/2025-26, Dated, 14/07/2025

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Modification/Renovation of Type Qtr. at Kunjaban Township Qtr. complex, Agartala during the year 2025-26/SH: Kitchen Modular Works and other allied works. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
DNIET No: 36/DNIT/EE/CCD/ PWD/2025-26
Estimated Cost: 7,09,651.00, Earnest Money: 14,193.00 and Time for completion: 90 (Ninety) days
Last date & time for online Bidding: 25/07/2025 upto 3:00 PM
ICA/C/1484/25

(B. Das) Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

PNIT NO: 14/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 14/07/2025

The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati District, Tripura invites e-Tender from eligible bidders for 2 (two) nos. work Tenders as follows-

Sl. No.	DNIT No. & Date	Last Date & Time	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY / BID FEE (Non Refundable)	TIME FOR COMPLETION
1	20/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26. Dated- 14/07/2025	21/07/2025 15.00 Hours	Rs. 23,73,221.00	RS. 47,464.00 / RS. 1,000.00	45 Days
2	21/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26. Dated- 14/07/2025		Rs. 17,26,782.00	RS. 34,536.00 / RS. 1,000.00	45 Days

For details visit website- https://tripuratenders.gov.in or contact through eerdamarpurdivision@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/1475/25

(Er. Md. Abul Hossain)
Executive Engineer
RD Amarpur Division

হলফনামা

আমি, আছিয়া বেগম (Achhiya Begam), পিতা — জাহের মিয়া (Jaher Miah), বাসিন্দা — বর্ডার গোলচক্কর, আগরতলা, পোষ্ট অফিস — রামনগর, থানা — পশ্চিম আগরতলা, জেলা — পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন --- ৭৯৯০০২, এই মর্মে হলফ প্রদান করছি যে, আমি আমার পিতার নাম ও উপাধি জাহের মিয়া (Jaher Mia) থেকে পরিবর্তন করে জাহের মিয়া (Jaher Miah) করেছি এবং এখন থেকে তিনি সকল কাজে জাহের মিয়া (Jaher Miah) নামে পরিচিত হবেন।
এই নাম পরিবর্তনের হলফনামা নম্বর 04/মার্চ (04/March), আমি ০৩ - ০৩ - ২০২৫ (০৩-০৩-২০২৫) তারিখে আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (Agartala, West Tripura)-র একজন নোটারি পাবলিকের সামনে শপথ গ্রহণ করি।
জাহের মিয়া (Jaher Miah) এবং জাহের মিয়া (Jaher Mia) একই ব্যক্তি এবং একজন অভিন্ন ব্যক্তি, অর্থাৎ আমার পিতা।

NOTICE INVITING TENDEN (N11)

Press Notice inviting e-Tender No:- 13/NIT/EE/PWD/AMP/2025-26 Date:- 14-07-2025. The Executive Engineer, Amarpur Division, PWD(R& B), Amarpur, Gomati District, Tripura, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:

Sl no.	Name of work	Estimated Cost	Earnest (in Rs)	Time Comp	Class of Bidders
1	Mtc. of A-N road to Paharpur under the jurisdiction of PWD(R&B) Sub-Division No. II, Amarpur, during the year 2025-26/SH: Earthwork, Surface Drain, Patch Repair, PMC, Protection works etc. (Gr-I) DNIT-27/DNIT/R/EE/PWD/ AMP/2025-26	Rs.24,25,949.00	Rs.48,519.00	Days 90	Appropriate Class
2	FDR/Mtc of road from Amarpur to Maharani under the jurisdiction of PWD(R&B) Sub- Division No. II, Amarpur, during the year 2025- 26/SH: Landslide Clearance, Patch Repair, Protection works etc. DNIT-28/DNIT/R/EE/PWD/ AMP/2025-26	Rs.24,26,328.00	Rs.48,527.00	Days 30	
3	Construction of Baby Feeding Room & Female Changing Room in Ladies Toilet in 1st & 2nd Floor of Existing Amarpur Court Building, Amarpur, Gomati district during the year 2024- 25./SH:- Dismantling works, Dismantling Tile work, Flooring Works, Aluminum Works, Brickwork, Finishing Works, etc DNIT-29/DNIT/B/EE/PWD/ AMP/2025-26	Rs.4,46,420.00	Rs.8,928.00	Days 90	

Last date & time for online Bidding: 23-07-2025 upto 15:00PM
Date and of opening bid 23-07-2025 upto 16:00PM (if possible)
Bid Fee: `.Rs.1,000.00
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portalhttps://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1477/25

For and on behalf of the Governor of Tripura.
(Er Samit Das)
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B) Amarpur, Gomati District, Tripura

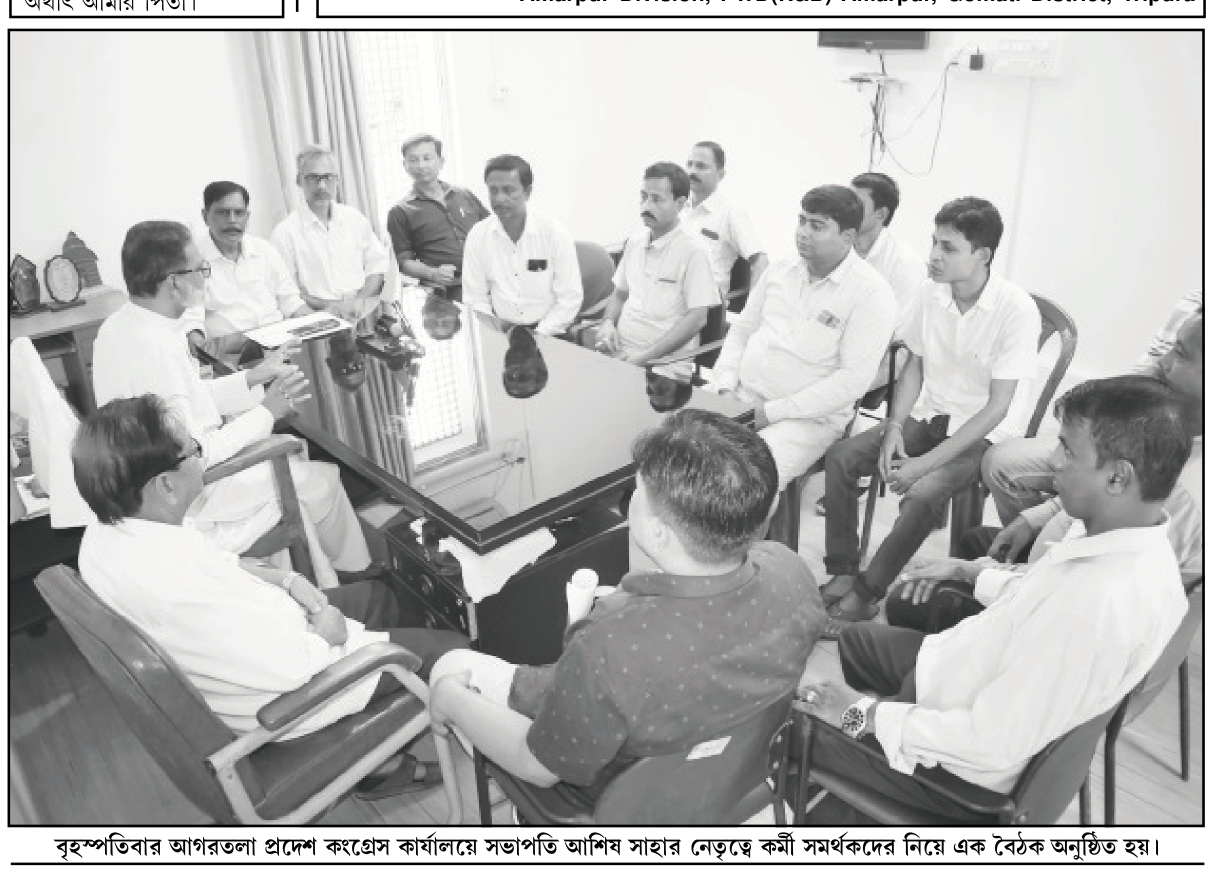

বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে সভাপতি আশিষ সাহার নেতৃত্বে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

প্রাকৃতিক তিন উপাদান দিয়েই শ্যাম্পু তৈরি করতে পারেন

মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে শ্যাম্পুর চেয়ে ভাল আর কীই বা আছে? তা ছাড়া তেলতেলে চুল নিয়ে বাইরে যাওয়া বেশ অস্বস্তিকর। কিন্তু শ্যাম্পুর মধ্যে তো নানা রকম রাসায়নিক থাকে। রোজ শ্যাম্পু করলে তো মাথার ত্বকের পিএইচের সমতা নষ্ট হয়। চুলও রুক্ষ হয়েপড়তেপারে। তবে সম্পূর্ণপ্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি বিশেষ শ্যাম্পু ব্যবহার করলে কিন্তু সে ভয় থাকে না। চুলের যত্নে রিঠা, আমলকি, শিকাকাইয়ের মতো ভেষজের ব্যবহার নতুন নয়। এই তিন উপকরণ দিয়ে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন প্রাকৃতিক শ্যাম্পু। জেনে নিন কী ভাবে সেই শ্যাম্পু তৈরি করতে হয়।

উপকরণ:

৫-৬টি রিঠা

৬-৭টি শিকাকাই

৩-৪টি আমলকি

পদ্ধতি: ১) প্রথমে পাত্রে জল নিয়ে তার মধ্যে তিনটি জিনিস ভিজিয়ে রাখুন। অন্তত পক্ষে ১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে ভাল হয়। সে ক্ষেত্রে রাতে ভিজিয়ে রাখাই ভাল। ২) পরের দিন ভেজানো রিঠা, আমলকি এবং শিকাকাইয়ের মিশ্রণ ভাল করে ফুটিয়ে নিন। তার পর গ্যাস বন্ধ করে ওই অবস্থায় রেখে দিন বেশ কিছু ক্ষণ। ৩) স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে মিশ্রণের মধ্যে থেকে রিঠা, আমলকি এবং শিকাকাই ছেঁকে আলাদা করে নিন। ৪) এ বার মিক্সিতে ওই অবশিষ্টাংশ ভাল করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। ৫) তার পর বেটে নেওয়া আমলকি, শিকাকাই এবং রিঠার মিশ্রণ ওই তরলের সঙ্গে আরও এক বার মিশিয়ে নিতে হবে। ৬) মিশ্রণ কিন্তু আর জলের মতো পাতলা থাকবে না। এ বার অন্য একটি পাত্রের উপর পাতলা সুতির কাপড় বিছিয়ে নিতে হবে। ৭) কাপড়ের উপর মিশ্রণ ঢেলে ছেঁকে নিলেই শ্যাম্পু তৈরি। ৮) পরিষ্কার, কাচের পাত্রে এই মিশ্রণ ঢেলে রাখতে পারেন। সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে সপ্তাহ দুয়েক পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

দিনের শেষে ক্লান্তি কাটুক ‘গোলাপ-স্নানে’

গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো জলে সুন্দরী নায়িকার স্নানদৃশ্য দেখে কখনও কি এমন ফুলেল স্নানের ইচ্ছা হয়েছে? তা হলে, বরং শখ করে বানানো স্নানঘরের বাথটবেও এ ভাবেই স্নান সেরে নিতে পারেন। দিনভরের ক্লান্তি নিমেষে কমে যায় গরম জলে দীর্ঘ ক্ষণ স্নান করলে। কিন্তু প্রতি দিন সেই উপায় থাকে না। কর্মব্যস্ত দিনে এত সময় কই?

তবে ছুটির দিনে বা কাজ শেষে ক্লান্ত শরীরে ফিরে এমন ভাবে স্নান করলে, শরীর ও মন দুই-ই তরতাজা হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে ঔজ্জ্বল্য আসবে ত্বকেও।

গোলাপ জলে স্নানের নিয়ম

গোলাপের পাপড়ি শুকিয়ে জলে দিতে হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ হল সেই জলের তাপমাত্রা। একেবারে ঠান্ডাও নয়, আবার খুব গরমও নয়। জল হতে হবে ঈষদুষ্ণ। না হলে ত্বকের আর্দতা কমে যাওয়ার ভয় থাকবে।

কেন হালকা গরম জলেই গোলাপ-স্নান?

গোলাপে শুধু সুগন্ধই নেই, রয়েছে নানা গুণও। গরম জলে পাপড়ির গন্ধ ও এতে থাকা প্রাকৃতিক তেল যথাযথ ভাবে মিশে যেতে পারে। গরম জলে গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে বেশ কিছু ক্ষণ রেখে সেই জলে স্নান করতে হবে। বাথটবে স্নান করলে অন্তত ২০ মিনিট সেই জলে গা-ভেজালে ত্বকে গোলাপের নির্যাস ভাল ভাবে প্রবেশ করবে। পাপড়িতে থাকা প্রাকৃতিক তেলে মুখ ও শরীরে ঔজ্জ্বল্য আসবে।

ত্বকের চিকিৎসকেরা বলছেন, গোলাপে থাকা প্রাকৃতিক তেল ত্বকের জন্য উপকারী। ত্বক মসৃণ রাখতে ও ঔজ্জল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তা। তবে স্নানের জলে পাপাড়ির পাশাপাশি কয়েকফোঁটা “রোজ এসেনশিয়াল অয়েল” মিশিয়ে দিলে গন্ধ ও কাজ, দুই-ই ভাল হবে।

তবে যদি স্নানঘরের বাথটবে গা ভেজানোর আগে, খনিজ সমৃদ্ধ ইপসম সল্টের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা রোজ এসেনসিয়াল অয়েল মিশিয়ে তা দিয়ে সারা শরীর এক্সেফোলিয়েট করে নেওয়া যায়, তা হলে ত্বকের মৃত কোষ দূর হবে, কালচে ভাবও চলে যাবে।

দুধ-স্নান

স্নানের অভিজ্ঞতা আরও সুন্দর করতে চাইলে বাথটাবে দু’কাপ কাঁচা দুধও মিশিয়ে নিতে পারেন। দুধের সঙ্গে গোলাপের পাপড়ি, এসেনশিয়াল অয়েলের মিশেলে স্নানের অভিজ্ঞতা অন্য মাত্রা পাবে। বাথটব না থাকলেও এ স্নানের ভাললাগা উপভোগ করা যায়। সে ক্ষেত্রে ছোট গামলা বা বালতিতে ঈষদুষ্ণ জল নিয়ে দুধ ও গোলাপের পাপড়ি মিশিয়ে নিতে হবে। সেই জলে দীর্ঘ ক্ষণ ধরে স্নান করলেও ত্বকের জেল্লা বৃদ্ধি পাবে।

অনেকের কোনও কোনও এসেনশিয়াল অয়েলে অ্যালার্জি থাকতে পারে। তাই ব্যাবহারের আগে “প্যাচ টেস্ট” করে নেওয়া ভাল।

চোখের তলার ত্বকের রং বদলে যায় কেন?

রাতের পর রাত ঘুম হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে চোখের তলায় কালি পড়া স্বাভাবিক। কিংবা প্রচণ্ড মানসিক চাপ, আঘাত থেকেও চোখের তলায় কালচে ছোপ পড়ে। তবে চোখের তলার চামড়া বা মণির রং কখনও গোলাপি, ধূসর হয়ে উঠতে পারে। চোখের মণি হয়ে উঠতে পারে রক্তবর্ণও। কিন্তু কেন এমনটা হয়?

চোখের চিকিৎসকেরা বলছেন, চোখ কিংবা চোখের মণির রং কেমন হবে তা অনেকটাই জিনের উপর নির্ভর করে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার রং বদলে যাওয়াও স্বাভাবিক। তবে প্রাপ্তবয়স্ক কারও চোখে যদি হঠাৎ এমন পরিবর্তন আসতে শুরু করে, তা একেবারেই স্বাভাবিক ঘটনা নয়। শুধুমাত্র রাত জাগা কিংবা মানসিক চাপ এই ধরনের সমস্যার কারণ হতে পারে না। কী কী কারণে এই ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে?

১) বর্ষাকালে ব্যাক্টেরিয়াবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। যে কারণে এই মরসুমে কনজাংটিভাইটিসের মতো রোগেরও বাড়বাড়ন্ত হয়। কনজাংটিভাইটিস হলে কিন্তু চোখের রং গোলাপি বা রক্তবর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

২) কোনও কারণে আঘাত লাগলে চোখের ভিতর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। চিকিৎসা পরিভাষায় যা “সাবকনজাংটিভাল হেমারেজ” নামে পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই ধরনের সমস্যা হলে চোখ লাল হয়ে থাকে।

৩) সূর্যের অতিবেগনি রশ্মিও কিন্তু চোখের ক্ষতি করে। যার ফলে চোখ এবং সেই সংলগ্ন ত্বকের রং ফ্যাকাসে হয়ে যেতে পারে। চোখের চারপাশের ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়াও অস্বাভাবিক নয়। জিন ছাড়াও আরও দু’টি কারণে চোখের রং বদলে যেতে পারে। সেগুলি হল বয়স এবং পরিবেশ। অবশ্য জটিল কোনও রোগভোগের ক্ষেত্রেও এমনটা হতে পারে। তবে তা রোগমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। যদি তা না হয়, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। চাখ ভাল রাখতে কয়েকটি বিষয়ও মেনে চলা জরুরি। যেমন চোখের চারপাশের ত্বক আর্দ রাখা। পর্যাপ্ত জল খাওয়া। বাইরে বেরোনোর আগে অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করা। রোদচশমা দিয়ে চোখ ঢেকে রাখতে পারলে আরও ভাল হয়। চোখের তলায় কালচে ছোপ দূর করতে ভাল মানের সিরাম মাখা যেতে পারে। ঘরোয়া টোটকা হিসাবে কাঠবাদামের তেল কিংবা নারকেল তেলও ভাল।

কয়েকটি খাবার মহিলাদের বন্ধ্যত্বের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে

কয়েকটি খাবার মহিলাদের বন্ধ্যত্বের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। সম্প্রতি এমনটাই জানাচ্ছে বিভিন্ন গবেষণা। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, সন্তানধারণের পর তো বটেই, মা হওয়ার পরিকল্পনা করার সময়েও খাওয়াদাওয়া নিয়ে বিশেষ সচেতন থাকতে হবে মহিলাদের। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো খাওয়াদাওয়ার অভ্যাসে রাশ টানা ভীষণ জরুরি।

নয়তো সন্তানধারণে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যা। জেনে নিন, কোন খাবারগুলি কমিয়ে দিতে পারে মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতা।

১) পিৎজা, চিপস, কেকের মতো ট্রান্স ফ্যাট-যুক্ত খাবারগুলি খাবেন না এই সময়ে। এই ট্রান্স ফ্যাট মহিলা ও পুরুষ উভয়ের জন্যই খারাপ। বিশেষ করে মাতৃত্বের সময়ে এটি একেবারেই খাওয়া উচিত না। কারণ তা মহিলাদের গর্ভধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

২) চিনি বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার এই সময়ে কম খেলেই ভাল। কারণ তা শরীরে

ইনসুলিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে সন্তানধারণের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

৩) চা, কফি বা মদের মতো পানীয়ও এই সময়ে ত্যাগ করা উচিত। কারণ এগুলি দেহে জলের ঘাটতি তৈরি করতে পারে।

৪) কোনও রকম প্রক্রিয়াজাত খাবার, যেমন, সসেজ, বেকন, সালামি, হিমায়িত খাবার মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই বন্ধ্যত্বের কারণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কেবল ওজন বৃদ্ধিই নয়, আরও বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি থাকে। ৫) বেক করা খাবার, বিশেষ করে পেস্ট্রি, ডোনাট, কেক এবং যে সব খাবারে মার্জারিন আছে, সন্তানধারণের পরিকল্পনা করলে এমন খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল।

অতিথির মন জয় করতে পারেন মুড়ির ৩ পদ দিয়ে

সকাল, দুপুর, বিকাল- বাঙালি তিন বেলা মুড়ি খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে। সন্ধের ঘরোয়া আড্ডায় চায়ের সঙ্গে মুড়ি-চানাচুরের জুটি রোমিও-জুলিয়েটকেও হার মানায়। তবে মুড়ি দিয়ে বানানো যায় নানা খাবারও। চাইলে বানাতে পারেন।

উপমা- চিড়ের তৈরি উপমা তো অনেক খেয়েছেন। বাড়িতে চিড়ে না থাকলে মুড়ি দিয়েই তৈরি করে নিতে পারেন এই খাবার। পেঁয়াজকুচি, টম্যাপটো, বেল পেপার, সামান্য চিজ এবং অবশ্যাই মুড়ি - এই প্রতিটি উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে অল্প সময় বেক করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মুড়ির উপমা।

কোফতা কারি- কোফতার সঙ্গে মাছ, মাংসের সম্পর্ক অটুট। তবে মুড়ি দিয়েও তৈরি করা যায় কোফতা। আলু সেদ্ধর সঙ্গে মুড়ি গুঁড়ো করে একসঙ্গে মেখে নিন। তার পর কোফতার আকারে গড়ে ভেজে নিন। সস দই এবং অন্যারন্যমশলা দিয়ে গ্রেভি তৈরি করে তার মধ্যে কোফতাগুলি দিয়ে অল্প জল ঢেলে মাখো মাখো পদ তৈরি করা যায়।

স্প্রিং রোল - খুদে স্প্রিং রোল খেতে পছন্দ করে। কিন্তু সন্তানের স্বাস্থ্যেলর কথা ভেবে বাইরের খাবার একেবারেই খেতে দিতে চান না। সেক্ষেত্রে মুড়ি দিয়েই বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন স্প্রিং রোল। রোলের পুর বানিয়ে নিয়ে মুড়ি গুঁড়ো, টোফু, শাকসব্জি দিয়ে। রোলের মধ্যে পুর ভরে ভেজে নিলেই তৈরি স্প্রিং রোল।

পোষ্য যখন পর্যটন সঙ্গী, কী কী খেয়াল রাখবেন?

পোষ্যকে নিয়ে কোথাও ঘুরে আসবেন ভাবছেন? তা হলে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতেই হবে। যেখানে যাচ্ছেন সেই জায়গাটি পোষ্যের জন্য উপযুক্ত কি না, থাকার জায়গা কী ভাবে বাছবেন, খাওয়াদাওয়া তো আছেই, ট্রেন বা প্লেনের টিকিট কাটার সময়ে কী কী খেয়াল রাখতে হবে, ইত্যাদি খুঁটিনাটি জেনে নেওয়াই ভাল। পোষ্য যখন পর্যটন সঙ্গী, কী কী খেয়াল রাখবেন? ১) সবচেয়ে আগে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। পোষ্যের শারীরিক অবস্থা কেমন, পাহাড়ে গেলে সেখানে মানিয়ে নিতে পারবে কি না, পোষ্যের যদি কোনও অসুখ থাকে, তা হলে তাকে নিয়ে যেতে পারবেন কি না ইত্যাদি বিশদে জেনে নিতে হবে। কী কী ওষুধ সঙ্গে নেবেন তা-ও জেনে নেওয়া জরুরি। ২) পোষ্য সব জায়গায় হেঁটে যেতে পারবে না হয়তো। তাই আরামদায়ক ক্যারিয়ার প্রয়োজন। পোষ্যের আকার, ওজন অনুযায়ী ক্যারিয়ার কিনতে হবে। ট্রেনে বা গাড়িতে এমন ক্যারিয়ার কাজে লাগবে। কিছু বিমান সংস্থা পোষ্যের জন্য আলাদা ক্যারিয়ার দেয়। তবে নিজেরটা সঙ্গে রাখাই উচিত।

৩) পোষ্যের পরিচয়পত্র দরকার। নিজের পরিচয়পত্র যেমন সঙ্গে নিচ্ছেন, তেমনই পোষ্যের নাম, মালিকের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি বিস্তারিত লিখে বা প্রিন্ট করে তার কলারে লাগিয়ে দেবেন। যদি কোনও কারণে হারিয়ে যায়, তা হলে খুঁজে পেতে সুবিধা হবে। ৪) হোটেল বুক করার আগে জেনে নেবেন সেখানে পোষ্যকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি আছে কি না। পোষ্যের জন্য আলাদা খরচ দিতে হবে কি না অথবা হোটেলের ঘরে পোষ্যকে একা রেখে যেতে পারবেন কি না। ৫) ট্রেনে পোষ্যকে নিয়ে যেতে হলে ভারতীয় রেলের গাইডলাইন মানতে হবে। প্রথম শ্রেণির কামরায় কুপ বা কেবিন বুক করতে হবে। তার জন্য আগেই আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। প্ল্যাটফর্মের পার্সেল বুকিং কাউন্টারে একটি টিকিট বুক করতে হবে। এতে যাত্রীরা তাদের পোষা প্রাণীকে লাগেজ বক্সেও নিয়ে যেতে পারেন। পোষ্যকে নিয়ে ভ্রমণের আগে পশু চিকিৎসকের শংসাপত্র নিয়ে আসতে হবে। শংসাপত্রে পোষা প্রাণীটির সমস্ত টিকা দেওয়া হয়েছে কিনা, তার উল্লেখ থাকতে হবে স্পষ্ট ভাবে। সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে প্রাণীটি কোন প্রজাতির, তার আকার, ওজন, লিঙ্গও উল্লেখ করতে হবে। ট্রেন ছাড়ায় তিন ঘণ্টা আগে পৌঁছে সমস্ত নথিপত্র জমা করতে হবে। সেখানে সারমেয়ের ওজন করা হবে এবং প্রতি কিলোগ্রাম অনুযায়ী ৩০ টাকা মূল্য ধার্য করা হবে। এই প্রক্রিয়াগুলো শেষ হলে, আপনি পোষ্যের টিকিট হাতে পেয়ে যাবেন। পোষ্যের খাবার ও পানীয়ের দায়িত্ব হবে মালিকের। পোষ্যের আঘাত লাগলে বা কোনও জায়গা নোংরা করলে, তার দায়িত্বও হবে মালিকের।

মুখ ভর্তি ব্রণ, মাথা ভর্তি খুশকি থেকে কী ভাবে মুক্তি পাবেন

ত্বকের কালচে ভাব, ব্রণের সমস্যা মেটাতে বাজারচলতি অনেক পণ্যই রয়েছে। তবে রাসায়নিক মিশ্রিত উপকরণের বদলে যদি প্রাকৃতিক উপায়েই ত্বকের যত্ন নিন চান, তা হলে ভরসা করতে পারেন “মাটি”তে। তবে, তা সাধারণ মাটি নয়। মূলতানি মাটি। বহু কাল ধরে ত্বক থেকে চুলের পরিচর্যায় এই মাটির ব্যবহার হয়ে আসছে।

খনিজ সমৃদ্ধ এই মাটির ব্যবহারে রূপটানের চল প্রাচীন ভারতেও ছিল। এই মাটি ত্বকের কালচে ভাব দূর করার, ধুলো-ময়লা পরিষ্কারের, অতিরিক্ত তেল শোষণের ক্ষমতা রাখে।

তবে শুধু মুখ ঝকঝকে করতে নয়, একই উপকরণে চুলের যত্নও নেওয়া যায়। চুল ঝরা হোক বা খুশকির সমস্যা, মূলতানি মাটির সঙ্গে কয়েকটি উপাদান মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মুখ ও চুলের প্যাক। সারা দিনের পর বাড়ি ফিরে মাত্র ১০ মিনিট মেখে রাখলেই, ধীরে ধীরে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ফিরবে।

ব্যবহার বিধি

ভাল বলেই যথেচ্ছ পরিমাণে মুলতানি মাটি ব্যবহার করা যায় না। মুখের জন্য ১ থেকে দেড় বা ২ চা-চামচই যথেষ্ট। এই মাটির গুণ আরও ভাল ভাবে পেতে গেলে জলের বদলে গোলাপ জল, দুধ, গ্লিসারিন, নারকেল তেল ব্যবহার করতে পারেন।

কী ভাবে মাখবেন?

তৈলাক্ত ত্বকের চর্চায় এই মাটি বিশেষ কার্যকর। এই ধরনের ত্বকে ধুলো-ময়লা লাগলে তা সহজে পরিষ্কার হতে চায় না। ফলে সংক্রমণের ভয় থাকে। ব্রণের সমস্যাও হয়। তবে মুলতানি মাটি

শুধু ত্বককে গভীর ভাবে পরিষ্কার করে না, তা অতিরিক্ত তেল শুষে নিতেও সক্ষম।

মুলতানি মাটি ও গোলাপ জল

ব্রণের সমস্যা থাকলে এই প্যাক বিশেষ উপকারী। দেড় টেবিল চা-চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে গোলাপ জল মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিতে হবে। মৃদু কোনও ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কারের পর মিশ্রণটি মুখে লাগিয়ে ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলতে হবে। ত্বকে লেগে থাকা মাটি তুলতে গিয়ে বেশি জোরে ঘষাঘষি করা চলবে না। মুখের জলের ঝাপটা দিলে মাটি নরম হয়ে যাবে। তার পর আঙুল দিয়ে হালকা হাতে ঘষে তা তুলে ফেলতে হবে।

মুলতানি মাটি ও দুধ

ত্বক শুষ্ক বা স্বাভাবিক হলে মুলতানি মাটি ও দুধের মিশ্রণ ঔজ্জ্বল্য ফেরাতে সাহায্য করবে। দেড় চা-চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে পরিমাণ মতো দুধ দিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে। মুখে মিনিট দশেক রেখে তুলে ফেললেই হবে।

মুলতানি মাটি ও গ্লিসারিন কারও ত্বক যদি অতিরিক্ত শুষ্ক হয়, সে ক্ষেত্রে মুলতানি মাটি ও গ্লিসারিন কার্যকর হবে। ১ চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে প্যাক বানিয়ে মুখে লাগিয়ে রাখতে হবে ১০ মিনিট। তার পর ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেললেই ত্বক আর্দ ও নরম হবে।

চুলের যত্নে কী ভাবে ব্যবহার?

খুশকি থেকে চুল পড়া, নানা সমস্যায় কাজে আসে মুলতানি মাটি। ৪ টেবিল চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে ৬ টেবিল চামচ মেথির গুঁড়ো এবং ১ টেবিল চামচ পাতিলেবুর রস ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণটি মাথার তালু থেকে চুলে লাগিয়ে রাখতে হবে অন্তত ৩০ মিনিট। তার পর ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলতে হবে। চুল ধোয়া খানিক ঝক্কির হতে পারে। চুলে লেগে থাকা মাটি সহজে উঠতে না চাইলে, সময় নিয়ে প্রতিটি চুল থেকে মাটি সরাতে হবে। মিশ্রণ যদি চুলে লেগে থাকে, তা হলে তা থেকে সমস্যা হতে পারে।

কোন কোন অভ্যাস রপ্ত করলেই বাঁচতে পারে জল

স্নান, শৌচকার্য, রান্না, জামাকাপড় কাচা ও খাওয়ার জন্য যতটুকু জল প্রয়োজন তা খরচের পরেও জল বাঁচানো খুব কষ্টকর কাজ নয়। সাংসারিক ও জৈবিক কাজে যেটুকু জল পর্যাপ্ত, সেটুকুই ব্যবহার করা দরকার। অপ্রয়োজনে ও অতিরিক্ত জল খরচ করা কাজের কথা নয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যেই জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

জলবায়ু বদল এত ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে যে, ভূবিজ্ঞানীরাও সতর্ক করে বলেছেন, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নামছে। পানীয় জলের হাহাকার দেখা দিতে পারে যে কোনও সময়েই। তাই বাড়তি সতর্কতা জরুরি। শুরুটা হোক নিজের বাড়ি থেকেই। রোজের কিছু অভ্যাসেই প্রতি দিন অল্প অল্প করে জল বাঁচানো সম্ভব।

জল বাঁচাতে কী কী করবেন? ১) জলের লিকেজ যেন না হয়। বাড়ির সব কল, পাইপলাইন ঠিক আছে কি না দেখে নিন। বাথরুম, রান্নাঘরে জলের পাইপ পরীক্ষা করে নিন।

২) স্নানের সময়ে শাওয়ার ব্যবহার না করে বরং বালতি-মগ ব্যবহার করলে ভাল হয়। শাওয়ারে স্নান করার মজা আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাতে জলের খরচ বেশি হয়।

৩) ময়লা জামাকাপড় একসঙ্গে জমিয়ে রেখে একদিনে ওয়াশিং মেশিনে যতটা হয় দিয়ে কেচে ফেলুন। রোজ রোজ মেশিন চালালে জলের অপচয় বেশি হবে।

৪) দরকার ছাড়া জলের কল খুলে না রাখাই ভাল। ব্যবহারের পর তা বন্ধ করে দিন। আবার যখন প্রয়োজন তখন খুলে কাজ করবেন।

৫) বাড়ির ট্যাঙ্ক ভরার জন্য পাম্প চালালে তা ঘড়ি দেখে বন্ধ করার অভ্যাস করুন। ট্যাঙ্ক ভর্তি হয়ে জলের ধারা যেন বয়ে না যায়।

৬) বালতি বালতি জল বারান্দা বা উঠোনে না ঢেলে, মগ দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করুন। এতে জলের অপচয় কিছুটা হলেও কমবে।

৭) গাড়ি পরিষ্কারের সময়ে বিশেষ খেয়াল রাখুন। হোস পাইপ দিয়ে গাড়ি না ধুইয়ে বরং বালতির জলে পরিষ্কার কাপড় ভিজিয়ে গাড়ি মুছতে পারেন। এতে গাড়ি ভাল পরিষ্কার হবে। জলও বাঁচবে।

জলের পুনর্ব্যবহারও করতে পারেন

বালতি বা গামলায় জল ভরে তাতে সব্জি, ফল বা চাল ধুয়ে নিন। সেই জলই গাছে দিতে পারেন। চাল ধোয়া জল গাছের জন্যও ভাল।

জামাকাপড় কেচে সেই জল ফেলে না দিয়ে বরং বাথরুম বা রান্নাঘর পরিষ্কারের কাজে লাগাতে পারেন। এতে জলের পুনর্ব্যবহারও হবে, অতিরিক্ত খরচও হবে না। সম্ভব হলে বৃষ্টির জল ধরে রাখুন। যদি ফিল্টার বসিয়ে বৃষ্টির জল হারভেস্ট করা সম্ভব হয় তো খুবই ভাল। সেই জল রান্নার বা বাথরুমের কাজে লাগাতে পারেন। না হলে একটা পাইপ লাগাতে হবে, যাতে বৃষ্টির জল সেই পাইপের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। আর নীচে একটা ছোট জলাধার তৈরি করতে হবে। সেখানে বৃষ্টির জল এসে জমা হবে। বাগানে জল দেওয়া, বাসন ধোয়া, ঘর পরিষ্কারের কাজে এই জল কাজে লাগানো যেতে পারে।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় তৃণমূলের পক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক "স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৪-২৫" পুরস্কার প্রদান: ইন্দোর, সুরাট, নভি মুম্বাই "সুপার স্বচ্ছ লীগ"-এ আহমেদাবাদ, ভোপাল, লখনউ নতুন পরিচ্ছন্ন শহর

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : আজ বিজ্ঞান ভবনে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ''স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৪-২৫'' পুরস্কার প্রদান করেছেন। আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল এবং আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক-এর প্রতিমন্ত্রী তোখান সাহু-র উপস্থিতিতে ২৩টি ''সুপার স্বচ্ছ লীগ'' শহরকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই বছর ইন্দোর, সুরাট এবং নভি মুম্বাই ''প্রিমিয়ার সুপার স্বচ্ছ লীগ'' বিভাগে প্রবেশ করেছে, যা তাদের ধারাবাহিক পরিচ্ছন্নতার স্বীকৃতি। একই সাথে, আহমেদাবাদ, ভোপাল এবং লখনউ ভারতের নতুন পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মোট ৪৩টি জাতীয় পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, যার মধ্যে কুম্ভমেলার জন্য একটি বিশেষ স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিভাবান ''স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৪-২৫'' পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল প্রয়াগরাজকে ''শ্রেষ্ঠ গঙ্গা টাউন'' পুরস্কার প্রদান করেন। সেকেন্দ্রাবাদ ক্যান্টনমেন্ট তার অনুকরণীয় স্বাস্থ্যবিধি প্রচেষ্টার জন্য ''শ্রেষ্ঠ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড'' হিসেবে সম্মানিত হয়। জিভিএমসি বিশাখাপত্তনম, জবলপুর এবং গোরক্ষপুরকে ''শ্রেষ্ঠ সাফাইমিত্র সুরক্ষিত শহর'' ঘোষণা করা হয়, যা পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সুরক্ষা ও মর্যাদার প্রতি তাদের অসামান্য প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতি। বিশ্বের বৃহত্তম জনসমাগম মহাকুম্ভের সময় অসাধারণ শহুরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকার, প্রয়াগরাজ মেলা আধিকারী এবং প্রয়াগরাজ পৌরসভাকে বিশেষ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, যেখানে আনুমানিক ৬৬ কোটি মানুষের সমাগম হয়েছিল।

এই বছরের ''স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ'' বড় শহরগুলির জন্য কাঠামোকে পরিমার্জিত করার পাশাপাশি ছোট শহরগুলির জন্য এটিকে সহজ করেছে, যা তাদের প্রতিযোগিতা এবং পরিচ্ছন্নতার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উৎসাহিত করবে। ''এক শহর, এক পুরস্কার'' নীতির অনুসরণে, প্রতিটি রাজ্যের সেরা পারফর্ম করা শহরগুলিকে ''প্রতিশ্রুতিশীল স্বচ্ছ শেহার'' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৩৪টি শহর এই সম্মান অর্জন করেছে, যা শহুরে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধিতে তাদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ''রিডিউস, রিইউজ, রিসাইকেল (৩আর)'' পদ্ধতির প্রচারে মন্ত্রকের প্রশংসা করেন এবং তাঁকে উপস্থাপিত ''বর্জ্য থেকে সম্পদ'' স্মারকের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'বর্জ্যই সেরা' এই মন্ত্রটি অর্থনীতির বৃত্তাকার পদ্ধতিকে শক্তিশালী করে। তিনি যুবকদের ক্ষমতায়ন, সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে উদ্যোক্তা সুযোগ তৈরিতে এর ভূমিকার ওপর জোর দেন। রাষ্ট্রপতি এক লাখের নিচে জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরগুলির পরিচ্ছন্নতার চমৎকার মান স্থাপনের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, স্কুলভিত্তিক উদ্যোগ, উৎস থেকে বর্জ্য পৃথকীকরণ, জিরো-ওয়েস্ট কলোনিগুলি কীভাবে ''স্বচ্ছ ভারত''-এর সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করছে। তিনি উপসংহারে বলেন, '২০৪৭ সালের বিকশিত ভারত বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় হবে।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল ''স্বচ্ছ সিটি পার্টনারশিপ'' উদ্যোগের সূচনা করে বলেন, এর মাধ্যমে সমস্ত জনসংখ্যা বিভাগে শীর্ষ-পারফর্ম করা ৭৮টি শহর নিজ নিজ রাজ্যের একটি করে দুর্বল পারফর্ম করা শহরকে গ্রহণ ও পরামর্শ দেবে। তিনি বলেন, 'সবাইকে সাথে নিয়ে চলার প্রয়োজন আছে।' ''প্রত্যেকে একটি পরিষ্কার করবে'' মন্ত্র অনুসরণ করে তিনি বলেন, 'বিজয়ী শহরগুলি অন্যদের পথ দেখাবে, হাতে ধরে নেতৃত্ব দেবে। নিম্ন-পারফর্ম করা শহরগুলিকে শীর্ষে নিয়ে আসার এটাই সময়।' ''অ্যাক্সিলারেটেড ডাম্পসাইট রেমিডিয়েশন প্রোগ্রাম'' ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, '২০২৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই ১ বছরের বিশেষ প্রোগ্রামটি কেবল বর্জ্য অপসারণকে দ্রুত করবে না এবং বিশাল শহুরে স্থান উন্মোচন করবে, বরং বৈজ্ঞানিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতাও বাড়াবে।'

আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব শ্রীনিবাস কাটিকিথালা স্বাগত বক্তব্যে গত দশকে ''স্বচ্ছ ভারত মিশন''-এর রূপান্তরমূলক যাত্রার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যবিধি কীভাবে নাগরিকদের মূল্যবোধ এবং দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে --- যা তাদের ''স্বভাব'' এবং ''সংস্কার''-এর গভীরে প্রোথিত। শ্রী কাটিকিথালা ''স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ''-এর শক্তিশালী প্রতিযোগিতামূলক হাতিয়ার হিসেবে ভূমিকার ওপরও জোর দেন, যা শহরগুলিকে আরও ভালো পারফর্ম করতে উৎসাহিত করেছে। তিনি আরও বলেন যে, নতুন কাঠামো — যেখানে ১০টি নতুন প্যারামিটার এবং পাঁচটি স্বতন্ত্র জনসংখ্যা বিভাগ রয়েছে — ছোট শহরগুলিকে বড় শহরগুলির সাথে সমান তালে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ দিয়েছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ব্যাপক অগ্রগতিকে উৎসাহিত করছে। তিনি উপসংহারে বলেন, 'স্বচ্ছ ভারত মিশন সফলভাবে ১০ বছর সম্পন্ন করার পর, এখন আমাদের কেবল পরবর্তী দশকের জন্য নয়, ২০৪৭ সালের মধ্যে ''বিকশিত ভারত''-এর জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করার পরিকল্পনা করতে হবে।'

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতিকে প্রশংসার প্রতীক হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একটি সুন্দর সারঙ্গি উপহার দেন। এই স্মারকটি ''বর্জ্য থেকে সম্পদ'' নীতিকে প্রতিফলিত করে, যেখানে বাতিল উপকরণগুলিকে অর্থপূর্ণ, শৈল্পিক সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে --- যা স্থায়িত্বের সাথে কারুশিল্পের সংমিশ্রণ ঘটায়।

অনুষ্ঠানে ''স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৪-২৫'' ফলাফল ড্যাশবোর্ডটি ডিজিটালভাবে চালু করা হয়, যা র‍্যাঙ্কিং এবং অর্জনগুলির একটি ইন্টারেক্টিভ ওভারভিউ প্রদান করে। ''স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৪-২৫''-এর মূল বিষয়গুলি এবং ''সুপার স্বচ্ছ লীগ'' শহরগুলির অর্জনগুলি আকর্ষণীয় অডিও-ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়, যা দেশব্যাপী পরিচ্ছন্নতা আন্দোলনের চেতনা ও ব্যাপ্তি প্রতিফলিত করে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ''স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ'' আমাদের শহরগুলির পরিচ্ছন্নতার প্রচেষ্টাকে মূল্যায়ন ও উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে একটি সফল পরীক্ষা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ২০২৪ সালের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম পরিচ্ছন্নতা সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন অংশীদার, রাজ্য সরকার, শহুরে সংস্থা এবং প্রায় ১৪ কোটি নাগরিকের অংশগ্রহণ ছিল।রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, আমাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা প্রাচীনকাল থেকেই পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দিয়েছে। আমাদের বাড়িঘর, উপাসনালয় এবং চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ঐতিহ্য আমাদের জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী বলতেন, 'পরিচ্ছন্নতা ঈশ্বরত্বের কাছাকাছি।' তিনি পরিচ্ছন্নতাকে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এবং নাগরিক জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর মনে করতেন। রাষ্ট্রপতি জানান যে, তিনি জনসেবার যাত্রা পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত কাজ দিয়ে শুরু করেছিলেন। নোটিফাইড এরিয়া কাউন্সিলের সহ-সভাপতি হিসাবে, তিনি প্রতিদিন ওয়ার্ড পরিদর্শন করতেন এবং পরিচ্ছন্নতার কাজ তদারকি করতেন।রাষ্ট্রপতি বলেন যে, সর্বনিম্ন সম্পদ ব্যবহার করে অপচয় কমানো এবং একই বা অন্য উদ্দেশ্যে পুনরায় ব্যবহার করা সর্বদা আমাদের জীবনযাত্রার অংশ ছিল। বৃত্তাকার অর্থনীতির মৌলিক নীতি এবং ''রিডিউস-রিইউজ-রিসাইকেল'' পদ্ধতি আমাদের প্রাচীন জীবনযাত্রার আধুনিক এবং ব্যাপক রূপ। উদাহরণস্বরূপ, উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রা সহজ। তারা কম সম্পদ ব্যবহার করে এবং আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলে এবং সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যদের সাথে অংশীদারিত্বে থাকে। তারা প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় করে না। এই ধরনের আচরণ ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে বৃত্তাকার আধুনিক পদ্ধতিকে শক্তিশালী করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল্য শৃঙ্খলে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো উৎস থেকে বর্জ্য পৃথকীকরণ। সকল অংশীদার এবং প্রতিটি পরিবারকে এই ধাপে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিতে হবে। জিরো-ওয়েস্ট কলোনিগুলি ভালো উদাহরণ স্থাপন করছে। শিক্ষার্থীদের জীবন মূল্য হিসেবে পরিচ্ছন্নতাকে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শুরু করা ''স্কুল স্তরের মূল্যায়ন'' উদ্যোগের প্রশংসা করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন যে, এটি অত্যন্ত উপকারী এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে, প্লাস্টিক এবং ইলেকট্রনিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট দূষণ প্রতিরোধ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সঠিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে, আমরা দেশের প্লাস্টিক নির্গমন উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারি। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২ সালে একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক ধারণকারী কিছু জিনিসের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। একই বছরে, সরকার প্লাস্টিক প্যাকেজিংয়ের জন্য বর্ধিত উৎপাদক দায়িত্বের নির্দেশিকা জারি করে। প্রযোজক, ব্র্যান্ড মালিক এবং আমদানিকারক সহ সকল অংশীদারের দায়িত্ব হলো এই নির্দেশিকাগুলি সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা নিশ্চিত করা। রাষ্ট্রপতি বলেন যে, পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত প্রচেষ্টার অর্থনৈতিক দিক, সাংস্কৃতিক মাত্রা এবং ভৌগোলিক দিক রয়েছে। তিনি বিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, সকল নাগরিক পূর্ণ উৎসর্গীকৃত হয়ে ''স্বচ্ছ ভারত মিশনে'' অংশগ্রহণ করবেন। তিনি বলেন যে, সুচিন্তিত এবং দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত বিশ্বের পরিচ্ছন্নতম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হবে।

এনআইএ-এর হাতে উলফা(আই)-এর বিস্ফোরক ষড়যন্ত্রে আরও দুই গ্রেপ্তার

গুয়াহাটি, ১৭ জুলাই : জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) গত বছর ডিসপুর লাস্ট গেটে উদ্ধার হওয়া একটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস সম্পর্কিত মামলায় আরও দু''জনকে গ্রেপ্তার করেছে। নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠী উলফা(আই)-এর ২০২৪ সালের স্বাধীনতা দিবসে আসামে একাধিক বিস্ফোরণের বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে এই আইইডি উদ্ধারের যোগসূত্র রয়েছে। নব-গ্রেপ্তারকৃত দুই অভিযুক্তের নাম ভার্গব গগৈ এবং সুমু গগৈ, দু''জনেই আসামের ডিব্রুগড় জেলার বাসিন্দা। এনআইএ জানিয়েছে, ভারতের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা এবং অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ করার লক্ষ্যে উলফা(আই) কর্তৃক পরিকল্পিত এই হামলায় তারা সরাসরি জড়িত ছিল।

এই গ্রেপ্তারের ফলে সংশ্লিষ্ট মামলায় মোট ধৃতের সংখ্যা তিনজনে উন্নীত হলো। উল্লেখযোগ্যভাবে, এনআইএ গত বছরের সেপ্টেম্বরে ডিসপুর পুলিশের কাছ থেকে এই মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে। গত মাসে, সংস্থাটি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনের বিভিন্ন ধারায় তিনজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই মামলার তদন্ত এখনও চলছে। আরও তথ্য সামনে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি: জিএম ফসল ও শুল্ক নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে, কোয়াড সম্মেলনের আগে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আশা

ওয়াশিংটন , ১৭ জুলাই : ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে পঞ্চম দফার আলোচনা বর্তমানে ওয়াশিংটন ডিসিতে চলছে। এই আলোচনায় ভারতের পক্ষ থেকে পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত কিছু জেনেটিক্যালি মডিফায়েড কৃষি পণ্য আমদানিতে সম্মতি জানানোর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তবে, জিএম ভুট্টা এবং সয়াবিন আমদানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে ভারত আগ্রহী নয় বলে ইটি সূত্রে খবর।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি ইন্দোনেশিয়ার চুক্তির অনুরূপ হবে, যেখানে ১৯ু শুল্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর অর্থ হল, ভারত স্ট্যান্ডার্ড ১০ু হারের চেয়ে বেশি শুল্কের মুখোমুখি হতে পারে। একজন ঊর্ধতন কর্মকর্তা বলেছেন, 'একটি বিটিএ (বাইলেটারাল ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট) এর আগে একটি অন্তর্বর্তী চুক্তি হবে, তা প্রথম বা দ্বিতীয় ধাপ যাই হোক না কেন।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমরা যত দ্রুত সম্ভব একাধিক চুক্তি সম্পন্ন করব। আমরা আমাদের কাজ করে যাব। বাকিটা অন্যদের উপর ছেড়ে দেব।'

ভারত তার বৃহৎ কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাত, বিশেষ করে বস্ত্র ও ইলেকট্রনিক্সে বর্ধিত বাজার সুযোগ চাইছে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অটোমোবাইল সহ বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য শুল্ক কমানো এবং তাদের দুগ্ধ ও কৃষি পণ্যের জন্য বাজারে প্রবেশাধিকার চাইছে। উল্লিখিত কর্মকর্তা বলেছেন, 'আমরা কোয়াড সম্মেলনের আগে একটি চুক্তি সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়েছি।' উল্লেখ্য, এই বছর চতুর্দেশীয় কোয়াড জোটের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান অন্তর্ভুক্ত) সম্মেলন ভারতে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই সম্মেলনে যোগদানের কথা রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১লা আগস্ট থেকে একাধিক দেশের উপর শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে। ভিয়েতনামের সাথে বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ট্রান্সশিপড পণ্যের উপর ৪০ু শুল্ক কার্যকর করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার সাথেও আলোচনায় লিপ্ত হয়েছে, যেখানে ১৫ বিলিয়ন ডলারের জ্বালানি সম্পদ, ৪.৫ বিলিয়ন ডলারের কৃষি পণ্য এবং ৫০টি বোয়িং বিমানের অর্ডার সহ উল্লেখযোগ্য ক্রয়ের চুক্তি চাওয়া হচ্ছে। বিটিএ আলোচনার সময়, ভারতের রাশিয়ান তেল ক্রয় অব্যাহত রাখার বিষয়ে শর্তাবলী উত্থাপিত হতে পারে। ১৪ই জুলাই, ট্রাম্প রাশিয়ান তেল ক্রয়কারী দেশগুলির উপর সম্পূর্ণ শুল্ক আরোপের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এরপর ন্যাটো ভারত, চীন এবং ব্রাজিলকে সম্ভাব্য গুরুতর দ্বিতীয় পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সতর্ক করেছে, যার মধ্যে সম্পূর্ণ শুল্কও অন্তর্ভুক্ত, যদি তারা মস্কোকে শান্তি আলোচনায় উৎসাহিত না করে রাশিয়ার সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত ব্রিকস রফতানির উপর ১০ু শুল্ক প্রস্তাব করেছে, পাশাপাশি প্ল্যাটফর্ম এক্স থেকে বিষয়বস্তু অপসারণের বিষয়ে তাদের অবস্থানের কারণে ব্রাজিলীয় পণ্যের উপর ৫০ু শুল্ক আরোপ করেছে। নতুন দিল্লির একজন বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন, 'ভারত, যারা টেকডাউন অনুরোধও করে, পরবর্তী লক্ষ্য হতে পারে। আরও এমন শুল্ক আসতে পারে।' তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, ওয়াশিংটনের অপ্রত্যাশিত নীতিগত অবস্থানের কারণে একটি বাণিজ্য চুক্তিও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে না।

এডিসি নির্বাচনের লক্ষ্যে

● প্রথম পাতার পর

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থানে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের সংকল্পবদ্ধ প্রয়াস আজ সুফল বয়ে আনছে। একই সাথে এই বৈঠকে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।তাঁর কথায়, জনজাতি নেতৃত্বদের নিয়ে সময় সময়ে চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মূলত আজ আত্মসমালোচনা মূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে আগামী দিনে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য দিশা নির্ধারণ করা হবে। এদিকে, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে চিন্তব বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। আগামীদিনে কিভাবে জনজাতির মোর্চাকে আরও শক্তিশালী করে তুলা যায় সেই দিশায় কাজ করা হবে। পাশাপাশি, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের বিচার বিশ্লেষণ করা। তাছাড়া, কিভাবে জনজাতিদের কাছে আরও সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার যায় তা নিয়েও আলেচনা করা হয়েছে। তাঁর কথায়, জনজাতিদের বিকাশের জন্য আগামীদিনে সরকার আরও কি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, সেই বিষয়েই আলোচনা হয়েছে।

পরকীয়ার জেরে

● প্রথম পাতার পর

বিষয়ে জানতে চাইলে সে পালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু তার স্বামী তাকে যেতে না দিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় সোজা জিরানিয়া থানায় হাজির হন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান যেহেতু উনার স্ত্রী মৌমিতা দেবনাথ উনার সঙ্গে থাকতে চায় না সেহেতু তাকে তিনি তার প্রেমিকের কাছে যেতে দিতে চান।

প্রাক্তন মন্ত্রীর এসকর্টের

● প্রথম পাতার পর

জওয়ানও। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে। অন্যদিকে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ মেলাঘর থানা সংলগ্ন এলাকায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের এসকর্টের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ওই দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ৩ জন নিরাপত্তারক্ষী। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হবার কারনে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

২০২১ সালের এডিসি

● প্রথম পাতার পর

যোগদান করেছিলেন তারা দলে ফিরছে। প্রত্যেক দিনই জেলায় জেলায় আইপিএফটির যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

গণ্ডাছড়ায় স্মার্ট মিটার

● প্রথম পাতার পর

এবং সমর্থকরা। বৃহস্পতিবার সিপিআইএম মহকুমা বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে নেতৃত্ব, কর্মী এবং সমর্থকদের একটি জঙ্গি মিছিল গন্ডাছড়া মহকুমার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিদ্যুৎ অফিসে এসে হাজির হয়ে অফিসের সামনে কিছুক্ষন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এরপর নেতৃত্ব সুশান্ত হাজারীর নেতৃত্বে সুমতিরঞ্জন চাকমা, নারী নেত্রী দশরানী ত্রিপুরা, বিভাগীয় সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সহ পাঁচ জনের এক প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ দপ্তরের সিনিয়র ম্যানেজারের সঙ্গে স্বাক্ষাৎ করে পাঁচ দফা বিশিষ্ট একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। স্মার্ট মিটার সহ বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার করা, মহকুমার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে অচল অবস্থায় থাকা বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করা সহ মোট পাঁচটি দাবী নিয়ে সিনিয়র ম্যানেজার -এর সঙ্গে আলোচনা সম্পন্ন করেন প্রতিনিধিরা। উল্লেখিত দাবী গুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন সিনিয়র ম্যানেজার। স্মারকপত্র প্রদান শেষে রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তথা সংশ্লিষ্ট দলের নেতৃত্ব ললিতমোহন ত্রিপুরা জানান সিনিয়র ম্যানেজারের নিকট দায়ের করা দাবী গুলি অনতিবিলম্বে পূরণ না হলে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।

এখনই চূড়ান্ত

● প্রথম পাতার পর

জনস্বার্থ ও প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপডেটও প্রকাশ করা হবে, জানিয়েছে এএআইবি। তাদের তথ্য অনুযায়ী, ২০১২ সাল থেকে সংস্থাটি ৯২টি দুর্ঘটনা এবং ১১১টি গুরুতর ঘটনা তদন্ত করেছে। বর্তমানে শুধু ভিটি-এএনবি বিমান দুর্ঘটনা নয়, আরও বেশ কয়েকটি গুরুতর ঘটনা তদন্তাধীন। শেষে সংস্থাটি জানায়, ভিটি-এএনবি-র এই দুর্ঘটনা সাম্প্রতিক বিমান চলাচলের ইতিহাসে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ঘটনা। এর তদন্ত খুবই পেশাদার ও কঠোরভাবে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে করা হচ্ছে।

সামান্য বৃষ্টিতে

● প্রথম পাতার পর

চলাচলে দুর্ভোগ পোহাতে হয় পথচারী থেকে শুরু করে যানবাহন চালকদের। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে জাতীয় সড়কের এই স্থানে বৃষ্টি হলে জল জমে পথচারীদের দুর্ভোগ হয় এরপরেও জেলা প্রশাসন এবং জাতীয় সড়ক নির্মাণ কর্তৃপক্ষের কোন হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে নিত্য দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে প্রতিদিন। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তাটি জলে কাঁদায় একাকার হয়ে পরে। ফলে যানচালক থেকে শুরু করে নিত্য পথযাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এই রাস্তার ফলে বৃষ্টির দিনে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন একাধিক জনগণ। জাতীয় সড়কে এ ধরনের দুরবস্থা কাম্য নয়, তাই অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয় জনগণ।

গোয়ালপাড়া জেলায়

● প্রথম পাতার পর

আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবারের চূড়ান্ত অভিযান চলাকালীন প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে পড়ে পুলিশ। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারিত ভিডিওতে দেখা গেছে, উত্তেজিত জনতা বাঁশ, লাঠি ও পাথর নিয়ে পুলিশের দিকে ধেয়ে আসেন, এক্সকাভেটর ভাঙচুর করেন এবং উচ্ছেদ দলকে তাড়িয়ে দেন। তাঁদের ছোড়া পাথরবৃষ্টির মধ্যে পুলিশকে পিছু হটতে দেখা গেছে।

বন দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই ধরনের অবৈধ দখল রিজার্ভ ফরেস্টের জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যকে বিপন্ন করছে। তাই প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেন, এই উচ্ছেদ অভিযানগুলি 'একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের' দ্বারা চালিত তথাকথিত 'জনসংখ্যাগত আগ্রাসন' ঠেকানোর উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য ও লাগাতার উচ্ছেদ অভিযানে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিরোধী দলগুলি। অসম কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ সরকারকে দ্বিচারিতার অভিযোগে বিদ্ধ করেন। তিনি বলেন, সরকারের অনেক মন্ত্রী নিজেই সর্বাধিক পরিমাণ জমির মালিক। গগৈ-র আরও দাবি, ১৮,০০০ একর জমি, যা আদিবাসী, উপজাতি ও সংখ্যালঘুদের ছিল, তা বহিরাগত শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ধুবরিতেও বুধবার ১৬ জুলাই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। যখন ওয়ার্ড নম্বর ১১-এর শতাধিক বাসিন্দা আসন্ন উচ্ছেদ আদেশের প্রতিবাদে জোরালো বিক্ষোভে নামেন। ধুবরি-ফুলবাড়ি ব্রিজের সাথে সংযুক্ত লিংক রোড নির্মাণের জন্য ভূমি খালি করার সরকারি নির্দেশের বিরোধিতা করে, মা-কালী মন্দিরের কাছে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। "বিজেপি হাই হাই" স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠেছিল এলাকা এবং বিক্ষোভে অংশ নেন হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু মানুষ যারা সাধারণত শাসক বিজেপির সমর্থক হিসেবে পরিচিত।

বাহাদুরতারি এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, কোনো লিখিত নোটিস না দিয়েই মৌখিকভাবে এলাকা খালি করতে বলা হয়েছে। বহু দশক ধরে বসবাসকারী পরিবারগুলোর মধ্যে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত, ধুবরি-ফুলবাড়ি সেতু প্রকল্প ব্রহ্মপুত্রের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উদ্যোগ এবং এর ফলে অঞ্চলটির যাতায়াত ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনবে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাফ জানিয়ে দেন, রাজ্য সরকারের উচ্ছেদ অভিযান চলবে। এটি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয়, তিনি মন্তব্য করেন।

একদিকে বনভূমি রক্ষার অজুহাতে সরকার উচ্ছেদ অভিযান চালালেও, অন্যদিকে বহু বছর ধরে বসবাসকারী পরিবারগুলোর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ। উচ্ছেদ বনাম উন্নয়নের এই দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে গোটা অসম।

বাল্য বিবাহ রোধে

● প্রথম পাতার পর

দিশায় মাদক প্রতিরোধের বিরুদ্ধে কাজ করছে। পুলিশ সহ বিভিন্ন এজেন্সিগুলি প্রতিনিয়ত মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান জারি রেখেছে। প্রচুর পরিমাণে ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। এই বাজেয়াপ্তের পরিমাণ কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এনডিপিএস আইনের আওতায় ড্রাগসের সঙ্গে যুক্ত প্রচুর ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের সাজা হচ্ছে।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য ড্রাগস সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের এনিয়ে আরো সতর্ক ও সচেতন হতে হবে। প্রয়োজনে ক্লাশে অন্তত ১০ মিনিট ড্রাগসের ভয়াবহতা সম্পর্কে কথা বলতে হবে। আর অভিভাবকদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের চালচলন সম্পর্কে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। এই মাদকের কারণে আমাদের কয়েক প্রজন্মের ভবিষ্যত নষ্ট হয়েছে। এতে মানব সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। তাই সব জায়গায় মাদক সম্পর্কে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়াও রাজ্যে থ্যালাসেমিয়া, টিউবারকোলসিস, এইচআইভি/ এইডস সম্পর্কিত বিষয়ে আরো সচেতন হওয়ার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আরো বলেন, আমি পুলিশ সহ বিভিন্ন এজেন্সিকে বলেছি যে এই ড্রাগস ব্যবসায় কারা কারা জড়িত তাদের যাতে কোন অবস্থায় ছাড় দেওয়া না হয়। কারণ এরা নিজেকে ধ্বংস করছে, সমাজকে ধ্বংস করছে এবং রাজ্যকে ধ্বংস করছে। আর সমাজের অনেক ভব্যসভ্য, বিশিষ্ট ব্যক্তি যাদের বিভিন্ন জায়গায় অবাধ বিচরণ রয়েছে এরাও কিন্তু এসবে যুক্ত রয়েছে। কিন্তু একবার আইনের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়লে তখন কেউ বাঁচাতে পারবে না এদের। কারণ প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশনায় জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে ড্রাগসের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে।

এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাল্যবিবাহ আমাদের জন্য আরো একটা উদ্বেগের বিষয়। তাই বাল্যবিবাহ রোধ করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বাল্যবিবাহ রোধ করতে প্রতিবাদ করে এগিয়ে আসায় আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা মেয়ে দেশের রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার পেয়েছে। কাজেই তার থেকে অন্যান্যদেরও অনুপ্রাণিত হতে হবে। এছাড়া বাল্যবিবাহ রোধে সরকার চিন্তাভাবনা করছে যাতে সামাজিক বিয়ের আগে রেজিস্ট্রি বিয়ে করানো যায়। এতে বিয়ের জন্য মেয়েদের বয়স ১৮ এবং ছেলেদের বয়স ২১ পূর্ণ হতে হবে। এরজন্য বার্থ সার্টিফিকেট অবশ্যই আবশ্যিক করা হবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিত শীল, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটসের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিংহ, প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, পুলিশ সুপার ড. কিরণ কুমার কে সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

প্রতিরক্ষা সচিবের এভারেস্ট ও কিলিমাঞ্জারো পর্বত অভিযান দলের সম্মাননা জ্ঞাপন

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং আজ দক্ষিণ ব্লকে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে মাউন্ট এভারেস্ট এবং মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো পর্বত আরোহণ অভিযান দলগুলিকে ফ্ল্যাগ-ইন করেন। এই অভিযানগুলি ভারতের পর্বত আরোহণ বিষয়ক শ্রেষ্ঠত্ব এবং অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদর্শনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী-স্থিত নেহেরু ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং-এর গৌরবময় ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মাউন্ট এভারেস্ট অভিযানটি পরিচালিত হয়। এটি হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ এবং জওহর ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড উইন্টার স্পোর্টস, পহেলগাঁও, জম্মু ও কাশ্মীর-এর সহযোগিতায় আয়োজিত হয়েছিল।

এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন এনআইএম-এর অধ্যক্ষ কর্নেল অংশুমান ভাদোরিয়া। দলের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন কর্নেল হেম চন্দ্র সিং (উপ-নেতা) এবং তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক রাকেশ সিং রানা, সুব বাহাদুর পাহান, হাভ রাজেন্দ্র মুখিয়া, এনকে থুপস্টান সেওয়াং এবং পাসং তেনজিং শেরপা।

দলটি খুম্বু উপত্যকা দিয়ে আরোহণ করে এবং ২০২৫ সালের ২৩শে মে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করে। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল প্রশিক্ষকদের এভারেস্টের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করা, যাতে তারা ভবিষ্যতের পর্বতারোহীদের অনুপ্রাণিত ও প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।

আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো অভিযানটি এইচএমআই দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল এবং এটি একটি বিশেষ দলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যেখানে ৯১ হাঁটুর উপরে অঙ্গচ্ছেদযুক্ত একজন দিব্যাঙ্গজন সদস্য শ্রী উদয় কুমারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন এইচএমআই, দার্জিলিং-এর অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন জয় কিষাণ। দলের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন ক্যাপ্টেন শ্রুতি, সুব মহেন্দ্র কুমার যাদব, পাবেল শর্মা এবং মিস সুলক্ষণা তামাং।

২০২৪ সালের ৮ই আগস্ট, অভিযান দলটি মাউন্ট কিলিমাঞ্জারোর চূড়ায় সবচেয়ে বড় জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করে একটি বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করে। পরবর্তীতে, দলটি তানজানিয়ার দার এস সালামের কাছে ভারত মহাসাগরে ৩৫ ফুট গভীরে জলের নিচে জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করে। এরপর আফ্রিকান মহাদেশে প্রথমবারের মতো একটি দিব্যাঙ্গজন দল দ্বারা ট্যান্ডেম স্কাইডাইভ সম্পন্ন করা হয়। এই অভিযানটি স্থল, জল এবং আকাশ - এই তিনটি ক্ষেত্রেই নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে, যা প্রমাণ করে যে কোনও বাধাই নাগালের বাইরে নয়।

প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং তাঁর বক্তব্যে উভয় দলের অদম্য চেতনা, দৃঢ় সংকল্প এবং সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই অভিযানগুলি কেবল শৃঙ্গ জয় করার জন্য নয়, বরং ভারতের পর্বত আরোহণ বিষয়ক শ্রেষ্ঠত্ব এবং অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদর্শনের জন্যও ছিল। তিনি আরও বলেন, মাউন্ট এভারেস্ট এবং মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো সফলভাবে জয় করার মাধ্যমে এই দলগুলি সারা দেশ এবং বিশ্বের তরুণ পর্বতারোহীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে।

রাজেশ কুমার সিং যোগ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সর্বদা যুবকদের ক্ষমতায়ন, আত্মনির্ভরতা এবং অ্যাডভেঞ্চারকে একটি শক্তিশালী, স্থিতিশীল এবং নির্ভীক ভারত গঠনের উৎস হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের চারটি পর্বত আরোহণ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান - এইচএমআই, এনআইএম, জেআইএম অ্যান্ড ডব্লিউএস এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস- কে এই দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

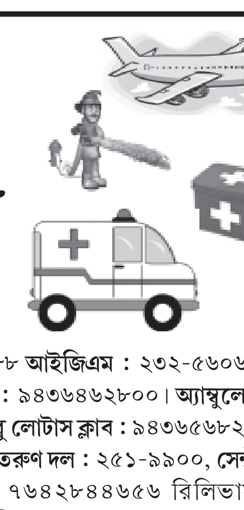

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিকিমের সরকারি আধিকারিকদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গ্যাংটক, ১৭ জুলাই : ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের অংশ হিসেবে, সিকিম সরকারের বিভিন্ন বিভাগের চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার এবং ডেপুটি সিআইএসও-দের জন্য গত ১৪ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে গ্যাংটকে একটি রাজ্যভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই একদিনব্যাপী সচেতনতামূলক কর্মশালাটি ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীনস্থ ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স ডিভিশন এবং সিকিম সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ যৌথভাবে আয়োজন করে। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব শ্রী তেনজিং টি. কালেয়ন সাইবার নিরাপত্তা হুমকির বিবর্তনশীল প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরেন। তিনি বিভাগীয় ডিজিটাল পরিকাঠামো সুরক্ষায় সিআইএসও-দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেন এবং একটি সুরক্ষিত ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম-এর বিশেষজ্ঞরা এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বিভাগীয় সিআইএসও এবং ডেপুটি সিআইএসও-দের সাইবার নিরাপত্তার দায়িত্ব এবং প্রতিক্রিয়া কৌশল সম্পর্কে বোঝাপড়া আরও শক্তিশালী করার জন্য সেশনগুলি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল।

এই কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য হল সচেতনতা বৃদ্ধি করা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো এবং বিভাগগুলিকে সাইবার স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে ও তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা। এটি "সাইবার সুরক্ষিত ভারত" উদ্যোগ এবং "ডিজিটাল ইন্ডিয়া" মিশনের বৃহত্তর লক্ষ্যের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা সুরক্ষিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে পরিষেবার সমন্বিত বিতরণকে উৎসাহিত করে।

টানা অষ্টমবারের মতো ইন্দোর ভারতের পরিচ্ছন্নতম শহরের খেতাব অর্জন করলো

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই : ইন্দোর ভারত সরকারের বার্ষিক স্বচ্ছতা সমীক্ষায় আবারও ভারতের পরিচ্ছন্নতম শহরের খেতাব অর্জন করেছে, যা শহরটির জন্য টানা অষ্টম বিজয়। এই তালিকায় সুরাট দ্বিতীয় এবং নভি মুম্বাই তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু "স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৪-২৫" পুরস্কার ঘোষণার সময় ইন্দোরকে 'সুপার স্বচ্ছ লীগ সিটিস'-এর মধ্যে পরিচ্ছন্নতম শহর হিসেবে ঘোষণা করেন। এক মিলিয়ন বা তার বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরের বিভাগেও ইন্দোর পরিচ্ছন্নতম শহরের মর্যাদা লাভ করেছে, যার পরে সুরাট, নভি মুম্বাই এবং বিজয়ওয়াড়া স্থান পেয়েছে।

"সুপার লীগ" এই বছর ক্যাটাগরি একটি নতুন সংযোজন। এর আগের সংস্করণে, যা ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ঘোষণা করা হয়েছিল, ইন্দোর টানা সপ্তমবারের মতো দেশের পরিচ্ছন্নতম শহর হিসেবে উঠে এসেছিল। সুরাট সেই সময়ে যৌথভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে তার অতীতের প্লেগ-আক্রান্ত শহরের দুর্নাম ঘুচিয়েছিল।

এই বছর, তিন থেকে দশ লাখ জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরের মধ্যে নয়ডা, ৫০,০০০ থেকে তিন লাখ জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরের মধ্যে নয়া দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল, ২০,০০০ থেকে ৫০,০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরের মধ্যে মহারাষ্ট্রের ভিটা, এবং ২০,০০০ এর কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরের মধ্যে পাঁচগনি পরিচ্ছন্নতম শহরের খেতাব অর্জন করেছে।

কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক এর "স্বচ্ছ ভারত মিশন-শহর" কর্মসূচির অধীনে ২০১৬ সাল থেকে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি বার্ষিকভাবে আয়োজিত হয়ে আসছে। এটি সরকার কর্তৃক বিশ্বের বৃহত্তম শহুরে স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিচ্ছন্নতা সমীক্ষা হিসাবে প্রচার করা হয়। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এবারের পুরস্কারে ৪,৫০০টি শহরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে ২০১৬ সালের সমীক্ষায় মাত্র ৭৩টি শহুরে স্থানীয় সংস্থাকে কভার করা হয়েছিল।

একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৩,০০০ এরও বেশি মূল্যায়নকারী ৪৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে সারা দেশের প্রতিটি ওয়ার্ডে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেছেন। 'অন্তর্ভুক্তি এবং স্বচ্ছতার প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি নিয়ে, এই উদ্যোগটি ১১ লাখেরও বেশি পরিবারের মূল্যায়নকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা জাতীয় পর্যায়ে শহুরে জীবনযাপন এবং স্বাস্থ্যবিধি বোঝার জন্য একটি ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী পদ্ধতির প্রতিফলন,' বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। পুরস্কারগুলি ১০টি সুনির্দিষ্ট পরামিতি এবং ৫৪টি সূচকের উপর ভিত্তি করে ছিল, যা শহরগুলিতে স্বাস্থ্যবিধি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরে। এছাড়াও, ১৪ কোটি মানুষের সরাসরি যোগাযোগ, স্বচ্ছতা অ্যাপ, মাইগভ এবং সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জনসাধারণের অংশগ্রহণও এই পুরস্কারগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

"সুপার লীগ" ক্যাটাগরি হলো একটি নতুন ধারণা, যা ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার প্রথম চালু করেছিলেন। এই নতুন অভিজাত র‍্যাঙ্কিং ব্যবস্থাটি নিয়মিতভাবে শীর্ষ-পারফর্মকারী শহরগুলির জন্য পুরস্কারের একটি উপাদান হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে। এই বিভাগে এমন শহরগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা গত তিন বছরে অন্তত একবার শীর্ষ তিনে স্থান পেয়েছে এবং বর্তমান বছরে তাদের নিজ নিজ জনসংখ্যা বিভাগে শীর্ষ ২০ু এর মধ্যে রয়েছে। বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠানে খাট্টার, তার জুনিয়র সহকর্মী এমওএস তোখান সাহু এবং মহুয়া সচিব শ্রীনিবাস কে সহ মোট ৭৮টি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

মিজোরাম থেকে প্রায় ৩,০০০ মিয়ানমার শরণার্থী নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন

আইজল, ১৭ জুলাই : মিয়ানমার থেকে সম্প্রতি মিজোরামে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ৩,০০০ শরণার্থী তাদের নিজ গ্রামে ফিরে গেছেন। বৃহস্পতিবার এক উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত সপ্তাহে চিন ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স এবং চিনল্যান্ড ডিফেন্স ফোর্স নামের চিন বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো চিন ন্যাশনাল আর্মির সমর্থনে সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত হয়। এই সংঘাতের জেরে মিয়ানমার থেকে ৪,৫০০ জনেরও বেশি শরণার্থী মিজোরামে প্রবেশ করে এবং চাম্ফাই জেলার জোখাওথার, সাইখুম্ফাই এবং ভাইফাই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে আশ্রয় নেয়। এই শরণার্থীরা মূলত মিয়ানমারের চিন রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দা।পুলিশের ঊর্ধতন কর্মকর্তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বুধবার পর্যন্ত জোখাওথার গ্রামে আশ্রয় নেওয়া ২,৯২৩ জন এবং ভাফাইয়ের আরও ৩৯ জন মিয়ানমার শরণার্থী তাদের দেশে ফিরে গেছেন। তিনি জানান, গত ৭ই জুলাই থেকে এই প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং ১২ই জুলাই যুদ্ধরত চিন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের পর এটি আরও গতি লাভ করে।

আবারো বিদ্যালয়ে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৭ জুলাই: আবার স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটেছে দুরাইছড়া শিববাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।বুধবার রাতে কমলপুর থানার অন্তর্গত দুরাইছড়া শিববাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে হানা দিয়ে ২টি বৈদ্যুতিক পাখা এবং ১টি মিড ডে মিলের বড় গামলা চোরেরা চুরি করে নিয়ে যায়।

আজ সকালে দিদিমনিরা ওই স্কুলের প্রাইমারি সেকশনে ক্লাস করতে গিয়ে এবং মিড ডে মিলের দরজা খুলে দেখেন চুরির ঘটনা। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা চুরির ঘটনা কমলপুর থানায় জানায়। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত করে যায়। এর আগে অর্থাৎ দুই বছর আগে দুরাইছড়া শিব বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। ওই সময় চোরেরা স্কুলের কম্পিউটার, জলের পাইপ ভেঙ্গে নিয়ে যায়।

গুরু পূর্ণিমা ও গুরু সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় খোয়াই নতুন টাউন হলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: গুরু পূর্ণিমা ও গুরু সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় খোয়াই নতুন টাউন হলে। বৃহস্পতিবার দুপুর একটা নাগাদ খোয়াই পুর পরিষদ এবং কালচারাল সেলের সহযোগিতায় আয়োজিত হয় গুরু পূর্ণিমা ও গুরু সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, খোয়াই পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিবাস কান্তি সাহা, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিনয় দেববর্মা, খোয়াই জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সত্যেন্দ্র দাস, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তথা কাউন্সিলর পীযূষ কান্তি চৌধুরী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের খোয়াই জেলার বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারীক দিলীপ দেববর্মা সহ বিশিষ্ট গুরুজনেরা। অনুষ্ঠানে অতিথিবর্গরা গুরুদের উত্তরীয় এবং মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা করেন।

আগামী ১০ আগস্ট প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাবের কার্যকরী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: আগামী ১০ আগস্ট প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাবের কার্যকরী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১০ই আগস্ট ২০২৫ রবিবার প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাবের কার্যকরী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত নির্বাচনে সমস্ত ক্লাব সদস্যরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বলে এবং সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে গোপন ভোটের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি গঠনে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে। সেই লক্ষ্যেই ক্লাবের পক্ষ থেকে নিয়োজিত রিটার্নিং অফিসার নেপাল চন্দ্র দেব এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার সজল ভট্টাচার্য্য এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য খোয়াই জেলার অন্যতম ক্লাব গুলোর মধ্যে প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাব অত্যন্ত সুনামের সহিত দীর্ঘ বছর যাবৎ সমাজের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে।

সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা সুরমা মন্ডলের উদ্যোগে এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: বৃহস্পতিবার সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা সুরমা মন্ডলের উদ্যোগে মরাছড়া কমিউনিটি হলে এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সুরমা মন্ডলের উদ্যোগে এদিন এক দিবসীয় কর্মশালার উদ্বোধন করেন সুরমা বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল। তাছাড়া কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সহ মহিলা মন্ডল সভানেত্রী সত্যাবতী দাস, মহিলা নেত্রী ঝর্না চক্রবর্তী, নেত্রী বিনা বিশ্বাস, সুরমা মন্ডল সভাপতি সঞ্জীব আহির, সুরমা প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি সন্তোষ কুমার দাস, ধলাই জেলার জেলা পরিষদে সহ সভাধিপতি অনাদি সরকার, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি সুনীল চন্দ্র দাস প্রমুখ।

মহিলা মোর্চার এক দিবসীয় কর্মশালায় সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে রেকর্ড সংখ্যক মহিলা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার পর বিকালে একটি বিশাল মহিলা মোর্চার মিছিল কমিউনিটি হল থেকে বের হয়ে মরাছড়া বাজার এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় কমিউনিটি হলের সামনে সমাপ্ত হয়।

কর্মশালায় সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল বলেন, ২০১৪ ইং সাল থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বায়িত্ব নেওয়ার পর মহিলা মোর্চার শক্তিকে বৃদ্ধি করেছে। মাতৃ শক্তিকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে আসলে দেশ শক্তিশালী হবে সেই চিন্তা ভাবনা করেন। তিনি মহিলাদের দেশের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার কাজে লাগান। মহিলারা যাতে স্বনির্ভর হতে পারে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহন করেন। তাছাড়া কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন উপস্থিত অতিথিরা।

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রীর সাথে রাজ্যপালের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু আজ সকালে নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ এবং হাইওয়ে মন্ত্রকের মন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন রাজ্যপাল।

আলাস্কার উপকূলে ৭.৩ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প, সুনামি সতর্কতা জারি

আলাস্কা, ১৭ জুলাই : আলাস্কার উপকূলে বুধবার স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৩৭ মিনিটে ৭.৩ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, এই ভূমিকম্পের ফলে আলাস্কার দক্ষিণাঞ্চল ও আলাস্কা উপদ্বীপে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল স্যান্ড পয়েন্ট নামক দ্বীপ শহরের দক্ষিণে প্রায় ৮৭ কিলোমিটার (৫৪ মাইল) দূরে এবং মাত্র ২০.১ কিলোমিটার গভীরে। যা তুলনামূলকভাবে অগভীর এবং ভূ-পৃষ্ঠে বেশি প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

ভূমিকম্পের পর যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র (এনটিডব্লিউসি) একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, একটি সুনামি নিশ্চিত করা হয়েছে এবং কিছু প্রভাব প্রত্যাশিত। সতর্কতা মূলত দক্ষিণ আলাস্কা এবং আলাস্কা উপদ্বীপের জন্য প্রযোজ্য, বিশেষ করে কেনেডি এন্ট্রান্স (হোমারের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৪০ মাইল) থেকে ইউনিম্যাক পাস (উনালাস্কার উত্তর-পূর্বে ৮০ মাইল) পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চল। তবে কেন্দ্রটি জানিয়েছে, প্রাথমিক তথ্য অনুসারে আলাস্কার বাইরে অন্য কোনো অঞ্চলে এই সুনামির প্রভাব পড়ার আশঙ্কা নেই।

আলাস্কা প্রশান্ত মহাসাগরীয় 'রিং অব ফায়ার' নামক ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত। সেখানে প্রায়ই ভূকম্পন অনুভূত হয়। এর আগে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে আলাস্কায় ৯.২ মাত্রার একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়, যা উত্তর আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প হিসেবে রেকর্ডকৃত। সেই ভূমিকম্পে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পাশাপাশি সুনামিও হয়েছিল। যাতে ২৫০ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন।

সাম্প্রতিক সময়ে, ২০২৩ সালের জুলাই মাসেও আলাস্কা উপদ্বীপের উপকূলে ৭.২ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। তবে সে সময় উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদে থাকতে ও সরকারি নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

খেরেংবার সিএসসিতে পঞ্চকর্ম ইউনিট এর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭জুলাই : আজ খুমুলুঙস্থিত খেরেংবার সিএসসিতে আয়ুর্বেদিক বিভাগের মধ্য দিয়ে 'পঞ্চকর্ম ইউনিট' এর উদ্বোধন করা হয়। ফিটাকেটে উদ্বোধন করেন স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই, বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, এমডিসি গনেশ দেববর্মা, পশ্চিম জোন্যালের চেয়ারম্যান বিশুরাই দেববর্মা, মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক রাবাল হেমন্দ্র কুমার, অতিরিক্ত মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক মুসলিম উদ্দিন আহমেদ, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান আধিকারিক ড. পার্থ দেববর্মা। আয়ুষ বিভাগের সাখা আধিকারিক ড. সুরত দেব, আয়ুর্বেদিক বিভাগের শাখা আধিকারিক ড অলক দেববর্মা প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ রাখেন ড. রতিরঞ্জন দেববর্মা মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট ইনর্চাজ।

উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়াবলেন এই পঞ্চকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে এলাকার জনসাধারণ বিভিন্ন ধরণের রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া মূল্যবান পদক্ষেপ হিসেবে গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বিভিন্ন রোগে ভুক্তভোগী রোগীদের এই পঞ্চকর্ম চিকিৎসার সুযোগ নেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরো উল্লেখ করেন এই পঞ্চকর্ম চিকিৎসা আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত থাকা ব্যবস্থার পুনরায় প্রচলন করতে পারায় সকলের সুবিধার্থে প্রযোজ্য হবে বলে আশাব্যক্ত করেন।

স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই খেরেংবার সিএসসিতে এই পঞ্চকর্ম ইউনিট এর মধ্য দিয়ে দুস্থ রোগীদের জন্যে সুস্থ করে তোলার সুযোগ করতে পারায় খুবই আনন্দিত বলে তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন। তিনি এই পঞ্চকর্ম ইউনিটের চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণে সকল অংশে প্রতি আহবান জানান।

বিধায়ক দলের বিভিন্ন হোস্টেল পরিদর্শন অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই : রাজ্যের তফসিলি জাতি, ওবিসি এবং মাইনোরিটিদের জন্য, বিভিন্ন বিদ্যালয়েগুলিতে যে হোস্টেল রয়েছে, সেগুলির সুবিধা অসুবিধা বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে, রাজ্য বিধানসভার পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল, আজ খোয়াই জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলি পরিদর্শন করেন।

বিধায়ক রঞ্জিত দাস এর নেতৃত্বে পাঁচজনের এই প্রতিনিধি দলটি আজ প্রথমে, তেলিয়ামুড়া বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এবং পেলে আমার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হোস্টেল পরিদর্শন করেন। হোস্টেলগুলি পরিদর্শন শেষে বিধায়ক রঞ্জিত দাস সাংবাদিকদের জানান, হোস্টেলগুলির পরিষেবা অনেকটাই ভালো। কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে বিধানসভায় সংশ্লিষ্ট কমিটিকে অবগত করা হবে বলে জানান।

বিধায়ক শ্রী দাস আরো বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের তফসিলে জাতি ওবিসি এবং মাইনরিটিদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করছে সেগুলির সঠিক রুপায়ন হচ্ছে কিনা সেটি দেখাই এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যেই রাজ্যের অনেকগুলি জেলা তারা সফর করেছে। আজ হোয়াইজেলারপুর আগামীকাল সদর এবং সিপাহী জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের হোস্টেল গুলি তার পরিদর্শন করবেন।

খোয়াই জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সাধারণ মানুষের চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে খোয়াই জেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটার এলাকায় জনসাধারণের চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিধিনিষেধ আগামী ২৩ জুলাই, ২০২৫ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে পরদিন ভোর ৫টা পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর হবে।

বি.এন.এস.এস.-এর ২০২৩-এর ১৬৩ নং ধারা অনুযায়ী খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ এক বিজ্ঞপ্তিতে এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত সামরিক, আধাসামরিক বাহিনী, রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ, জেলা পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক প্রদত্ত বৈধ অনুমতিপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরি কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মীগণ এবং অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন এমন ব্যক্তিগণ এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বি.এন.এস.এস.-এর ২০২৩-এর ১৬৩ নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কসবেশ্বরী সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে ব্রাহ্মণ সম্মাননা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: কসবেশ্বরী সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে ব্রাহ্মণ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমলা সাগর কসবেশ্বরী কালী মন্দির চত্বরে কমলাসাগর বিধানসভার ১০০ পুরোহিতদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। উক্ত আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প উন্নয়ন চেয়ারম্যান নবদল বণিক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কসবেশ্বরী সামাজিক সংস্থার কর্ণধার সুবীর চৌধুরী, দুলাল সরকার, প্রদীপ দেবনাথ, পার্থ সরকার সহ সংস্থার অন্যান সদস্যরা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে নবদল বণিক বলেন, কমলাসাগর বাসীর সার্বিক মঙ্গলার্থে মানুষের স্বার্থে মানুষের কল্যাণে পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে কসবেশ্বরী সামাজিক সংস্থা এগিয়ে চলছে। প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আছে এই সংস্থা। কন্যা দান গ্রস্থ অসহায় পিতাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, পুজো বা ঈদ উৎসবে মায়েদের হাতে উপহার তুলে দিয়েছে এই সংস্থা।কসেশ্বরী সংস্থার এই উদ্যোগ দেখে নাবাদুল বণিক বলেন আমি অত্যন্ত আশাবাদী ও নিশ্চিত এই সংস্থা আগামীদিনে কমলাসাগর বিধানসভার মানুষের স্বার্থে মানুষের কল্যাণহীতে আরও জোরদার কদমে এগিয়ে যাবে। এই ধরনের উদ্যোগের জন্য সংস্থার প্রত্যেকটা মেম্বারকে সাধুবাদ জানান এবং এই সংস্থার শ্রী বৃদ্ধি বৃদ্ধি কামনা করেন শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান।

কৈলাসহরে চাকুরীমেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ জুলাই: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে বৃহস্পতিবার চাকুরী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে চাকুরী প্রার্থীরা চাকরি মেলায় হাজির হন।

আজ উনকোটি জেলার কৈলাশহরের মডেল ক্যারিয়ার সেন্টারে এক বেসরকারি চাকুরী মেলার আয়োজন করা হয়। মেধা ফাউন্ডেশন ও ফার্স গাইডেড সল্যুশন এই দুইটি প্রাইভেট কোম্পানিতে বিভিন্ন পোস্টে, বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ও বিভিন্ন বেতন অনুসারে মোট ৪৮০ জন বেকার যুবক ও যুবতীদের চাকুরী দেওয়া হবে রাজ্যে ও বহিরাজ্যে। এই বৃষ্টির মধ্যেও অনেকেই চাকরির জন্য এসেছে।

অঙ্গন

ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের ম্যাচ আগরতলা থেকে বড় পর্দায়, শীল্ডের ম্যাচ ৭টায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নীলজ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামীকাল (শুক্রবার) প্রথম সেমিফাইনালে ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং নাইন বুলেটস পরস্পরের মুখোমুখি হবে। খেলা সন্ধ্যা ছয়টা থেকে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। ১৯ জুলাই দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কল্যাণ সমিতি এবং ব্লাড মাউথ ক্লাব পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। খেলা হবে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে নৈশালোকে। খেলা শুরু হবে সন্ধ্যা সাতটায়। উল্লেখ্য, ওইদিন কলকাতায় আয়োজিত ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের ডার্বি ম্যাচ রয়েছে। যা সেখানে শুরু হবে বিকেল পাঁচটায়। ওই ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচারের (যদিও টিকিটের মাধ্যমে, সীমিত আসন বিশিষ্ট) ব্যবস্থা করা হয়েছে আগরতলায় রূপসী সিনেমা হল-এ। প্রচুর সংখ্যক ফুটবলপ্রেমীদের বিশেষ অনুরোধে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন ১৯ জুলাইয়ের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচটি অংশগ্রহণকারী দুই দল কল্যাণ সমিতি এবং ব্লাড মাউথ ক্লাবের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাক্রমে পূর্বনির্ধারিত সূচি থেকে এক ঘন্টা পিছিয়ে সন্ধ্যা সাতটা থেকে আয়োজনের কথা ঘোষণা করেছে। আজ বিকেলে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের অফিস কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সময়সূচী পরিবর্তনের এই কথা জানানো হয়। পাশাপাশি টি এফ এর পেট্রন তথা ক্রীড়া সংগঠক রতন সাহার বিশেষ উদ্যোগে এই ডার্বি ম্যাচ দেখার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে আগ্রহী ফুটবলপ্রেমীদের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী ওইদিনের দুটো খেলাই উপভোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এবারকার রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবলের মুখ্য স্পন্সরর তথা নীলজ্যোতি ট্র্যাভেলসের কর্ণধার সঞ্জীব আচার্য্যকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতি প্রণব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরী, যুগ্ম সচিব তপন সাহা ও কৃষ্ণপদ সরকার সহ নীল জ্যোতি ট্র্যাভেলসের কর্ণধার উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য দুটো সেমিফাইনাল ম্যাচের প্রবেশ মূল্য। প্রতিটি ৩০ টাকা এবং ২২ জুলাই ফাইনাল ম্যাচের প্রবেশ মূল্য ৫০ টাকা ধার্য্য হয়েছে। তিনটি ম্যাচের ক্ষেত্রে টিকিট ক্রয়ের জন্য বীরেন্দ্র ক্লাব সংলগ্ন কাউন্টারে বেলা ১১ টা থেকে একটা পর্য্যন্ত অতিরিক্ত দুই ঘণ্টা সময় কাউন্টার খোলা থাকবে বলে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে। এছাড়া, বিকেলে চারটা থেকে পুনরায় কাউন্টার খোলা থাকবে। নীল জ্যোতি রাখালশিল্ডের চূড়ান্ত পর্য্যায়ের দুটি ম্যাচ এবং আসন্ন প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট কে আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে ডিজিটাল স্কোরবোর্ড লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আপাতত ম্যানুয়াল স্কোরবোর্ড স্থাপনের কথাও চিন্তা করা হচ্ছে।

নীলজ্যোতি রাখাল শীল্ডের সেমিফাইনালে নামার আগে শক্তি বাড়ালো কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেমি ফাইনালে মাঠে নামার আগে শক্তি বাড়ালো কল্যাণ সমিতি। ১৯ জুলাই আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কল্যাণ সমিতি খেলবে শক্তিশালী ব্লাড মাউথ ক্লাবের বিরুদ্ধে। ঐদিন সন্ধ্যা ছয়টায় শুরু হবে ম্যাচটি। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত রাখাল শিল্ড নকআউট ফুটবল আসরে। গুরুত্বপূর্ণ ওই ম্যাচে মাঠে নামার আগে দলের সঙ্গে যোগ দিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জুনিয়র দলের আক্রম ভাগের ফুটবলার ফুং হাঙ্গ সুব্বা। শিল্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে আক্রম ভাগের দুর্বলতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে।

যে ম্যাচে হাফ ডজন গোলে জয় পাওয়ার কথা ছিল সেই ম্যাচ জয় পেলো ঘাম ঝরিয়ে। আক্রমণভাগের দুর্বলতা কাটাতেই আনা হলো হাবাসকে। বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিয়েছিলেন ওই ফুটবলার টি। কোচ আবু তাহের আশাবাদী ব্লাডমাউথের বিরুদ্ধে হাবাসের জ্বলে ওঠা নিয়ে। ফুং হাঙ্গ সুব্বা মূলত সিকিমের ফুটবলার।

লর্ডসে রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরি, কঠিন সময়ে মাথা ঠান্ডা রেখে ইতিহাস রাহুলের

লর্ডসে আরও একটা সেঞ্চুরি কেএল রাহুল। সেই সঙ্গে ইতিহাসের পাতায় নাম তুললেন ভারতীয় ব্যাটার। দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে লর্ডসের ঐতিহাসিক ময়দানে দুটি সেঞ্চুরি করলেন। যে রেকর্ড আগে ছিল শুধুমাত্র দিলীপ বেঙ্গসরকরের নামে। প্রাক্তন ক্রিকেটার অবশ্য তিনটি সেঞ্চুরি করেছিলেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে ইতিহাসের পাতায় নাম তুললেন রাহুল। তারপরই অবশ্য সোয়েব বশিরের বলে আউট হন তিনি।

ইংল্যান্ডের ৩৮৭ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের রান ছিল ৩ উইকেট হারিয়ে ১৪৫। যশস্বী জয়সওয়াল, করুণ নায়ার, শুভমান গিলরা এসেছেন, গিয়েছেন। কিন্তু একটা দিক ধরে রেখেছিলেন কেএল রাহুল। ধ্রুপদী সুর বলতে যা বোঝায়, তা যেন, তাঁর ব্যাটের মাঝখান দিয়ে বেরোচ্ছিল। ঠান্ডা মাথায় বল ছেড়েছেন, আবার প্রয়োজনে কভার ড্রাইভে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়েছিলেন। বুঝেছিলেন, বেশি ঝুঁকি নিয়ে ভারতকে বিপদে ফেলার দরকার নেই।

সেটার পুরস্কার পেলেন তৃতীয় দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের পরে। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫৩ রানে অপরাজিত ছিলেন রাহুল। এদিন অবশ্য লর্ডসে একটু আগ্রাসী ভূমিকায় ব্যাট করতে শুরু করেন।

পরপর চারও মারেন। অন্যদিকে ঋষভ পন্থও হাত খোলা শুরু করেন। সব ঠিকই যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, লাঞ্চের সেশনটাও ভারতের নামেই হবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। অযথা তাড়াহুড়ো করে রান আউট হলেন ঋষভ পন্থ।

আঙুলে চোট নিয়েও যে লড়াইটা চালাচ্ছিলেন, তা থামল ৭৪ রানে। তখন কেএল রাহুল ব্যাট করছিলেন ৯৮ রানে। লাঞ্চের সময় ভারতের রান ছিল ৪ উইকেট হারিয়ে ২৪৮। মধ্যাহ্নভোজনের পর অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি রাহুলকে। জোফ্রা আর্চারের বলে শর্ট রান নিয়ে সেঞ্চুরি পূরণ করেন তিনি।

এর আগে ২০২১ সালে লর্ডসে সেঞ্চুরি করেছিলেন রাহুল। সেই ম্যাচে ১২৯ রান করেছিলেন তিনি। ভারত সেই ম্যাচ জিতেও ছিল। এবার ফের লর্ডসে সেঞ্চুরি রাহুলের। কিন্তু তারপরই ১০০ রানের মাথায় সোয়েব বশিরের বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে আউট হলেন তিনি। ভারতের রান ৫ উইকেট হারিয়ে ২৫৫। এখনও পিছিয়ে আছে ১৩৩ রানে।

ভিড় সামলানো যাবে না জানত পুলিশ, তবু অনুমতি দেওয়া হয়, বেঙ্গালুরুর পদপিষ্টকাণ্ডে নতুন রিপোর্ট প্রকাশ্যে

বেঙ্গালুরুর পদপিষ্টকাণ্ডে কর্নাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা (কেএসসিএ), রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) এবং বেঙ্গালুরু পুলিশকে সরাসরি দায়ী করা হল। বিচারবিভাগীয় কমিশনের তরফে এমন রিপোর্টই জমা পড়েছে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার কাছে।

সূত্রের খবর, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জন মাইকেল ডি'কুনহার তদন্ত কমিশন খুঁজে পেয়েছে যে, ভিড় সামলানো যাবে না জেনেও এই অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সব পক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং কর্তব্যে গাফিলতি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।

ডি'কুনহা কমিশনকে এক মাস সময় দেওয়া হয়েছিল এই ঘটনার তদন্ত করার জন্য। তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, একাধিক লোকের বক্তব্য শোনেন এবং সাক্ষী, পুলিশ অফিসার, কেএসসিএ কর্তা এবং সরকারি প্রতিনিধিদের বয়ান রেকর্ড করেন। প্যানেল জানিয়েছে, নিরাপত্তার যথেষ্ট অভাব ছিল। স্টেডিয়ামের ভেতরে মাত্র ৭৯ জন পুলিশ ছিলেন। বাইরে কেউ ছিলেন না। আশেপাশে ছিল না কোনও অ্যাম্বুল্যান্স।

পুলিশকর্তারাও সময় মতো কাজ শুরু করেননি। পুলিশের যুগ্ম কমিশনার ঘটনাস্থলে আসেন বিকেল ৪টেয়, যেখানে দুপুর ৩.৩০টেতেই ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ কমিশনারকে বিকেল ৫.৩০-এর আগে ঘটনার ব্যাপারে জানানোই হয়নি।

শুক্রবার সিদ্দারামাইয়ার কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। ১৭ জুলাই সেটি রাজ্য মন্ত্রিসভায় জমা দেওয়া হবে। তদন্তে আর কী উঠে এসেছে তা অবশ্য জানানো হয়নি।

ইংল্যান্ডের পিচের সমালোচনায় স্টার্ক!

ইংল্যান্ডের পিচ দেখে ধোঁকা খেয়ে গিয়েছিলেন আকাশদীপ। ভারতীয় পেসার ভেবেছিলেন সবুজ উইকেট দেখতে পাবেন। কিন্তু সিরিজের প্রথম তিন টেস্টে যে পিচে খেলা হয়েছে তাতে বোলারদের জন্য কিছু নেই। ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের পিচের সমালোচনা করেছেন মিচেল স্টার্ক। ইংল্যান্ডের পিচকে পাকা রাস্তার সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। এই পিচে তিনি শুভমন গিলকে বল করতেন না বলে জানিয়েছেন।

প্রথম দুই টেস্টেই ৫৮৭ রান করেছেন শুভমন। তার মধ্যে একটা দ্বিশতরান ও দুটো শতরান রয়েছে। এজবাস্টনে এক টেস্টেই ৪৩০ রান করেছেন ভারত অধিনায়ক। ইংল্যান্ডের পিচে তাঁকে বল করা কতটা কঠিন তা জানিয়েছেন স্টার্ক। একটা পডকাস্টে তিনি বলেন, "ইংল্যান্ডের এই পাকা রাস্তার মতো উইকেটে আমি শুভমনকে বল করতাম না। অবশ্য আমি খুব বেশি খেলা দেখিনি। তবে যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে, এই উইকেটে ওকে বল করা বোকার মতো কাজ।"

ইংল্যান্ডের উইকেটকে উপমহাদেশের উইকেটের সঙ্গে তুলনা করেছেন স্টার্ক। তিনি বলেন, "ইংল্যান্ডের উইকেটে ঘাস নেই, ভাবতেই পারছি না। সব জায়গায় আলোচনা শুনছি। এই উইকেট অনেকটা উপমহাদেশের মতো। বোলারদের কাছে নরক। এই উইকেটে হয়তো কোনও বাচ্চা ছেলে বল করতে চাইবে।"

নভেম্বরে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া অ্যাশেজ সিরিজ। তার আগে কি ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট দেখছেন অসি ক্রিকেটারেরা? স্টার্ক জানিয়েছেন, তিনি খুব একটা না দেখলেও তিন ক্রিকেটার রয়েছেন যাঁরা ইংল্যান্ডের খেলার দিকে নজর রাখছেন। স্টার্ক বলেন, "মার্নাশ, ক্যারে ও স্মিথ প্রতি দিন কফি খেতে খেতে খেলা দেখছে। ওরা নজর রাখছে।"

ভারতের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডও প্রতি ইনিংসে বড় রান করছে। সেটা কি অস্ট্রেলিয়ার কাছে চিন্তার কারণ? তেমনটা মনে করেন না স্টার্কের স্ত্রী তথা অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেটার অ্যালিসা হিলি। তিনিও ওই পডকাস্টে ছিলেন। হিলি বলেন, "এ বার তো অ্যাশেজ অস্ট্রেলিয়ায়। ইংল্যান্ড তো আর নিজেদের দেশের উইকেটে খেলবে না। ওদের এখানে এসে খেলতে হবে। তাই আমার মনে হয় না অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার কোনও সমস্যা হবে।"

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরে নতুন অধিকর্তা এল. ডার্লং

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নতুন অধিকর্তা পাচ্ছে রাজ্য যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তর। একাধিকবার এক্সটেনশনের পর এবার অবশ্যই অবসরে যাচ্ছেন এতদিনের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ। দীর্ঘ সময় রাজ্য যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা পদের দায়িত্ব পালন করে রাজ্য ক্রীড়ার মান উন্নয়ন এবং প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্য্যকরী ভূমিকা রেখেছেন। এবার রাজ্যপালের আদেশক্রমে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরার অবর সচিব জয় দত্ত স্বাক্ষরিত এক নোটিফিকেশনে নম্বর এবং. ২(৮)-জিএ(পি এন্ড টি)/ ২০১৬-পার্ট সেহামূলে ঊনকোটি জেলার এডিএম এন্ড কালেক্টর টিসিএস এসএসজি লালনেইথোয়ামা ডার্লং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তার পদে বদলি হয়ে আসছেন বলে জানানো হয়েছে। সাধারণ প্রশাসন (পার্সোনেল এন্ড ট্রেনিং) দপ্তর থেকে ঘোষিত নোটিফিকেশন অনুযায়ী যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর অধিকর্তা হিসেবে নতুন ব্যক্তিত্বকে পাচ্ছে।

প্রয়াত ক্রিকেট সংগঠক ত্রিদীপ পোদ্দার, শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মারা গেলেন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার আজীবন সদস্য ত্রিদীপ পোদ্দার। মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিল একাত্তর বছর। কিডনি জনিত সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছিলেন তিনি। অবশেষে বুধবার ভোর রাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি। বাড়ি গান্ধী ঘাট। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ছেলে ,ছেলের বউ ও নাতি রেখে গেছেন। ক্রিকেটপ্রেমী ছিলেন এই ত্রিদীপ পোদ্দার। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে গভীর শোক জানানো হয়েছে। সংস্থার সচিব সুব্রত দে শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

ক্রিকেট: জেসিসি-কে নেতৃত্বে দেবে মাহিন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জে সি সি-কে নেতৃত্ব দেবে মাহিন চৌধুরী। অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেটে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার উদ্যোগে প্রথমবারের মতো এবার থেকে শুরু হতে চলেছে অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। শুক্রবার থেকে আসর শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টির জন্য আপাতত আসর কিছুটা পিছিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত নিলো রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আসরের ক্রীড়া সূচি ঘোষিত হবে বলে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা সূত্রে জানা গেছে। এদিকে টি সি এ সূত্রে খবর, প্রথম বর্ষ আসরে অংশ নিয়েছে ১৪ টি দল। এই আসরে খেলবে জে সি সি। আসরের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা করা হয়েছে। কোচ রাজীব সাহা প্রথম বর্ষ আসরে সাফল্য পাওয়া নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। এম বি বি স্টেডিয়ামে চলছে দলের অনুশীলন। বৃহস্পতিবার বৃষ্টিতে অনুশীলন সম্ভব হয়নি। জে সি সি - র জার্সি গায়ে দিয়ে এবছর খেলবে মাহিন চৌধুরী (অধিনায়ক), অন্তরীপ সাহা, শ্রীমন দেবনাথ, আফতাব চৌধুরী, পৃথ্বীরাজ গোপ, ওমকার মল্লিক, শুভজিৎ দাস, তপন ঘোষ, সৌরভ দেবনাথ, ইস্তা দেবনাথ, দীপাঞ্জন দাস, রিন্টু দেবনাথ, শুভজিৎ দাস, আজারুদ্দিন আহমেদ, আয়ুষ সরকার, কৃষ্ণ দাস, শানিথ সাহা এবং সাগর দেবনাথ। কোচ: রাজীব সাহা।

সর্বভারতীয় ফেডারেশনের অনুমোদন পেলো ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সর্বভারতীয় বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদন পেলো ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশন। এবার সরকারিভাবে অর্থাৎ কাগজে কলমে ১৬ জুলাই, ২০২৫ বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ইন্টারিম কমিটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এন্ড মেম্বার অরুণ মালিকের স্বাক্ষরিত বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সদর কার্য্যালয় গুরুগ্রাম থেকে প্রশংসাপত্র এসেছে ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশনের দপ্তরে।

কাগজে কলমে ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশন এখন থেকে বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সমস্ত কার্য্যক্রমে অংশগ্রহণ করা থেকে শুরু করে একেবারে ভেটো প্রদান পর্য্যন্ত সবকিছুতেই প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। সভাপতি অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক এবং সেক্রেটারি জেনারেল সমীর সাহার তত্ত্বাবধানে ২১ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য কমিটি এখন থেকে পুরোপুরি অনুমোদনপ্রাপ্ত হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা বক্সিং এসোসিয়েশনের এই স্বীকৃতি তথা অনুমোদন পাওয়ার পেছনে ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল, রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, বিশেষ করে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজরি বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা অন্যতম ক্রীড়া সংগঠক রতন সাহার ভূমিকা এবং অবদান অনস্বীকার্য্য। ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সভাপতি অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক এবং সেক্রেটারি জেনারেল সমীর সাহা এক বিবৃতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন। পাশাপাশি যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।

ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টে সম্মানিত পুজারা, লর্ডসের ঘণ্টা বাজিয়ে শুরু করালেন তৃতীয় দিনের খেলা

ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন সম্মানিত হলেন চেতেশ্বর পুজারা। দিনের খেলা শুরুর ৫ মিনিট আগে রীতি অনুযায়ী লর্ডসের ঘণ্টা বাজালেন। টেস্ট শুরুর প্রথম দিন ঘণ্টা বাজিয়ে ছিলেন সচিন তেন্ডুলকর। তিনিও এ দিন এসেছিলেন খেলা দেখতে।

লর্ডসে টেস্ট ম্যাচে দিনের খেলা শুরুর ৫ মিনিট আগে বাজানো হয় ঘণ্টা। স্টেডিয়ামে উপস্থিত সকলকে খেলা শুরুর বার্তা দিতে এই ব্যবস্থা শুরু হয় ২০০৭ সালে। কোনও বিশিষ্ট মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ঘণ্টা বাজিয়ে খেলা শুরুর ঘোষণা করার জন্য। প্রাক্তন ক্রিকেটার, বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব বা কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় ঘণ্টা বাজানোর জন্য। সেই মতোই শনিবার ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) আমন্ত্রণ জানায় পুজারাকে।

অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফিতে ধারাভাষ্যকার হিসাবে কাজ করছেন পুজারা।

ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটেও পুজারা অত্যন্ত পরিচিত মুখ। গত দু'মরসুম সাসেক্সকে বেশ কিছু ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন পুজারা। ২০২৩ সালের জুনে শেষ টেস্ট খেললেও এখনও অবসর নেননি। দেশের হয়ে ১০৩টি টেস্ট এবং পাঁচটি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন। টেস্ট ক্রিকেটের বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসাবে বিবেচনা করা হয় তাঁকে।

লর্ডসের প্যাভিলিয়নের বোলার্স বারের বাইরের দিকে থাকা ঘণ্টাটি বাজানোর সুযোগকে বিশেষ সম্মান হিসাবে বিবেচনা করা হয় ক্রিকেট বিশ্বে। সচিনের পর সেই সম্মান পেলেন পুজারা।

কপিলের রেকর্ড ভাঙলেন বুমরাহ

বল হাতে নামলেই নজির গড়ছেন জসপ্রীত বুমরাহ। আরও একটা কীর্তি গড়লেন তিনি। লর্ডসে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। কপিল দেবের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন ভারতীয় পেসার। সেই সঙ্গে তিনি নাম তুলেছেন লর্ডসের 'অনার্স বোর্ড'-এ। লর্ডসে টেস্টে কোনও ব্যাটার শতরান করলে বা কোনও বোলার এক ইনিংসে ৫ বা তার বেশি উইকেট নিলে 'অনার্স বোর্ড'-এ তাঁর নাম ওঠে। প্রত্যেক ক্রিকেটারের কাছেই এটা স্বপ্ন। বুমরাহ লর্ডসে এই প্রথম এক ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেন। তাঁর নাম খোদাই করা থাকল ক্রিকেটের অন্যতম ঐতিহ্যশালী স্টেডিয়ামে। টেস্টে বিদেশের মাটিতে ১৩ বার এক ইনিংসে ৫ বা তার বেশি উইকেট নিলেন বুমরাহ। এই তালিকায় এত দিন কপিলের সঙ্গে এক আসনে ছিলেন তিনি। বিদেশের মাটিতে কপিল ১২ বার এক ইনিংসে ৫ বা তার বেশি উইকেট নিয়েছেন। কপিলকে ছাপিয়ে গিয়েছেন বুমরাহ। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে বিদেশের মাটিতে এক ইনিংসে ৫ বা তার বেশি উইকেট নেওয়ার তালিকায় শীর্ষে তিনি।

ইংল্যান্ড সফরে হেডিংলেতে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন বুমরাহ। ছুঁয়ে ফেলেছিলেন কপিলকে। দ্বিতীয় ইনিংসে কোনও উইকেট পাননি তিনি। এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে খেলেননি বুমরাহ। তৃতীয় টেস্টে লর্ডসে ফিরে প্রথম দিন মাত্র ১ উইকেট পেয়েছিলেন বুমরাহ। কিন্তু দ্বিতীয় দিন ফর্মে ফিরলেন তিনি। ইংল্যান্ডের শেষ ৬ উইকেটের মধ্যে ৪টেই নিলেন তিনি। সেই সঙ্গে ৫ উইকেট নিয়ে নজির গড়লেন বুমরাহ।

আকাশদীপের কাছে তাঁর অসুস্থ দিদির খবর নিলেন রাজা তৃতীয় চার্লস! ব্রিটেনে রাজ-সাক্ষাতে মুগ্ধ ভারতীয় দল

ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের আমন্ত্রণে ভারতীয় ক্রিকেট দল মঙ্গলবার গিয়েছিল লন্ডনের সেন্ট জেমস প্যালেসে। সতীর্থদের সঙ্গে গিয়েছিলেন আকাশদীপও। তাঁকে দেখে রাজা তৃতীয় চার্লস এগিয়ে আসেন। বাংলার জোরে বোলারের কাছে তাঁর ক্যানসার আক্রান্ত দিদির খোঁজ খবর নেন। ভারতীয় দল এবং ক্রিকেটারদের সম্পর্কে নানা তথ্য আগেই ভাল করে জেনে নিয়েছিলেন ব্রিটেনের রাজা। শুভমন গিল, জসপ্রীত বুমরাহদের সঙ্গে যাতে সহজে কথা বলতে পারেন। প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখেননি। ভারতীয় ক্রিকেটারদের ২২ গজের বাইরের জীবন সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলেন তৃতীয় চার্লস। শুভমনদের সঙ্গে ব্রিটেনের রাজার আমন্ত্রণে সেন্ট জেমস প্যালেসে গিয়েছিলেন হরমনপ্রীত কৌরেরাও। সকলের সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলেছেন রাজা। আকাশদীপের কাছে তাঁর দিদির অসুস্থতা সম্পর্কে জানতে চান রাজা তৃতীয় চার্লস। তাঁর এমন মানবিক ব্যবহারে মুগ্ধ ভারতীয় দল। অধিনায়ক শুভমন বলেছেন, "রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে দেখা করার অভিজ্ঞতা দুর্দান্ত। অত্যন্ত উদার্য্য এবং সহৃদয়তার সঙ্গে তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমাদের সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, লর্ডসে আমাদের শেষ ব্যাটার যে ভাবে আউট হয়েছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমরা বলেছি, ম্যাচের ফল যে কোনও দলের পক্ষেই যেতে পারত। ফলাফলটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের। আশা করি, বাকি দু'টি টেস্টে আমরা আরও ভাল খেলব।" ক্রিকেটারদের সঙ্গে গিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকিয়া এবং সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লও গিয়েছিলেন সেন্ট জেমস প্যালেসে। রাজীবই জানিয়েছেন, রাজা তৃতীয় চার্লসের মানবিক ব্যবহারের কথা। রাজীব বলেছেন, "রাজা ক্রিকেটারদের সঙ্গে নানা ব্যাপারে কথা বলেছেন। এমন কী আকাশদীপের কাছে ওর দিদির অসুস্থতা সম্পর্কেও জানতে চেয়েছেন।" ভারতের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে বন্ধুত্বের কথাও ক্রিকেটারদের বলেছেন ব্রিটেনের রাজা।

অবসর নেওয়ার জন্য কি চাপ দিয়েছিল বোর্ড? কোহলি-রোহিতের সরে যাওয়া নিয়ে এ বার মুখ খুললেন বোর্ডকর্তা

ইংল্যান্ড সিরিজের আগে মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি। দু'জনেই জানিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত কারণেই অবসর নিচ্ছেন। তবে অনেকেরই ধারণা, দুই ব্যাটারের খারাপ ফর্মের কারণে তাঁদের অবসর নিতে বাধ্য করেছে বোর্ড। সেই বিষয়ে এ বার মুখ খুললেন বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল ।ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ দেখতে গিয়েছেন শুক্ল। ইংল্যান্ডের রাজা চার্লসের সঙ্গে দেখা করার পর সংবাদ সংস্থাকে এএনআই-কে তিনি বলেছেন, "আমি একটা কথা সকলের কাছে স্পষ্ট করে দিতে চাই। আমরা সবাই রোহিত এবং বিরাটকে মিসকরছি। কিন্তু রোহিত এবং বিরাট নিজেরাই সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" রাজীবের সংযোজন, "বোর্ডের নীতি হল, আমরা কখনও কোনও ক্রিকেটারকে বলে দিই না যে কখন এবং কোন ফরম্যাট থেকে সে অবসর নেবে। এটা পুরোপুরি ক্রিকেটারের সিদ্ধান্ত। তেমনই ওরা দু'জন নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা ভবিষ্যতেও ওদের অভাব অনুভব করব। দু'জনেই বড় মাপের ক্রিকেটার। একটাই ভাল জিনিস হল, এখনও এক দিনের ক্রিকেটে রোহিত-বিরাটকে দেখা যাবে।" গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর একই সঙ্গে রোহিত এবং কোহলি সেই ফরম্যাট থেকে সরে গিয়েছিলেন। টেস্টেও মাত্র কয়েক দিনের ফারাক। দু'জনেই জানিয়েছেন, ২০২৭ এক দিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যেতে চান। এখন দেখার, বোর্ড সেই অনুরোধে সায় দেয় কি না।

বৃষ্টি ভেজা দুজনে...

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি সুবিধাভোগীদের কাছে সঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে হবে: মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: গোমতী জেলা পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কনফারেন্স হলে আজ মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ এবং তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের গোমতী জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ এবং তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এই পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জেলা আধিকারিকগণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পর্যালোচনা সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি সুবিধাভোগীদের কাছে সঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়ার পরামর্শ দেন। এছাড়া তিনি তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা যাতে তাদের স্টাইপেন্ড সময়মত পায় তা সুনিশ্চিত করার জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সভায় মৎস্য দপ্তরের উপ অধিকর্তা কৃষ্ণহরি ত্রিপুরা জানান, গোমতী জেলায় মাছ চাষের জন্য মোট ৮ হাজার ৪৪৯ হেক্টর জলাভূমি রয়েছে। মৎস্যচাষি রয়েছে ২৯ হাজার ৩৪০ জন। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে গোমতী জেলায় ১৫ হাজার ৬২৪ মেট্রিকটন মাছ উৎপাদন হয়েছে। মৎস্যচাষিদের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য গোমতী জেলায় ৪টি নলেজ সেন্টার রয়েছে। জেলায় মোট ২৩টি হ্যাচারিতে মাছের পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় ২টি অর্নামেন্টাল ফিস হ্যাচারি চালু রয়েছে। তিনি জানান, অমরপুরের তিনঘড়িয়াতে নতুন ফিস মার্কেট, উদয়পুরে মৎস্য নলেজ সেন্টার, ধুনিসাগর দীঘিতে মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনায় ৭০০ জন সুবিধাভোগীকে ৬০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপ অধিকর্তা ডা. বিল্ল দেববর্মা জানান, উদয়পুরে ডিস্ট্রিক্ট ভেটেরিনারি হাসপাতালের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। হাসপাতাল উদ্বোধন করা হবে ১৮ জুলাই। পূর্ব মির্জা গ্রাম পঞ্চায়েতে গোশালা নির্মাণ করা হবে। তিনি জানান, কাঁকড়াবন এবং নতুন বাজারে ভেটেরিনারি ডিসপেন্সারির পাকাবাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া ৯টি ভেটেরিনারি সাব সেন্টার নির্মাণের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ৩টির কাজ শেষ হয়েছে। বাগমা ও কিল্লাতে ২টি ভেটেরিনারি ডিসপেন্সারি নির্মাণ করার কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। খুব শীঘ্রই অমরপুরের থাকছড়াতে নির্মিত পিগ ফার্ম এর উদ্বোধন করা হবে। তাছাড়া তিনি জানান, গোমতী জেলায় ১ লক্ষ ১ হাজার ২৮৪ টি গাভী, ৭৮৬টি ভেড়া, ৬৬৮টি মহিষ, ৫২ হাজার ৭০৪টি ছাগল, ৩০ হাজার ৩৪টি শূকর, ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯২৭টি হাঁস রয়েছে। তিনি জানান, গোমতী জেলায় বর্তমানে ২টি হাসপাতাল ও ১টি ভেটেরিনারি ডিসপেন্সারি এবং একটি ডিস্ট্রিক্ট পোল্ট্রি ফার্ম রয়েছে। এছাড়া এদিন তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, জেলার বিভিন্ন ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, উদয়পুর পুর পরিষদ এবং অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সনগণ, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাখের, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ড. এন চঞ্চল, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস এবং তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা জয়ন্ত দে, জেলার তিনটি মহকুমার মহকুমা শাসকগণ।

আগামী ২৮ জুলাই বিভিন্ন দাবিতে ধর্নায় বসতে চলেছে প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস

আগরতলা, ১৭ জুলাই: নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি, স্মার্ট মিটার বাতিল, বর্ধিত জলের কর বাতিলসহ জনজীবনের একাধিক দাবি নিয়ে আগামী ২৮ জুলাই সিটি সেন্টারের সামনে ধর্নায় বসতে চলেছে প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এমনটাই জানিয়েছেন যুব তৃণমূল সভাপতি শান্তনু সাহা।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে যুব তৃণমূল সভাপতি শান্তনু সাহা বলেন, রাজ্যে স্মার্টসিটির নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। এমনিতেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার উপরে স্মার্ট মিটার, অতিরিক্ত বিদ্যুতের বিল, বর্ধিত জল ট্যাক্স, রাস্তার বেহাল দশা, স্মার্ট সিটির নামে ড্রেনগুলির বেহাল দশা, সেগুলি সংস্কারে কোনো ব্যবস্থা করছে না সরকার। এরই প্রতিবাদে সিটি সেন্টারের সামনে ধর্নায় বসবে তৃণমূল কংগ্রেস।

এছাড়াও অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বাঙালি জাতিকে নিশানা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। সেই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। সান্তনু সাহা অভিযোগ করেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বাঙালি জাতিকেই নিশানা করা হচ্ছে। এর তীব্র নিন্দা জানান তিনি। তার কথায়, অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তারাও চান যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এভাবে বাঙালি জাতিকে নিশানা করা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তিনি আরো জানান, নতুন করে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে সংগঠন বিস্তার করছে। বিভিন্ন মহকুমায় সংগঠন বিস্তারের কাজ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শান্তনু সাহা।

উজান ময়দান ও বিলাই হাম পাড়ায় ম্যালেরিয়া স্ক্রিনিং ও স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: খোয়াই জেলার চম্পাহাওর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৫ জুলাই উজান ময়দানে ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে স্বাস্থ্যকর্মীরা মোট ৫৭জন এলাকাবাসীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করেন। এরমধ্যে ৩৪ জনকে ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণে রক্ত পরীক্ষা করা হয়। তাতে কারোরই রক্তে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট পাওয়া যায়নি। এছাড়াও স্বাস্থ্যকর্মীরা এই শিবিরে উপস্থিত চার জন গর্ভবতী মহিলার প্রাক প্রসবকালীন (এনএনসি) পরীক্ষা এবং ১৯ জনের ডায়াবেটিস সনাক্তকরণে ব্লাড সুগার (আরবিএস) পরীক্ষা করা হয়। তাতে দুই জনের মধ্যে ডায়াবেটিস পাওয়া যায় এবং সাত জনের উচ্চ রক্তচাপ (এইচটিএন) রোগী চিহ্নিত করা হয়।

সকলকে প্রয়োজন অনুসারে স্বাস্থ্যকর্মীরা বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করেন, সেই সাথে ম্যালেরিয়া ও ডায়াবেটিস সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণ, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা পদ্ধতি ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতামূলক আলোচনা করেন। এই স্বাস্থ্য শিবিরে ডাঃ কাজল ঘোষ, কমিউনিটি হেলথ অফিসার লালসাঙ্গি মলসম, ল্যাব টেকনিশিয়ান এলিমি দেববর্মা, মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার সরোজ দেববর্মা, রাজেশ দেববর্মা, শৈলেন দেববর্মা, অভিজিৎ দেববর্মা এবং মাল্টি টাস্কিং স্টাফ রোনাল্ড দেববর্মা, মুন্না বর্মণ এলাকার আশাকর্মী সুমিলা দেববর্মা প্রমূখ অংশগ্রহণ করেন।

এদিকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের অধীন চাকমারঘাট শিবির আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের অন্তর্গত বিলাই হাম পাড়ায় গত ১৬ জুলাই ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকাবাসীদের মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয় এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে ম্যালেরিয়া স্ক্রিনিং এর পাশাপাশি অসংক্রামক রোগ ও গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্যকর্মীরা এই শিবিরে মোট ৬০ জন এলাকাবাসীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

এরমধ্যে ১৪ জনের জ্বরের উপসর্গ থাকায় সকলকে ম্যালেরিয়া র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট (আরডিটি) করা হয়। তাতে কারোরই রক্তে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট পাওয়া যায়নি। এছাড়াও এই স্বাস্থ্য শিবিরে ১৮ জনের অসংক্রামক রোগের স্ক্রিনিং করা হয়, তিন জনের ডায়ারিয়া এবং চার জনের অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস-এ সমস্যার ওষুধ দেওয়া হয়। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ মৌমিতা রায়, কমিউনিটি হেলথ অফিসার ঝুমুর দাস চৌধুরী, মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার শিশু ঋষি দাস, রাহুল গুপ্ত, সাধন সাহা, আশা ফেসিলিটেটর জুডিনপুই দেববর্মা, আশাকর্মী নৈশক্তি রিয়াং প্রমূখ। এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত এলাকাবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মীরা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনার মাধ্যমে কি করতে হবে ও কি করা যাবে না সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বিলোনীয়ায় দু'দিন ব্যাপী ফুড ফেস্টিভ্যাল সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দু''দিন ব্যাপী আয়োজিত ফুড ফেস্টিভ্যালের আজ ছিল সমাপ্তি দিন। শচীন দেববর্মণ অডিটোরিয়াম প্রাঙ্গণে আয়োজিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তপন দেবনাথ, জেলাশাসক মোঃ সাজ্জাদ পি, অতিরিক্ত জেলাশাসক হেমন্ত দেববর্মা, বিলোনীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক দেবাশিস দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী সায়ন্তন দত্ত প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার বলেন, দু''দিন ব্যাপী এই ফুড ফেস্টিভ্যালে ব্যাপক সংখ্যায় মানুষের উপস্থিতির ফলে এটি এক মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। এই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলবন্ধন সুদৃঢ় হয়। বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং বিলোনীয়ায় প্রথমবারের মত এই ফুড ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করার জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান। আগামীদিনে জেলার অন্য দুটি মহকুমা যথাক্রমে সাব্রুম ও শান্তিরবাজারেও এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। এই ফুড ফেস্টিভ্যালে বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের তিনজন সদস্যকে বেস্ট কুক পুরস্কার দেওয়া হয়। অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের দিদিদের রান্নার উপর ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে নিজেদের দক্ষতা তুলে ধরার লক্ষ্যে এই ফুড ফেস্টিভ্যালে তাদের সুযোগ দেওয়া হয়। পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী স্টলও খোলা হয়। এই ফুড ফেস্টিভ্যালে মানুষ দক্ষিণ ভারতীয়, উত্তর ভারতীয়, চাইনিজ সহ রাজ্যের চিরাচরিত খাবারের স্বাদ উপভোগ করেছেন।

যান দুর্ঘটনার শিকার পঞ্চায়েত সচিব প্রদীপ পাল

আগরতলা, ১৭ জুলাই: ব্লকে মিটিংয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন পঞ্চায়েত সচিব প্রদীপ পাল। আজ দুপুরে ওই ঘটনায় বিশালগড় বাইপাস সড়কের ব্লক সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, আজ সকালে ব্লকে মিটিংয়ে যাওয়ার পথে বিশালগড় বাইপাস সড়কের ব্লক সংলগ্ন এলাকায় যান দুঘটনার শিকার হয়েছেন পঞ্চায়েত সচিব প্রদীপ পাল। সাথে সাথে তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আহতকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। ওই দুর্ঘটনায় তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছে বলে জানান তিনি।

গোপন অভিযানে এক বাড়ি থেকে বিলেতি মদ উদ্ধার, পলাতক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে উদয়পুর মাতাবাড়ি এলাকায় রামসাগর পাড়ার লোকজনদের অভিযোগ ছিল এলাকার যুব সমাজকে উশৃংখল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক যুবক নানা ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম করে আসছে। অবশেষে গতকাল রাতে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রামসাগরপাড়াতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। এলাকার অমল দাস নামে এক যুবকের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযানের খবর পেয়ে অমল দাস বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে।

অভিযান সম্পর্কে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকা থেকে অভিযোগ আসছিল এলাকার অমল দাস বিভিন্ন নেশা সামগ্রী বিক্রি করে এলাকার পরিবেশকে উশৃংখল করে তুলছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এদিন প্রায় ৪৫ বোতল বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিদেশী মদ উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে পুলিশের আসার খবর পেয়ে পালিয়ে যায় অমল দাস। উদ্ধারকিত নেশা সামগ্রীগুলির বাজার মূল্য আনুমানিক ১৫ হাজার টাকা হতে পারে বলে দাবি পুলিশের। অভিযুক্ত অমল দাসকে খুঁজে পেতে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

স্মার্ট মিটার ইস্যুতে উদয়পুরে কংগ্রেসের ধর্ণা

আগরতলা, ১৭ জুলাই : স্মার্ট মিটারের নামে সাধারণ মানুষের সাথে চরম প্রতারণার করছে বিজেপি সরকার। এর বিরুদ্ধে আজ উদয়পুর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে শিব বাড়ি বিদ্যুৎ দপ্তরে সামনে গনধর্না বসেছেন নেতৃত্বরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক কংগ্রেস কর্মী বলেন, স্মার্ট মিটারের নামে গরিব অংশের মানুষকে চরম ভোগান্তির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন ভাবে গ্রাহকদের পকেট কাটার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রত্যেক বিদ্যুৎ বিলে হাজার হাজার টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এদিকে, জনগণের আয় নেই। তার উপর সরকারের এই স্মার্ট মিটারের বাড়তি চাপ এসে পড়েছে। সরকারের তরফ থেকে জনগণকে আগাম না জানিয়ে বিদ্যুতের বিলে হাজার হাজার টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরই প্রতিবাদে আজ সরব হয়েছে কংগ্রেস।

লংতরাইভ্যালি বাগছড়া এলাকার উপজাতি ছাত্রী হোস্টেল গত এক সপ্তাহ ধরে চরম পানীয় জলের সংকটে ভুগছে, পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ১৭ জুলাই: ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি বাগছড়া এলাকার উপজাতি ছাত্রী হোস্টেল গত এক সপ্তাহ ধরে চরম পানীয় জলের সংকটে ভুগছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে হোস্টেলের পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছে যে, ইতিমধ্যেই সাতজন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং বাধ্য হয়ে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। হোস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানিয়েছেন, বারবার ডিডব্লিউএস দপ্তরে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি।

ঘটনার খবর সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরে বৃহস্পতিবার তড়িঘড়ি হোস্টেলটি পরিদর্শনে পৌঁছান রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি হোস্টেলের ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং হোস্টেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সমস্যার পূর্ণ বিবরণ নেন।পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে মন্ত্রী সাথে সাথেই ডিডাব্লিউএস -সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন এবং অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। শুধু তা-ই নয়, হোস্টেলের বর্তমান শয্যা সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ১০০ করার পরিকল্পনার কথাও তিনি জানান।

এই সফরে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ছামনু বিধানসভা কেন্দ্রের কষ্টোরা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ের হোস্টেলও পরিদর্শন করেন। সেখানে পানীয় জলের বড় কোনও সমস্যা না থাকলেও আলো সংক্রান্ত কিছু অসুবিধা তার নজরে আসে। সেই অনুযায়ী তিনি দ্রুত আলো সমস্যার সমাধান এবং শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির নির্দেশ দেন।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, ''দূরদূরান্ত থেকে এসে ছাত্রীরা হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। তাদের যেন কোনও অসুবিধা না হয় এবং তারা যেন একটি স্বাস্থ্যকর ও সুরক্ষিত পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে --- সেটাই আমাদের অগ্রাধিকার। সরকার নিয়মিত পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে, যাতে এই ছাত্রীরাই ভবিষ্যতে শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়।''হোস্টেলে উপস্থিত ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে সরকারি হস্তক্ষেপে স্বস্তি ফিরে এসেছে। ছাত্রীদের অনেকেই জানান, এতদিন তারা অসহায় বোধ করছিলেন, কেউ শুনছিল না। কিন্তু এখন মন্ত্রী স্বয়ং এসে আশ্বাস দেওয়ায় তারা নতুন করে ভরসা পাচ্ছেন। সরকারি হস্তক্ষেপের পরেই প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা দেখা গেছে। ডিডাব্লিউএস দপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীরা সমস্যার সমাধানে মাঠে নেমেছে। আশা করা যাচ্ছে, দ্রুত হোস্টেলের পানীয় জলের সংকট কেটে যাবে এবং ছাত্রীরা আবার সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারবে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমেই সাত মাসের গর্ভবতী মা স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণে সম্মত হলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: দক্ষিণ জেলার পাইখলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন কর্ণ কুমার পাড়ার বাসিন্দা ৩৬ বছর বয়সী চার সন্তানের জননী পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে অপ্রত্যাশিতভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়েন। এই গৃহবধূ লোক-লজ্জায় তাঁর গর্ভাবস্থা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন ও কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে চাইছিল না। তবে, এই গ্রামের আশাকর্মী মঞ্জু বৈদ্য ও আশা ফেসিলিটেটর অপর্ণা পালের নিরলস প্রচেষ্টায় অবশেষে তিনি সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণে সম্মত হন।

গ্রামের আশাকর্মী মঞ্জু বৈদ্য প্রথমদিনই উক্ত বিষয়টি জানতে পেরে ওই মহিলাকে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণের জন্য বলতে থাকেন। কিন্তু তিনি কোনো রকম যোগাযোগ রাখতে রাজি হননি। এমনকি আশাকর্মী ও আশা ফেসিলিটেটর বেশ কয়েকবার তাঁর বাড়িতে গেলেও, তিনি প্রতিবারই আড়ালে চলে যেতেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য এই মহিলাকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান একপ্রকার চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পরিশেষে গত ১৫ জুলাই একই এলাকায় আয়োজিত এক গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠানের পর আশাকর্মী মঞ্জু বৈদ্য ও আশা ফেসিলিটেটর অপর্ণা পাল যখন পুনরায় ঐ গৃহবধূর বাড়িতে যান, তখন অবশেষে গৃহবধূ স্বাস্থ্যকর্মীদের সামনে আসেন। দীর্ঘ আলোচনা ও বোঝানোর পরে, তিনি স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণে সম্মত হন।

তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে স্থানীয় পাইখলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ গোবিন্দ ভৌমিক তাঁর প্রসবপূর্ব পরীক্ষা নিরিক্ষা (অ্যান্টি নেটাল চেকআপ) করেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদান করেন। ডাঃ ভৌমিক জানান, ওই গৃহবধূ বর্তমানে সাত মাসের গর্ভবতী এবং সময়মতো তাঁর চিকিৎসা শুরু হওয়ায় এখন তাঁকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা হবে। তবে তাঁকে এখন থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রসবপূর্ব সবগুলি পরীক্ষা-নিরিক্ষা (অ্যান্টি নেটাল চেকআপ) করে যেতে হবে।

এই ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করে যে, স্বাস্থ্যকর্মীদের একাগ্রতা, ধৈর্য্য ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণই স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সুনিশ্চিত করে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। এরফলে অবশেষে লোকলজ্জা আর অজ্ঞতার অন্ধকার সরিয়ে একজন মা নিরাপদ মাতৃত্বের পথে এগিয়ে গেলেন।

বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও মজবুত ও কার্যকর করতে কৃষ্ণপুর মণ্ডলে শক্তি কেন্দ্রের সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জুলাই : বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও মজবুত ও কার্যকর করতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো বিজেপি ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলে। মণ্ডল কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৬টি শক্তি কেন্দ্রের সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। আগে ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলে মোট ১৫টি শক্তিকেন্দ্র ছিল। কিন্তু জনগণের স্বার্থে এবং সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আরও দ্রুত ও সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি অতিরিক্ত শক্তি কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়াল ১৬-তে।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস, এবং মণ্ডলের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সংবাদমাধ্যমকে জানান, নতুন ও অভিজ্ঞদুই প্রজন্মের নেতৃত্বকে একত্র করে গঠন করা হয়েছে এই ১৬টি শক্তি কেন্দ্রের সংগঠনিক দায়িত্ব। প্রত্যেককে দলের আদর্শে বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ''আগামী দিনে এনারা প্রত্যেকে দলকে আরও সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।''তিনি আরও জানান, ''শক্তি কেন্দ্রগুলো শুধু সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবাগুলি পৌঁছে দেওয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। এই উদ্যোগের ফলে মানুষের সঙ্গে দলের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে।

চুরি যাওয়া ল্যাপটপ সহ দুই চোরকে গ্রেফতার করে পুলিশ

আগরতলা, ১৭ জুলাই : চুরি যাওয়া বিভিন্ন ল্যাপটপ সহ দুই জন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন সদর এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায়।

সদর এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় জানিয়েছেন, গত ১১ জুলাই রাতে মেলারমাঠস্থিত একটি দোকানে চোরের দল হানা দিয়েছিল। চোরের দল সব একটি ল্যাপটও সহ নগদ টাকা নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে দোকান মালিক থানায় মামলা দায়ের করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে গতকাল দুইজনকে আটক করে পুলিশ। তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চুরি করার বিষয়টি স্বীকার করেন। তাঁদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া ল্যাপটপ ও নগদ সাড়ে তিনহাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, অমিত দেব এবং সজল দেবনাথ নামে দুই চোরকে আটক করে ।আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে তোলা হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas